রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

SOUBHAGYA-SOPANA

OR

THE STEPPING-STONE TO FORTUNE.

BY

PRASANNA CHANDRA DASS GUPTA, B.A.

সৌভাগ্য-সোপান।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত বি,এ,

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time."

H. W. Longfellow.

কলিকাতা,

পটলডাঙ্গা, ৪নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্যযন্ত্রে

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৮ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

সৌভাগ্য-সোপান দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। পূর্ব্ববারে যাহা কিছু ভ্রমপ্রমাদ ছিল, এবার তৎসমুদয় সংশোধন করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে সানুনয় নিবেদন, এই সংস্করণেও যদি কোন দোষ বা অশুদ্ধি কিংবা ত্রুটি লক্ষিত হয়, তবে উহা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে বারান্তরে সংশোধন করিয়া দিব।

শিলং
তারিখ ৬ই ফাল্গুন,
সন ১২৯৭।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

সৌভাগ্য-সোপান প্রচারিত হইল। কয়েকটী নীতি-গর্ভ প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় মহাত্মগণ যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক এ জগতে সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন, এবং যে সমস্ত মহামূল্য উপদেশ বিতরণ করিয়া মানব-সমাজকে সৌভাগ্য-অবলম্বন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই সকল মহাজন-বাক্য সরল বাঙ্গালাভাষায় বিবৃত করিয়া দেশীয় জনগণের নিকট উপস্থিত করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজের যেরূপ হীনাবস্থা—অধ্যবসায়, সাহস, পরিশ্রম, আত্মাবলম্বন প্রভৃতি সদ্‌গুণের যেরূপ অসদ্ভাব—তাহাতে এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। উপরিলিখিত মহানুভবগণ যেরূপ অবিচলিত অধ্যবসায়, অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অপরিসীম সাহস, ও অদ্ভুত কার্য্যদক্ষতা সহকারে আত্মোন্নতি ও স্বদেশের হিতসাধন করিয়াছেন, তাহার কণামাত্র এদেশে অনুষ্ঠিত হইলে মহোপকার সাধিত হইতে পারে। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি এই গ্রন্থ প্রচারে সাহসী হইয়াছি।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি মহাত্মার উপদেশ-বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার এরূপ সুবিস্তৃত

যে, এতাদৃশ ক্ষুদ্রগ্রন্থে তদন্তর্গত রত্ন-রাশির সমাবেশ হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই কার্য্যটী এত গুরুতর যে, মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের তাহাতে ভ্রম হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। সহৃদয় পাঠকগণ এই গ্রন্থের যে কোন অংশে যে দোষ লক্ষ্য করিবেন, তৎসমুদয় আমাকে জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়া দিব। এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে যদি কোন ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণেও উপকার প্রাপ্ত হন, তবে শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহ জ্ঞাতব্য এই যে, পাবনার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী রায় মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সূচীপত্র।

সৌভাগ্য-সোপান।

উদ্বোধন।

"O gentlemen, the time of life is short;
To spend that shortness basely, were too long,
If life did ride upon a dial's point,
Still ending at the arrival of an hour."

Shakespeare.

ভ্রাতঃ, আর কত কাল এরূপ মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? আর কতকাল মানব নামের যথার্থ গৌরব বিস্মৃত হইয়া অন্ধের ন্যায় সংসার পথে বিচরণ করিবে? আর কতকাল অসাবধানতা, ঔদাসীন্য, নীচতা ও স্বার্থপরতা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে? আর কতকাল বৃথা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিয়া মনুষ্যনাম কলঙ্কিত করিবে? একবার নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান কর, একবার চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া নিজের দিকে চাও, স্বদেশের দিকে চাও, সমাজের দিকে চাও। একবার বিবেচনা করিয়া দেখ, করুণাময় পরমেশ্বর তোমাকে কেমন মহৎ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। কেমন উৎকৃষ্ট তোমার মস্তিষ্ক! কেমন তেজোময় তোমার প্রকৃতি! যদি সতত তাহা-দিগকে সৎপথে চালাও, তবে মানুষ হইয়াও দেবতুল্য সুখ-ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে

ঈশ্বর কি তোমাকে কেবল তোমার নিজের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা তোমার নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেশের, দেশীয় ভ্রাতা ভগিনীদিগের, ও সমাজের উন্নতি করিবার উপযুক্ত করিয়া তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

ভ্রাতঃ, তোমার চতুর্দ্দিকে কত কার্য্য রহিয়াছে। তোমার কি এ সময়ে ঘুম সাজে? তোমার নিজের বাঞ্ছানুযায়ী উন্নতি হয় নাই; তুমি তোমার ভ্রাতাদের উপকার বা উন্নতির জন্য এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পার নাই; স্বদেশের বা সমাজের উন্নতির চিন্তা একবারও মনে স্থান দেও নাই; সংক্ষেপতঃ, যাহাতে মানব নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা হইতে পারে, এমন কোন কার্য্যে তুমি সাহসের সহিত এক পদও অগ্রসর হও নাই। তোমার কি এ সময়ে নিদ্রা যাওয়া উচিত? অথবা, নিশ্চিন্ত হইয়া উদাসীনভাবে থাকা উচিত? কিম্বা, আমোদ প্রমোদে মত্ত হওয়া উচিত?

মোহান্ধতা বশতঃ তুমি যে অধোগামী হইতেছ, তাহা কি টের পাও না? তোমার দেশ, তোমার সমাজ যে ছারখার হইতেছে সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করা কি উচিত মনে কর না? এই দুর্ভাগ্য ভারতভূমির চতুর্দ্দিকে কি ভয়ানক ব্যাপার! একদিকে মেলেরিয়া দেশকে দেশ উচ্ছিন্ন করিতেছে; অন্য দিকে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়িতেছে; এক দিকে মানুষ সকল ভয়ানক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কি অপকর্ম্মই না করিতেছে? অন্য দিকে অলস ও ভিক্ষাজীবী সুস্থকায় ব্যক্তিগণ কি প্রকার অন্যায়রূপে জীবন ক্ষয় করিয়া অন্যের নিকট কুৎসিৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে; অপর দিকে

মদ্যপানাসক্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ অধঃপাতের চরম সীমায় গমন করিতেছে এবং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া বৃদ্ধ জনক-জননী ও অসহায় পরিবারকে শোকসাগরে ভাসাইতেছে। তোমার কি ভাই এখন ঘুমাইবার সময়?

ভ্রাতঃ, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, প্রুসিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি কত দেশ অত্যুচ্চ উন্নতি লাভ করিয়াছে; ইচ্ছা করিলে তুমি কি তোমার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে সেইরূপ উন্নত করিতে পার না? নিরাশাকে একবার মন হইতে দূর কর; একবার দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে নিজের ও জন্মভূমির উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হও। আর কতকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন যাপন করিবে? আর কত কাল উন্নত ও সভ্যজাতির কৃপাপাত্র হইয়া কালক্ষেপণ করিবে? সিংহের ন্যায় বলবিক্রমসম্পন্ন হইয়াও নিজকে নিস্তেজ ও অসার মনে করা কি কাপুরুষের চিহ্ন নহে?

তোমার কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয় যেন তুমি মানব জীবনের উদ্দেশ্যই ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি কেবল নিজের জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই; তোমার জীবনের অনেক কার্য্য করিবার আছে। যদি তোমার ভ্রাতাদিগের, স্বদেশের ও সমাজের উপকার ও উন্নতি করিয়া মানবজীবন সফল করিতে চাও, মানব নামের গৌরব রক্ষা করিতে চাও, তবে সর্ব্ব প্রথমে নিজকে উন্নত কর। যে নিজে উন্নত নহে সে কিরূপে দেশের বা সমাজের উন্নতি করিবে? আত্মোন্নতি সকলেরই নিজ সাধ্যায়ত্ত রহিয়াছে; তজ্জন্য অন্যের উপাসনা করিতে হয় না। যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই নিজের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বর মানবমাত্রের প্রকৃতিকেই

চিরোন্নতিশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন। কি কি উপায়ে প্রকৃত রূপে আত্মোন্নতি লাভ হইতে পারে সর্ব্বাগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করা বিধেয়।

ভ্রাতঃ, সংসার-ক্ষেত্রে জীবন-যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক। এ যুদ্ধে অনেক অহঙ্কারী যুবা ব্যক্তি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হার মানিয়াছেন; অনেক চতুর ব্যক্তি ঠকিয়াছেন; অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন; অথচ সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন, ব্যক্তি জয়লাভ করিয়া উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ দেখা গিয়াছে। এই জীবন-যুদ্ধ বড় কঠিন ব্যাপার। এখানে যৌবনের গর্ব্ব, বিদ্যার আস্ফালন, বুদ্ধির দাম্ভিকতা, কোন শুভ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। এ যুদ্ধে শত্রু বহুতর। তাহাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে অজেয় পরাক্রম, অটল সাহস, এবং অপ্রতিম ধৈর্য্যের প্রয়োজন। কি কি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিগণ এ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, কি কি কৌশল অবলম্বন করিয়া এ সংগ্রামে জয়লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং উন্নতির উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, চল তাহার সন্ধান করি। তাঁহাদের উদাহরণ অবলম্বন ব্যতীত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহারা আপন জ্ঞান ও বিদ্যাবলে এ জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। এই পৃথিবীতে তাঁহারা ঐরূপ উন্নতি ও শুভানুষ্ঠান না করিলে ইহা মানবের বাসোপযুক্ত সুখের স্থান বলিয়াই বোধ হইত না। তাঁহাদের উপদেশপূর্ণ বাক্য সকল, তাঁহাদের জ্বলন্ত তেজ ও উৎসাহপূর্ণ কার্য্যসমূহ চিন্তা করিতে

গেলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। অতএব ভ্রাতঃ যে পথে গমন করিয়া সেই মহাত্মগণ মহোচ্চ পদ ও উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই পথে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চল; মানব জীবনের উচ্চ ও মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সাধু ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও; নিজে উন্নত হও, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নশীল হও, মানব জীবন সফল হউক।

আরম্ভ।

" Pitch thy behaviour low, thy projects high,
So shalt thou humble and magnanimous be;
Sink not in spirit; who aimeth at the sky,
Shoots higher much than he that means a tree."

George Herbert.

যুবক ব্যক্তি সংসার-প্রবেশের পূর্ব্বে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নিজকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার জীবনের লক্ষ্য কি? তুমি কি হইতে চাও এবং তজ্জন্য তোমার কি কি সম্বল আছে? যে সংসার-ক্ষেত্রে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছ, তজ্জন্য তুমি কতদূর শিক্ষিত ও সুসজ্জিত হইয়াছ?

সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রমে যতই অধিক যুদ্ধ করে, ততই তাহাদের

সাহস, তেজ, ও নিপুণতা বৃদ্ধি হয়; অবশেষে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করে যে কোন যুদ্ধেই সেই সংগ্রাম-বিশারদ সৈন্যদলের পরাজয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। সংসারে জীবন যুদ্ধের জন্য যে সকল সৈন্য পাঠশালায়, মধ্যম ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়, তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। সুতরাং সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের বল, সাহস ও আয়োজন সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

এইরূপে নিজকে পরীক্ষা করিবার পরে জীবনের একটী লক্ষ্য ঠিক করিতে হইবে। লক্ষ্যটী উচ্চ ও মহৎ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন—কারণ, যাহার জীবনের লক্ষ্য সৎ ও উচ্চ নহে, সে কদাচ সচ্চরিত্র ও উন্নত হইতে পারে না। লক্ষ্য একবার ঠিক হইলে, সেদিকে অগ্রসর হইবার জন্য ক্রমাগত অবিশ্রান্ত ভাবে যত্ন করিতে হইবে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত সেই লক্ষ্য প্রাপ্ত না হওয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত কথনই কোন কারণবশতঃ ক্ষান্ত হওয়া উচিত নহে।

সংসার দ্বারে দণ্ডায়মান নবীন যুবকের পক্ষে জীবনের লক্ষ্য ঠিক করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; অথচ, ইহা এত প্রয়োজনীয় যে ইহা ব্যতিরেকে সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে পদে পদে পদস্খলন হয়। কত শত নব্যযুবক জীবনের লক্ষ্য ঠিক না করিয়া নিকটে যাহা প্রাপ্ত হন তাহা লইয়াই প্রথমে সংসারে প্রবেশ করেন। কয়েকদিন পরে সেই পথটী ভাল লাগে না, অমনি আর একটী পথ অবলম্বন করেন; কিছু দিন পরে দেখেন সেই পথটীও কণ্টকাকীর্ণ; তৎক্ষণাৎ আর

এক দিকে গমন করেন; দেখেন সেই পথটীও অপরিষ্কৃত; পুনরায় অন্য পথে গমন করেন; দেখেন সেই পথটীও নিতান্ত উচ্চনীচ; এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট সময়,—যৌবনকাল, অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে যথন দেখেন যে এরূপ অবস্থা বড় শোচনীয়, যখন দেখেন গোলমাল করিতে করিতেই যৌবনের তেজ, বল, সাহস, সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল; তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে একদিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সেই পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন এবং সাধ্যানুরূপ যত্ন সহকারে প্রধাবিত হইয়াও কতকদূর যাইতে না যাইতেই বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

এইরূপ অস্থির চিত্ত লোকের কার্য্যকে জ্ঞানিগণ বালকের ক্রীড়ার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বালক যেমন নূতন নূতন খেলার সামগ্রী লইয়া ক্রীড়া করিতে ভাল বাসে; সে যেমন নূতন খেলার সামগ্রী দেখিলে আর পুরাতন বস্তু লইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না; সে যেমন বস্তুর গুণাগুণ বিচার না করিয়া বাহ্য-চাক্‌চক্যে একেবারে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়; পুনঃ পুনঃ জীবনের লক্ষ্য পরিবর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণও সেইরূপ। অতএব প্রথমে একটী লক্ষ্য ঠিক না করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইলে অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে; জীবনের উৎকৃষ্ট সময় বৃথা চেষ্টায় অবসান হইবে এবং যাবজ্জীবন অনুতাপের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি উত্তম রূপে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, সে তাহা নিশ্চয়ই উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়।"

"উত্তম রূপে কার্য্য আরম্ভই কার্য্যের অর্দ্ধসম্পন্ন মনে করা যাইতে পারে।"

জীবন-পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই এই সকল বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। কত যুবকের বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস, ও বল থাকা সত্ত্বেও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই, কেননা, তাঁহারা সাংসারিক জীবন কিরূপে আরম্ভ করিতে হয় তাহা জানিতেন না। বস্তুতঃ প্রায় সকল উত্তম কার্য্যের আরম্ভই কষ্টকর। কোন কার্য্য একবার আরম্ভ করিয়া কতকদিন অবিশ্রান্তরূপে তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে, মন আপনা হইতেই সেদিকে যাইতে চাহে এবং যত উত্তম রূপে সেই কার্য্য সম্পন্ন হয়, মন ততই আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে থাকে।

আরম্ভই লোকের বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিমাণ করে। যখন আমরা কোন অট্টালিকা ভাঙ্গিতে চাহি, তখন যে ব্যক্তি প্রথম ইষ্টক খানা খুলিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই ঐ কার্য্যের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা উচিত; কারণ, প্রথমে একখানা ইষ্টক খুলিবার পরে অন্যান্য ইষ্টক-গুলি খোলা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে বৃহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়। প্রথমেই যদি কোন ব্যক্তি সৌভাগ্যের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে চাহেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবেন; তাঁহার আশা কখনও সফল হইবে না।—নিম্নতম সিঁড়ীতে পদক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বোচ্চ সিঁড়ীতে কেহ কখনও উঠিতে পারিয়াছেন? কোন্ ব্যক্তি প্রথমে সামান্য সামান্য কার্য্যের সঙ্গে পরিচিত না হইয়া একেবারেই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন?

কার্য্য মাত্রই উত্তম। যদি কর্ম্মকর্ত্তা সাধু ও চরিত্রবান হন, তবে কোন কার্য্যই নীচ বা অপমানজনক হয় না; আর তিনি যদি অসাধু ও অসচ্চরিত্র হন, তবে অত্যুচ্চ কার্য্য আরম্ভ করিলেও তাহা তিনি শীঘ্রই কলঙ্কিত করেন এবং নিজে অপমানিত ও অপদস্থ হন! সামান্য কার্য্যেও মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে এবং মহৎ কার্য্যেও নীচতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। নিজ নিজ চরিত্র দ্বারা মানবগণ স্বকৃত কার্য্য সমূহকে অনুরঞ্জিত করেন।

পৃথিবীতে সকল লোকই উন্নত ও মহৎ হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করিতে চাহেনা। কাজেই উন্নতির পথেও অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। ভ্রাতঃ, তুমি যদি যথার্থ উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে সংসার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার জীবনের আকর্ষণ কোন্ দিকে অধিক তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, এবং তদনুসারে একটী মহৎ লক্ষ্য ঠিক করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য করিতে থাক। বিশ্বাসের সহিত, ধৈর্য্যের সহিত, তোমার সমস্ত শক্তির সহিত, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে যত্ন কর; তুমি নিজেই স্বকার্য্যের উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে, সুখী হইবে, এবং সেই কার্য্য সতত না করিয়া কোন রূপে সুস্থির থাকিতে পারিবে না। অনেক লোক আছে যাহারা তোমাকে বলিবে যে ঐ কার্য্যের জন্য তুমি অনুপযুক্ত; কিন্তু তাহাদের কথাতে কর্ণপাত না করিয়া তোমার চিহ্নিত পথে তুমি চলিতে থাকিবে, এবং সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, যে প্রকারের কার্য্যই হউক না কেন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম যোগে

তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করা যায়। যদি কার্য্যটী কঠিন ও অসুখ জনক বোধ হয়, তথাচ তাহা তোমার কর্ত্তব্যতা ও আবশ্যকতার অনুরোধে এত আদর এবং যত্ন সহকারে সম্পন্ন করিবে, যে তাহাতে যেন তোমার যথার্থ সুখোদয় হইতে পারে। অসুখের কার্য্য হইলেও কর্ত্তব্য কর্ম্মকে সুখজনক করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু এক বিষয়ে নিতান্ত সাবধানতার প্রয়োজন। উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সময় অহঙ্কার যেন তোমার মনে স্থান না পায়। যখন দেখিবে তোমার মত সাধারণ লোকও কার্য্যক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, তখন যেন মাথা ঘুরিয়া না যায়। সর্ব্বদা নম্রতার সহিত স্থির চিত্তে কার্য্য করিতে হইবে। জর্জ হারবার্ট বলিয়াছেন, "তোমার স্বভাবকে বিনীত কর এবং তোমার উদ্দেশ্যকে ঊর্দ্ধদিকে প্রধাবিত কর; এরূপ করিলে তুমি নম্র ও উচ্চাশয় হইবে; কখনও নিরাশ হইও না; যে ব্যক্তি আকাশ লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধদিকে তীর ক্ষেপণ করে, তাহার তীর বৃক্ষাগ্রভাগলক্ষ্যকারীর তীরাপেক্ষা অধিকতর উচ্চে উঠে।" বস্তুতঃ যে মানব উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরোহণার্থ মনে প্রাণে যত্ন করেন, তাঁহার আশা সম্যক সফল না হইলেও তিনি যে সাধারণ ব্যক্তিদিগকে ছাড়াইয়া অধিকতর ঊর্দ্ধে উঠেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যিনি আপন চরিত্র বিনীত ও নম্র করিয়াছেন, তাঁহার উন্নতির পথে যাইবার বাকী কি? যিনি তাহার আশাকে অত্যূর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কি কখনও নীচতার বশবর্ত্তী হইতে পারেন? তাঁহার চরিত্র, তাঁহার আশা, তাঁহার

কার্য্য সকলই ঊর্দ্ধ দিকে প্রেরিত; এমন ব্যক্তি কখনই উন্নত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

প্রাতরুত্থান।

"I was an early riser. Happy the man who is! Every morning, day comes to him with virgin love, full of bloom, and purity, and freshness. I doubt if any man can be called 'old' so long as he is an early riser and an early walker."

Lord Lytton.

অবনী মণ্ডলে যত লোক দীর্ঘজীবী ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই অতি প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভোর সময়ে শয্যাত্যাগ না করিলে প্রাতঃকালের কার্য্য সকল অসম্পন্ন থাকে। শয্যা-ত্যাগান্তে সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেই সময় অতি-বাহিত হয়, কাজেই অন্য দিকে অন্যান্য কার্য্য সকল যথাসময়ে সম্পন্ন হইতে পারে না। এ জন্যই ফ্রাঙ্ক্লিন্ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে সে সমস্ত দিবস অতি ব্যস্ততার সহিত কার্য্য করিয়া রাত্রেও তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারে না।" পুরাকালের বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা এরিষ্টটোল বলিয়াছেন, "ভোর হইবার পূর্ব্বেই শয্যা-ত্যাগের অভ্যাস করা উচিত, কারণ,

তদ্দ্বারা লোক স্বাস্থ্য, ধন ও জ্ঞান লাভ করে।” আফ্রিকা দেশে নিগ্রোদিগের মধ্যে একটী নীতি কথা আছে তাহা এই যে, “যিনি ভোর সময়ে গাত্রোত্থান করেন, তাঁহার ভ্রমণের পথ সংক্ষেপ হয়।”

প্রুসিয়ার প্রসিদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক বৃদ্ধ বয়সে, ও শারীরিক নানা দুর্ব্বলতার মধ্যে, তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন তাঁহাকে রাত্রি চারিটার পরে আর শয্যাতে থাকিতে না দেয়। রুসিয়ার সম্রাট পিটার্ দি গ্রেট্ লণ্ডনে জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিবার সময়ে যেরূপ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিতেন, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রজাশাসন সময়েও তদ্রূপ প্রত্যূষেই শয্যা-ত্যাগ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রুবেন্সের এই নিয়ম ছিল যে তিনি প্রত্যহ রাত্রি চারিটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালীয় আহারের পূর্ব্বে ‘পৌর্ব্বাহ্ণিক চিত্র’ (Breakfast sketches নামে যে সকল ছবি প্রসিদ্ধ আছে, তাহার এক এক খানা চিত্রিত করিতেন। তিনি চিত্রকার্য্যে, সাহিত্যে ও রাজনীতিতে কিরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই মহাত্মা বলিয়াছেন, “যিনি প্রাতঃকালে সময় নষ্ট করেন, তিনি দিবসের মধ্যে একটী রন্ধ্র করিয়া দেন যাহার মধ্য দিয়া পক্ষ-বিশিষ্ট ঘণ্টা সকল দ্রুতবেগে পলাইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।”

উপাখ্যান লেখক প্রসিদ্ধ সার্‌ওয়াল্‌টার্ স্কট্ প্রতি রাত্রে পাঁচটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া নিজে দীপ জ্বালিতেন এবং

কার্য্য করিতে বসিতেন। প্রাতঃকালীয় ভোজনের সময় ৯ ঘটিকার পূর্ব্বে তিনি কখনই কার্য্য ত্যাগ করিয়া উঠিতেন না। এইরূপ নিয়ম করিয়া কার্য্য না করিলে কদাচ তিনি এত গ্রন্থ লিখিয়া তৎসঙ্গে অন্যান্য সমস্ত দৈনিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন না।

ট্রোলোপ্ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পোষ্টাফিসে কার্য্য করিতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রত্যহ ভোরে শয্যাত্যাগ করিয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিতেন। এরূপ নিয়ম করিয়া কার্য্য করাতেই তিনি ইংরেজী-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এত উপন্যাস, এত জীবন-চরিত, এত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, যোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে কত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে উন্নতি ও সৌভাগ্য-পথের পথিক মহাত্মগণ সকলেই প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতে হইলে রাত্রি অধিক না হইতেই শয়ন করা আবশ্যক। অধিক রাত্রিতে যে শয়ন করে সে কখনও প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতে পারে না; করিলেও, তাহাতে উপকার না হইয়া নানা অপকার সাধিত হয়। শরীর দুর্ব্বল ও অসুস্থ হয়, মস্তিষ্ক ভার বোধ হয়, চক্ষের জ্বালা হয়, এবং কোন কার্য্য করিতেই উৎসাহ বোধ হয় না। অতএব প্রত্যূষে ৪।৫টার সময় শয্যাত্যাগের নিয়ম করিতে হইলেই রাত্রিতে ৯।১০ টার সময় শয়নের অভ্যাস করিতে হইবে এবং তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

রাত্রিতে অধিক গৌণ না করিয়া শয়ন করিবার অভ্যাস

করিলে কেবল যে প্রত্যূষে উঠিয়া স্বকার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন করা যায় এরূপ নহে, তাহা দ্বারা অনেক প্রলোভন, আশঙ্কা এবং বিপদ হইতেও অন্তর থাকা যায়। মধ্যরাত্রির অন্ধকার রূপ আবরণে অদৃশ্য হইয়া অনেক যুবক সেই সুযোগে নিজ মস্তকে কুঠারাঘাত করে এবং নরকের পথ উন্মুক্ত করে, অবশেষে চিরজীবন অনুতাপ করিয়াও স্বীয় দুষ্কৃতি-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। এমন লোকও অনেক দেখা যায় যাহাদের নিজ দুষ্কৃতি-ফল বংশপরম্পরা পর্য্যন্ত বিস্তার করে এবং সন্তান সন্ততিগুলি নিরপরাধী হইয়াও পিতার অপকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এরূপ নারকিগণ কেবল যে নিজের কলঙ্কিত জীবন দুঃখে অবসান করে এমত নহে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য কতকগুলি লোককেও দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া যায়। এরূপ লোকের জীবনে শতবার ধিক!

ভ্রাতঃ, তুমি কদাচ এরূপ কুপথ অবলম্বন করিবে না। প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক রাত্রি ৯।১০ টার সময় শয়ন অভ্যাস করিয়া প্রত্যূষে ৪।৫ টার সময় গাত্রোত্থান করিবে এবং যাবজ্জীবন এই নিয়ম প্রতিপালন করিবে। এই নিয়মে সাধারণতঃ জীবনের দিবস সকল কত বৃদ্ধি হয় হিসাব করিয়া দেখ। এক ব্যক্তি প্রত্যহ ভোরে ৪ টার সময় নিয়মিত রূপে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বকার্য্য আরম্ভ করে, অন্য এক ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতে ৬ টার সময় নিদ্রা হইতে উঠিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি ইহারা উভয়ে রাত্রিতে এক সময়ে শয়ন করে, তবে ৪০ বৎসর পরে দেখা যায় যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ১০ বৎসর অধিক বাঁচিয়াছে।

এইরূপ গণনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, 'প্রকৃত জীবন কি?' এই বিষয় স্থির ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, শিশুকালের ক্রীড়া, স্নান, আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্যে আমাদের যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল যে কয় ঘণ্টা আমরা যথার্থ গৌরব জনক কার্য্যে রত থাকি তাহাই প্রকৃত জীবন নামে অভিহিত করিলে, সৎকর্ম্মে মানব জীবনের অতি অল্প সময়ই ব্যয়িত হয়, ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এইরূপ গণনাতে যে যত অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই তত দীর্ঘজীবী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, এবং এই জন্যই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি অন্যাপেক্ষা দশ বৎসর অধিক বাঁচিয়াছে, এরূপ গণনা করা গিয়াছে।

একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, "প্রাতঃকালীয় সুশীতল সমীরণের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহাতে রক্তের চাকচক্য বৃদ্ধি হয়, প্রাণ জীবন্তভাবে পরিপূর্ণ হয়, সমস্ত শরীরের তেজস্বিতা বৃদ্ধি হয়, অধরোষ্ঠ রক্তানুরঞ্জিত হয় এবং শরীর সর্ব্বাংশে সুঠাম হয়।" সেই জন্য বলি, ভ্রাতঃ, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হইতে চাও; বসন্তকালীয় মারুতহিল্লোলের ন্যায় তোমার হৃদয়কে যদি আনন্দে নৃত্য করাইতে চাও; ঝর ঝর শব্দে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় যদি তোমার ধমনীতে উজ্জ্বল রক্ত প্রবাহিত করিতে চাও; আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারী ও পুষ্প-ফলের সৌরভপূর্ণ প্রাতঃসমীরণ সেবনে যদি জীবনের তেজস্বিতা বৃদ্ধি করিতে চাও; তবে তোমার শয্যা অতি প্রত্যূষে পরিত্যাগ কর, এবং চাতক পক্ষীর ন্যায় প্রফুল্ল হৃদয়ে ঈশ্বরের নাম গান করিতে

করিতে ভ্রমণে বহির্গত হও। মানব এ জীবনে কত সুখী হইতে পারে, তাহার আভাস পাইবে। যদি এ জীবনে মানবোপযোগী কোন মহৎকার্য্য করিতে চাও; যদি অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত থাকিয়া বৃদ্ধকালে শান্তি সুখে ঈশ্বরের চরণে তাঁহার প্রদত্ত প্রাণ সমর্পণ করিতে চাও; তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক, নিয়ম পূর্ব্বক, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান কর; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আলস্যপূর্ণ শয্যা ত্যাগ কর; গৃহের রুদ্ধবায়ু পরিত্যাগ কর; কিয়ৎকাল সুশীতল ও পরিষ্কার বায়ু সেবন কর; ঈশ্বরের নাম লইয়া দৈনিক কার্য্যে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হও; দেখিবে তুমি কত উন্নতি করিতেছ, কত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছ। তুমি নিজেই নিজের কার্য্য, উন্নতি, ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইবে।

সময়ের ব্যবহার।

—০ঃ০ঃ০—

Thrift of time will repay you in after-life with a usury of profit beyond your most sanguine dreams; while the waste of it will make you dwindle, alike in intellectual and moral stature, beyond your darkest reckonings.

Right Hon. W. E. Gladstone.

ফ্রাঙ্ক্লিন্ বলিয়াছেন; "তুমি কি তোমার জীবনকে ভাল বাস? তবে সময় নষ্ট করিও না, কারণ জীবন সময় দ্বারাই গঠিত।" বস্তুতঃ সময় নষ্ট করা ও আয়ু বৃথা ক্ষয় করা একই কথা। জীবনের উপাদান-সময়কে-যে পরিমাণে বৃথা নষ্ট করা যায়, আয়ুও সেই পরিমাণে বৃথা ক্ষয় হয়। মানবগণ জানেন ও বুঝেন যে তাহাদের জীবন অতি সংক্ষেপ; কিন্তু মোহ বশতঃ তাহা এত অপব্যয় করেন যে তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তাহারা মুখে বলেন যে এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তাহাদের কার্য্য দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত্যুর কথা তাহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, অথবা, যেন অমর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই নিজে সময়ের ব্যবহার কিরূপ করিলেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। বস্তুতঃ আমাদের আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ও আলস্যে কত সময় চলিয়া যায় এবং কতটুকু সময় আমরা প্রয়োজনীয় কার্য্যে, সৎচিন্তায়,

ও ধর্ম্মানুসরণে ব্যয় করি, এবিষয় চিন্তা করিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা আমাদের সন্তান সন্ততিদিগকে রসায়ন শাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাহাদের নিকট জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া দেই যথার্থ বটে, কিন্তু যে শাস্ত্র শিক্ষা করিলে যথার্থ উন্নতি লাভ হয়, জীবনের সদ্ব্যবহার হয়, সৌভাগ্যের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করা যায়, যথার্থ সুখোৎপত্তি হয়, এবং মানব নামের গৌরব রক্ষা হয়, তাহাই আমরা তাহাদিগকে শিক্ষা দেই না। সময় যে অমূল্য ধন, ইহার সদ্ব্যবহার দ্বারা মানব যে নিশ্চয়রূপে সুখী হইতে পারে, এবং ইহার সদ্ব্যবহার ব্যতীত যে বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, কিছুই লাভ করা যায় না, এ বিষয় কি সন্তানদিগকে আমরা রীতিমত শিক্ষা দিয়া থাকি ?

যত মহাত্মগণ অদ্ভুত ও বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের গন্তব্য পথ কি ছিল ? একমাত্র সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই কি তাহারা ঐরূপ খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন না ?

এই হতভাগ্য দেশের যুবকগণ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু সময়-রত্নের আদর করিতে জানেন না। প্রাতে ও অপরাহ্নে, সন্ধ্যাকালে ও ঘোর রজনীতে, আহারের পূর্ব্বে ও পরে, অন্তঃপুরে ও বহির্বাটীতে, সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। দিবাবসানে দেখেন এই কর্ম্ম করা উচিত ছিল,ঐ কর্ম্মটী সম্পন্ন হয় নাই, এই বিষয় ভুল হইয়াছে, ঐ বিষয় অবহেলা করা অন্যায় হইয়াছে, এবং মনে মনে ঠিক করেন, 'আচ্ছা, কল্য দেখা যাবে,' যেন কল্য অন্যান্য আবশ্য-

কীয় কোন কার্য্য নাই। এইরূপে কত কল্য আইসে আর যায়, কিন্তু কল্যের উপরে বরাত দেওয়া ফুরায় না।

'আগামী কল্য' এই বাক্যটী বড়ই ভয়ানক! এই শব্দ দ্বয়ের মধ্যে কত পাপ, দুষ্কর্ম্ম, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, নিরাশা, কর্ত্তব্যে অবহেলা, এবং জীবনের অধঃপতন লুক্কায়িত রহিয়াছে, চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়! একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, "আগামী-কল্যের জন্য কোন কার্য্য রাখিও না, কারণ কল্যকার সূর্য্যোদয় যে তুমি দেখিবে তাহার বিশ্বাস কি?" অন্য এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, "আগামী-কল্য নামক শব্দটী কেবল মূর্খ ও নির্ব্বোধদিগের অভিধানে পাওয়া যায়।" ফলতঃ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আগামী-কল্য কাহাকে বলে জানেন না, কারণ, তাহা এখনও আইসে নাই। তাঁহারা কেবল 'গত-কল্য' ও 'অদ্য' এই শব্দদ্বয়ের সঙ্গে পরিচিত। গত-কল্যের উপর তাঁহাদের হাত নাই, এজন্য তাহার যে যে অংশ উত্তম রূপে ব্যয়িত হয় নাই, তদুপরি এক বিন্দু অশ্রু-পাত করিয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অদ্যকার, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের, সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া, দ্বিগুণ তেজ ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। যাহা গত হইয়াছে তজ্জন্য অধিক অনুশোচনা না করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে ঐরূপ না ঘটে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হন।

অনেক লোক এরূপ আছেন যে, তাহারা যে কার্য্য করিতে পারেন নাই, অথবা যাহার উপরে তাহাদের কোন হাত নাই, অথবা যাহা গত হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য অনুতাপ করিয়া অত্যন্ত অধিক সময় অতিবাহিত করেন।

তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে ঐরূপ করাতে তাহারা দুই রকমে প্রবঞ্চিত হন। প্রথমতঃ গত কল্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া যে ঠকিয়াছেন, সেই ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হইবার নহে, কেননা, গত সময়ের উপরে কাহারও দাবি চলে না। দ্বিতীয়তঃ অদ্যকার উপরে তাহাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা দ্বারা গত-কল্যের ক্ষতি পূরণ না করিয়া, বৃথা চিন্তাতে সময় ক্ষেপণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঠকিতেছেন, এবং পুনর্ব্বার অনুতাপ কবিবার পথ পরিষ্কার করিতেছেন। এরূপ লোকের পক্ষে উন্নতির দ্বার বন্ধ। সময় মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার কোন সন্তানকে এই অতুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন নাই। যে সকল জ্ঞানী সন্তান এই পৈতৃক সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহারা অনায়াসে উন্নতির পথে অগ্রসর হন এবং মানব জীবনের যথার্থ সুখ উপভোগ করেন। আর যে সকল নির্ব্বোধ সন্তান ইহার অপব্যবহার করে, তাহাদের অধঃপতন হয় এবং নানারূপ দুঃখ যন্ত্রণায় জীবনকে মরুভূমি তুল্য শুষ্ক বোধ করে। মানবজাতির মধ্যে যত প্রকার ভয়ানক পাপাচার, অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশার যত দুষ্কর্ম্ম, ও লোমহর্ষণ ব্যাপার, সেই সমস্ত এই শ্রেণীর লোকের হস্ত বা মস্তিষ্ক বিনির্গত।

অপর দিকে সময়ের সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণ মানবমণ্ডলীর কত উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই শ্রেণীর লোক হইতেই ভাগ্যবান্ ও মহাত্মগণ বহির্গত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান গ্রন্থকার, আবিষ্কর্ত্তা, বিজ্ঞানবিৎ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, দেশহিতৈষী, পরোপকারী,

সময়ের ব্যবহার।

ধার্ম্মিক, সরল, শান্ত, দান্ত, সচ্চরিত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাঁরা পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ। ইহাঁরা জন্মগ্রহণ না করিলে এই পৃথিবী কি এত সুখের স্থান হইত ? কখনই নহে। ইহাঁ-দিগকে সভ্য ও শিক্ষিত মানবমণ্ডলী একবাক্যে ধন্যবাদ করেন, পূজা করেন, সম্মান করেন, বিশ্বাস করেন, এবং ইহাঁদের পদচিহ্ন বিশিষ্ট পথ সকল প্রকৃত উন্নতির পথ জানিয়া সেই সকল পথে গমন করেন। পৃথিবীতে যত মহৎ কার্য্য, যত সুখ সমৃদ্ধি, সে সমস্তই ইহাঁদের হস্ত ও মস্তিষ্কপ্রসূত। ইহাঁরাই যথার্থ মানব জাতির গৌরব। ইহাঁদের জীবনই ধন্য !

তাই বলি ভ্রাতঃ, আর আলস্যে সময় কাটাইওনা। প্রত্যেক মিনিটের সদ্ব্যবহার কর, দেখিবে, তোমার হস্ত পদ কেমন কর্ম্মক্ষম, তোমার মন কেমন চিন্তাশীল, তোমার জীবন কেমন সুখময়। মিনিট টী ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া তুচ্ছ করিও না। কারণ, ক্ষুদ্র বস্তুর সমবায়েই বৃহৎ বস্তু গঠিত হয়। ক্ষুদ্র বস্তুর সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিলে বৃহদ্বস্তুর সদ্ব্যবহার আপনা হই-তেই হইয়া পড়ে। এই হেতু জ্ঞানিগণ মিনিট নামক ক্ষুদ্রাং-শেরও সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। কারণ, প্রত্যেক মিনিটের সদ্ব্যবহার হইলে সময়ের এবং জীবনের সদ্ব্যবহার হয়।

কৃপণ ব্যক্তি যে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে বলিয়া ধনী হয়, এরূপ নহে। সে যেমন একদিকে অতি যত্ন সহকারে অর্থ উপা-র্জ্জন করে, সেইরূপ অপর দিকে প্রাণান্তেও একটী পয়সা অপ-ব্যয় করে না। এ জন্যই সে অতি শীঘ্র ধনী হয়। কৃপণ ব্যক্তির ন্যায় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও একটী মুহূর্ত্ত অপব্যয়

করে না, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক কি আধ্যাত্মিক কোন উন্নতি না করিয়া কোন সময় আলস্যে কাটায় না, সে তাহার নিজের উন্নতি দেখিয়া নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়। সে এত সুখ ও উন্নতি লাভ করে যে, তাহা সে কল্পনায়ও মনে স্থান দিতে সাহস করে নাই।

সময়ের সদ্ব্যবহার সামান্য চাষাকে নিউটন তুল্য করে,* চর্ম্মকারকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত করে; † ক্ষৌর ব্যবসায়ীকে অত্যুচ্চ বিচারাসনে অধিরূঢ় করে;‡ এবং মাংস বিক্রেতাকে গ্রন্থকার রূপে পরিণত করে। § সময়ের অসাধ্য কার্য্য নাই। ইহার তুল্য বহুমূল্য সামগ্রী পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। ইহাকে একবার হারাইলে, ধন, মান, বল, বিক্রম, কিছুদ্বারাই পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথচ অন্ধ মানবগণ ইহার যেমন অপব্যয় করে, আর কিছুরই সেরূপ করে না। ইহার প্রতি অবহেলা করিয়া কোনকালে কোন ব্যক্তি উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। চতুর্দ্দিক যত অপকর্ম্ম অসদাচার, দুঃখ, দারিদ্র্য দৃষ্ট হয়, সকলই সময়ের সদ্ব্যবহার না করিবার ফল।

সময়ের যেরূপ ব্যবহার করা যায় তদনুযায়ী ফলোৎপন্ন হয়। নির্ব্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তি এই অমূল্য সময়কে গলগ্রহের ন্যায় বিবেচনা করে, ইহা শীঘ্র অতিবাহিত হইয়া যাউক এরূপ

---

* As Vauquelin the chemist.

† As Sir Cloudesley Shovel, the great admiral.

‡ As Lord Tenterden, a distinguished chief justice of England.

§ As Defoe, Akenside.

ইচ্ছা করে এবং নিজের দুঃখ, পরিতাপ ও নরকের দ্বার ইহার অসদ্ব্যবহার দ্বারা উন্মুক্ত করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি এই সময়কে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া ইহার সদ্ব্যবহার দ্বারা সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন এবং মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

কিন্তু যিনিই সময়ের যত সদ্ব্যবহার করুন না কেন নিয়মানুসারে সময় বিভাগ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে কোন কার্য্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেকের কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং যে কালের যে কার্য্য, সেই কালে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে, এরূপ দৃঢ়তা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা অদ্যকার করণীয় বিষয় সকল কল্যের উপরে চাপাইয়া তদুপরি অতিরিক্ত ভার দেওয়া হয়; কাজেই কল্যকার কার্য্য পুনঃ পরশ্বের জন্য থাকে এবং কল্য আর শেষ হয় না। এই হেতু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক দিবসের কার্য্য সেই দিনে সমাধা করেন এবং অদ্যকার কার্য্য কল্যের জন্য রাখেন না। 'এই এই সময়ে এই এই কার্য্য করিব' এইরূপ কৃতসংকল্প হইলে নিশ্চয়ই শান্তভাবে সমস্ত কার্য্য করা যায়।

যে ব্যক্তি এইরূপে নিয়ম বদ্ধ করিয়া যথাসময়ে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহাকে কোন কার্য্যের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইতে হয় না, অথবা কোন অসম্পন্ন কার্য্য শীঘ্র শেষ করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয় না। এইরূপ ব্যক্তি বর্ষগণনায় অল্পায়ুঃ হইলেও কার্য্যগণনায় দীর্ঘায়ুঃ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। সামান্য ব্যক্তি যাহা এক সপ্তাহে করিতে সমর্থ না হয়, তিনি

তাহা এক দিবসে সম্পন্ন করেন। অতীত কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং দ্বিগুণ বেগের সহিত বর্ত্তমান কালের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। সময় বিফলে নষ্ট হইবার অনুতাপ তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।

জীবন-যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত যুবক কি কি নিয়ম অবলম্বন করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে, ও কি কি নিয়মে কার্য্য করিলে, সফলকাম হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে এক জন উদার-চিত্ত মহৎ ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন :—

১। অনেক কার্য্য একত্রে করিবার সংক্ষিপ্ত উপায় এই যে এক একবার মাত্র এক একটী করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

২। যাহা অবিলম্বে সম্পন্ন করা উচিত তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে।

৩। যাহা অদ্য করা কর্ত্তব্য তাহা কথনই কল্যের জন্য রাখিবে না।

৪। যাহা নিজে সম্পন্ন করা যায় তাহা অন্যের দ্বারা করাইবে না।

৫। যতই অধিক ব্যস্ততার সহিত তাড়াতাড়ি করিবে ততই অধিক গৌণ হইবে।

৬। যদি শীঘ্র শেষ করিতে চাও তবে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক একটু অপেক্ষা করিবে।

আহা! সেই মহাত্মা কি সুখী, যিনি সতত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে কাল যাপন করেন! যে সময়ে তিনি দুঃখ ভারা-

ক্রান্ত দীন হীন ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূর করেন; যে সময়ে তিনি অনাথা শোকাকুলিতা বিধবার অশ্রুমোচন করেন; যে সময়ে তিনি মূর্খকে উপদেশ দিয়া তাহার মন জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করেন; যে সময়ে তিনি পাপীকে সদুপদেশ দ্বারা সৎ-পথে আনয়ন করেন; যে সময়ে তিনি দেশের হিতকর কার্য্যা-নুষ্ঠান করেন; যে সময়ে তিনি রোগী ব্যক্তিদিগের সেবা শুশ্রূষা করেন; যে সময়ে তিনি নীতিগর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া অমৃতময় উপদেশ প্রাপ্ত হন; যে সময়ে তিনি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বন্ধুর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন; যে সময়ে তিনি ইহ পরলোকের প্রিয়-তম বন্ধু করুণাময় পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন; যে সময়ে তিনি সংসারের অনিত্যতা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া অনন্ত সুখ-লাভের জন্য তাঁহার আশাকে ঊর্দ্ধে স্থাপিত করেন; তখন তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে প্লাবিত হইতে থাকে, তাঁহার সুখের, তাঁহার গৌরবের আর পরিসীমা থাকে না; তিনি তখন যথার্থরূপে বুঝিতে পারেন যে, বিশ্বনিয়ন্তা এই সময়রূপ অমূল্য রত্ন আমাদের সুখ সাধনের জন্য দিয়াছেন; যে ইহার সদ্ব্যয় করে তাহারই মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়।

হায়! সেই ব্যক্তি কি মূর্খ! কি নির্ব্বোধ! যে এমন অমূল্য রত্নের অপব্যয় করিয়া নিজের উপরে নানা দুঃখ যন্ত্রণা আনয়ন করে! তাহার জীবনধারণ দুর্ব্বহভার বহন মাত্র; এমন ব্যক্তির জীবনে শতবার ধিক!

ক্ষুদ্র বস্তু-সমূহ।

—•:○•—

"Those that with haste would make a mighty fire
Bigin it with weak straws."

Shakespeare.

সুবিখ্যাত নিউটন্ একটী সামান্য আতাফল ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিলেন। গেলিলিও পাইসানগরের ভজনালয়ে দোদুল্যমান দীপ দেখিয়া ঘড়ীর দোলক আবিষ্কার করিলেন। বাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে কাপ্তান ব্রাউন্ টুইড্ নদীর উপরে দোলায়মান সেতুনির্ম্মাণের সঙ্কেত উদ্ধার করিলেন। জেম্স্ওয়াট্ চিঙ্গড়ী মৎস্যের খোসা দেখিয়া সেই আদর্শে ক্লাইড্ নদীর নিম্নভাগে লৌহ নল স্থাপিত করতঃ অভিষ্টদিকে জল চালনা করিলেন। ব্রুনেল্ জাহাজ ছিদ্রকারী পোকার কার্য্য অনুকরণ করিয়া টেমস্ নদীর নিম্নদেশে সুরঙ্গ করতঃ খিলানপথ প্রস্তুত করিলেন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ক্ষুদ্র বস্তু হইতে বৃহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষুদ্র বস্তুর উপরে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া জ্ঞানিগণ পৃথিবীতে গুরুতর কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিয়াছেন। জ্ঞান, শিল্পবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সাংসারিক কার্য্য, প্রভৃতি ক্ষুদ্রাবস্থা হইতেই ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া ক্রমে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছেন, ধনী ব্যক্তি অল্প অল্প সঞ্চয় করিতে আরম্ভ

করিয়া বিপুল অর্থ রাশির অধীশ্বর হইতেছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি নানা গ্রন্থ হইতে অল্পে অল্পে নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া প্রচুর বিদ্যা লাভ করিতেছেন।

উন্নতি লাভের পথ অত্যন্ত দীর্ঘ ও দুর্লঙ্ঘ্য। অনেক কষ্ট করিয়া সুদীর্ঘকাল যত্ন করিলে এই পথে অগ্রসর হওয়া যায়। হঠাৎ কোন ব্যক্তি কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কতকদিন পর্য্যন্ত শিক্ষানবিসী করিতে হয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক অভ্যাস করিতে হয়, অবশেষে কৃতকার্য্যতার পথ তাহার নয়নগোচর হয়।

নানা দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই ক্ষুদ্র বস্তু সম্বন্ধে নানা উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন। সভ্য ও অসভ্য জাতির এ বিষয়ে মত ভেদ নাই। সকলেই এক বাক্যে ঠিক একই প্রকার উপদেশ, নানা কথা ও ভাবের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন—যথা, "পক্ষিগণ এক একটী সামান্য তৃণ মুখে করিয়া বারংবার যাতায়াত করিতে করিতে কুলায় প্রস্তুত করে।" "যিনি ছিন্নবস্ত্রে তালী দিতে মনোযোগ করেন না, তিনি শীঘ্রই বস্ত্রাভাবে কষ্ট পান।" "সুসময়ে এক সেলাই অসময়ে নয় সেলাই হইতে রক্ষা করে।" "ছোট ছোট কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, কিন্তু বড় কাষ্ঠ তাহা নির্ব্বাণ করে।" "একটী পেনি বাঁচাইতে পারিলে তাহাই লাভ।" "পেনি সকলের বিষয়ে সতর্ক হও, পাউণ্ড সকল নিজেই সতর্ক হইবে।" "মুহূর্ত্ত সকলের বিষয়ে সাবধান হও, বৎসর সমূহ নিজেই সাবধান হইবে।" "একটী সামান্য ছিদ্র জাহাজকে জলমগ্ন করে।" "একটী ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বৃহৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে।"

"কুঠারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতে অতি বৃহৎ ওক বৃক্ষও ধরাশায়ী হয়।" "ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় যায়।" "এক এক খানা করিয়া ইষ্টক গাঁথিয়া মনুষ্য অতি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে।" "তৃণ সমূহ দ্বারা যে রজ্জু প্রস্তুত হয় তাহা মত্ত হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখে।"

পণ্ডিতপ্রবর বেকন বলিয়াছেন, "সৌভাগ্যের পথ আকাশের মন্দাকিনীর * ন্যায়। মন্দাকিনী যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য তারকা মণ্ডলী দ্বারা গঠিত, যাহার প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র তারা পৃথক ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু একত্রে তাহারা জ্যোতি প্রদান করে; সেইরূপ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণ আছে, যাহা মানবগণ ক্ষুদ্র বলিয়া তুচ্ছ করে, কিন্তু তাহাদের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিলে লোক সৌভাগ্যশালী হইতে পারে।" ইয়ঙ্গ বলিয়াছেন, "ছোট দেখা যায় বলিয়া ক্ষুদ্র বস্তুকে অবহেলা করিও না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা সমবায়ে পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত সমবায়ে বৎসর, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সমবায়ে মানব জীবন গঠিত।" সুবিখ্যাত পোসিনকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত যশস্বী কিরূপে হইলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "কোন বিষয় তুচ্ছ না করিয়া।"

মেঞ্চেষ্টার নগরের কোন শিল্পকর স্বকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণান্তর কোন উচ্চ বংশীয় লর্ড হইতে এক সম্পত্তি ক্রয়

---

* অতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল যে মন্দাকিনী গঙ্গানদীর এক শাখা মাত্র। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য তারকা মণ্ডলীর সমষ্টি মাত্র।

করিলেন। বন্দোবস্ত এই হইল যে, গৃহের যে স্থানে যে সামগ্রী আছে সমস্ত ক্রেতার হইবে। গৃহাধিকার সময়ে ক্রয়কর্ত্তা একটী আলমারি যথাস্থানে না দেখিয়া তদ্বিষয় বিক্রেতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমিই উহা স্থানান্তর করিয়াছি। এই বৃহৎ সম্পত্তির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র আলমারির জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন, আমি কখনও ইহা বিবেচনা করি নাই"। ক্রেতা উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমি যদি আমার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া ক্ষুদ্র জিনিষের দিকে সযত্নে দৃষ্টি না করিতাম, তাহা হইলে এই সম্পত্তি আমি কখনও ক্রয় করিতে পারিতাম না; আর আপনি যদি ক্ষুদ্র বস্তুর উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, তবে হয়ত আপনার এ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কোন আবশ্যকতা হইত না।"

এক সিপাহী অশ্বারোহণ সময়ে তুচ্ছ করিয়া অশ্বের নালে একটী কাঁটা লাগাইলেন না; কিছুকাল দ্রুতবেগে গমনের পরে নাল হারাইয়া গেল; কিয়ৎক্ষণ পরে প্রস্তরে উচোট লাগিয়া ঘোড়া পড়িয়া গেল এবং সেই বিষম আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইল। সিপাহী পদব্রজে চলিতে লাগিলেন, পথে বিপক্ষ সৈন্য তাহাকে অসহায় পাইয়া তাহার প্রাণ বধ করিল। সিপাহী যদি অবহেলা না করিয়া ঘোড়ার নালে একটী ক্ষুদ্র কাঁটা লাগাইতেন তবে হয়ত কোন বিপদই ঘটিত না।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু অবহেলা করিয়া অনেকানেক লোক নিজ সৌভাগ্য বিনাশ পূর্ব্বক ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর অনেক উৎকৃষ্ট কার্য্য, অনেক উৎকৃষ্ট জীবন, এই ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি অবহেলা বশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক ব্যক্তির এই বিষয় বিবেচনা করা উচিত যে, মানব জীবনই 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমবায় মাত্র। প্রত্যেক ঘটনা পৃথকরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, তাহা সামান্য ও ক্ষুদ্র; অথচ এই সকল সামান্য ও ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ একত্রিত হইয়া মনুষ্যের ভাগ্যাভাগ্য ও সুখ দুঃখ নির্ণয় করে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ক্ষুদ্র বস্তু সকলের প্রতি অবহেলা বা যত্ন করে, সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণে দুঃখী অথবা সুখী হয়। অতএব অন্ধের ন্যায় জীবনপথে না চলিয়া সুখ দুঃখ নির্ণায়ক ক্ষুদ্র বস্তু, ক্ষুদ্র ঘটনা সমূহের প্রতি সতত সাবধানতা সহকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত।

গুইক্‌সিয়ারডিনাই বলিয়াছেন, "অত্যন্ত প্রধান বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ অনেক সময়ে একটী ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন বা অসম্পন্ন হওয়ার উপরে নির্ভর করে। সেই হেতু অতিশয় সাবধানতা সহকারে ক্ষুদ্র বস্তু সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।" মহাত্মা ওয়াসিংটনের জীবন বৃত্তান্ত লেখক সুবিখ্যাত আরভিং লিখিয়াছেন যে, ঐ মহাপুরুষ ক্ষুদ্র বস্তু নিচয়ের প্রতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন,—দেশের হিতকর কার্য্যে, চিঠি পত্র প্রেরণে, হিসাবাদি পরিদর্শনে স্বকীয় গৃহকর্ম্ম-ব্যয়ে,—তিনি সততই ক্ষুদ্র বস্তু সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। সারহেন্‌রি টেলার বলেন, "আমরা কখন কখন ধনী ব্যক্তিদিগকে কৃপণ নামে কলঙ্কিত হইতে দেখি, কারণ, তাহারা ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন। কিন্তু যথার্থরূপে বিবেচনা করিতে গেলে এই দেখা যায় যে, সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; ঐরূপ না

করিলে, সৎ কি অসদ্ব্যয় হইল তাহা কেমনে টের পাওয়া যাইবে?”

মহাত্মা এমার্সন লিখিয়াছেন, “একদা কোন যুবক এক বৃহৎ কুঠিয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ঐ ধনী ব্যক্তির মিষ্টভাষিতা ও অভ্যর্থনার উচ্চতায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার দপ্তর খানার অধমতা দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে অতিশয় কৃপণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ধনী ব্যক্তি যুবকের এবম্বিধ ভাব দেখিয়া বলিলেন, ‘হে যুবক, রাশি সমূহ কিরূপে গঠিত হয় তদ্বিষয়ে তুমি এখনও অনভিজ্ঞ রহিয়াছ,—রাশিই পৃথিবীতে একমাত্র ও যথার্থ ক্ষমতা,—অর্থরাশি, জলরাশি, মনুষ্যরাশি সকলই ক্ষমতা বিশিষ্ট। রাশিই গমনশীল পদার্থের অতি বৃহৎ কেন্দ্র; কিন্তু ইহা আরম্ভ করিতে হয় এবং ক্রমাগত সাহায্য করিতে হয়।’ এই রাশি কেমনে আরম্ভ করিতে হয়? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা। এই রাশিকে কেমনে অবিরত সাহায্য করিতে হয়? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা।”

মানবজাতি রাশিকৃত হইলে তাহাদের ক্ষমতা কতদূর বৃদ্ধি হয়, দুর্ভাগ্য ভারত-সন্তানগণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। একতার বল কতদূর, তাহা দ্বারা কত মহৎ কার্য্য সাধিত হয়, তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে মগ্ন হইতে হয়। ভারতবাসিগণ প্রত্যেকেই বিবেচনা করেন ‘আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমাদ্বারা কি মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে?’ কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, সকল দেশই তাহার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ; তবে সেই সকল দেশ কেমন করিয়া

সভ্যতার উচ্চসোপানারোহণে সমর্থ হইল? সেই সকল দেশীয় লোক কিরূপে নানা প্রকার মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিল? কেবল কি একতার গুণে নহে? অধুনা ইংরেজ, ফরাশী, জর্ম্মন ও মার্কিন জাতি যে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা কি কেবল একতার গুণে নহে? যে পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ একতার মাধুর্য্য না বুঝিবেন, না জানিবেন, ও তাহা কার্য্যে পরিণত না করিবেন, সে পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধির আশা কেবল 'শূন্যে রাজবাটী নির্ম্মাণ' বই আর কিছুই নহে।

লোকে কি বলিবে?

Many persons rush open-eyed upon misery for no better excuse than a foolish fear of the world. They are afraid of what others will say of them.

Smiles.

"লোকে কি বলিবে?' এই ভয় হইতে যখন জ্ঞানী এবং প্রবীণ ব্যক্তিও মুক্ত নহে, তখন যুবকের আর কথা কি? এই ভয় এমনই ভয়ানক যে ইহাতে লোকের সদিচ্ছাকে সংযত, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং মনুষ্যকে মনুষ্যের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করে। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে দাস-বাণিজ্য-প্রথা* লোপ পাইয়াছে বটে, আমাদের দেশ হইতেও

নফরি খত দেওয়ার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু যে দাসত্বের কথা এখানে উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে ইউ-রোপীয় এবং মার্কিনগণও এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই; ভারতবাসীত ইহার দাসানুদাস।

ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেরই ইচ্ছা আছে যে, দেশ হইতে কুসংস্কার মূলক রীতি নীতি সমূহ ও কুৎসিত দেশাচার গুলি দূরীভূত হউক এবং স্বদেশবাসিগণ পবিত্রতা, ধর্ম্ম, সৎকার্য্য, সদনুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা দিন দিন উন্নত হউক। তাঁহারা জানেন,—এরূপ সদিচ্ছার অনুযায়ী হইয়া না চলিলে মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা পায় না, এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই যথার্থ সৎসাহসের পরিচয় দেওয়া হয়, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মুখে কপটতা করিলেও অন্তরে তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া কখনও থাকিতে পারেন না,—কেবল মূর্খ ও নির্ব্বোধ ব্যক্তি-গণ তাঁহাদিগকে নিন্দা করে ও নানা প্রকারে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু জানিলে কি হইবে? এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা অধিক বলিয়া তাঁহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। জ্ঞান ও শিক্ষা কিছুতেই তাঁহাদের সেই ভীরুতা দূর করিতে সমর্থ হয় না। যে দলের লোকদিগকে নির্ব্বোধ ও অপদার্থ বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন, তাহাদেরই প্রশংসা পাইবার জন্য নিজের বিবেককে পদদলিত করেন; কিন্তু যাঁহাদিগকে শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলিয়া, তাঁহারা আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদের সংখ্যা কম বলিয়া, নিজের প্রশংসা লোপ ভয়ে সৎকার্য্যে অগ্রসর হন না। এইরূপে তাঁহারা

হীরক বিনিময়ে কাঁচ গ্রহণের ন্যায় নিজের বিবেককে বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বোধদিগের প্রশংসার দাসত্বে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

এই শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম্মাপেক্ষা লোক নিন্দাকে অধিক ভয় করেন। তিনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে তাহার নিজের স্বাধীনতা নাই—তিনি নির্ব্বোধ লোকের প্রশংসার দাস—তিনি নিজকে নিজে সম্মান করিতে জানেন না, কিন্তু অন্যের নিকটে সম্মান পাইতে আশা করেন। তিনি পরের বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া চলেন এবং কপটতা ও চতুরতা পূর্ব্বক প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু যখন লোক বৃন্দ দেখিতে যায় যে, তিনি স্বকীয় চরিত্রের বলে চালিত হন না, তখন তাহারা তাহাকে অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে। যাহাদের প্রশংসার জন্য তিনি জ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াছেন তাহারাই তাহাকে অপমানিত করিতে আরম্ভ করে। তিনি নিরাশ হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন এবং 'সকল মনুষ্যকে যে সন্তুষ্ট করিতে চাহে সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেনা' এই উপদেশ-বাক্যের সত্যতা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। ফলতঃ আত্মগোপন করিয়া কোন কার্য্যে প্রকৃত সুখের প্রত্যাশা করা যায় না। স্বার্থ সিদ্ধি ও প্রশংসার জন্য মনুষ্যদিগকে ও ঈশ্বরকে ঠকাইতে যাইয়া নিজেই ঠকেন। এমন ব্যক্তি কখনও সুখ শান্তি লাভ করিতে পারেন না। তাহার সুখের আশা মরীচিকায় বারিভ্রম মাত্র।

আর এক প্রকার লোক আছে, তাহারা মনে করে, কোন প্রকার কার্য্য করিলেই তাহাদের মানের লাঘব হইবে। এই

প্রকার লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে যত অধিক পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তত অধিক বলিয়া বোধ হয় না। এই দুর্ভাগ্য লোক সকল কার্য্য করাকে অপমান মনে করে, কিন্তু ভিক্ষা করাকে অপমান মনে করে না। এখানে পয়সা ব্যয় করিয়াও একটী ভাল চাকর কি চাকরাণী মিলিবে না; কিন্তু অমুক তারিখে ভিক্ষা বিতরণ হইবে বলিয়া ঘোষণা কর, দেখিবে হাজার হাজার বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী নামধারিগণ নিজ নিজ সন্তান সন্ততি সমভিব্যাহারে কল কল রবে দ্বারে উপস্থিত। যদি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও 'তুমি ভিক্ষা কর কেন?' এমন আস্পর্দ্ধাজনক প্রশ্ন করিতে সাহস কর, অমনি তোমাকে এক-জন বলিবে 'ভিক্ষা দিতে হয় দেও, না দেও চলিয়া যাই, তোমার চোটপাটের ধার ধারিনা।' আর একজন বলিবে 'আমি ভিক্ষা করি, তাহাতে তোমার কি?' আর এক জন বলিবে 'আমার তিন পুরুষ ভিক্ষা করিয়া খাইয়াছে, কাজেই আমিও ভিক্ষা করি।' একথা এখানে বলা আবশ্যক যে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পুরুষানুক্রমে ঐরূপ ব্যবসায় চলিয়া আসিয়াছে, তবে কিনা, মধ্যে মধ্যে নূতন লোকও বৈষ্ণব হইয়া তাহাদের সমাজের পুষ্টি সাধন করে।

এই সকল লোক হইতে যে দেশের কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এই ভিক্ষা-ব্যবসায়ী দলের ভরণ পোষণ এবং সুখ সচ্ছন্দতার জন্য যে সকল বস্তু প্রয়োজন হয়, তাহারা বিনা কষ্টে লাভ করে। অন্য লোক পরিশ্রম করিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছে, ইহারা পরম সুখে তাহার ফলভোগ করে; কিন্তু অন্য লোকের জন্য ইহারা

কার্য্য করিবে দূরে থাকুক, একবার চিন্তাও করে না; সুতরাং ইহারা অলস থাকার দরুণ সমাজের যে ক্ষতি হয় তাহা অপূর্ণ থাকে এবং সমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল ব্যক্তিই এই অলস ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষাদানে কুণ্ঠিত হন না। নিজে পরিশ্রম করিয়া তাহারা যে ধনোপার্জ্জন করেন, তাহার একাংশ দ্বারা অলস হওয়ার জন্য লোকদিগকে উৎসাহিত করেন। এমন কি সাধারণ লোকদিগের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা না দিলে অধর্ম্ম হয়, অর্থাৎ অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া ধর্ম্মের কার্য্য!! শিক্ষিতদিগের মধ্যেও অধিকাংশ লোকনিন্দার ভয়ে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিতে সাহসী হন না!! কেহ কেহ সংপ্রতি অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি দয়ার যথার্থ পাত্র ব্যতীত অন্যকে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এমন লোক কয় জন? তাহাদিগকে অঙ্গুলী দ্বারা গণনা করা যায়।

আর এক প্রকার লোক আছেন তাঁহারা উচ্চ বংশ সম্ভূত কিন্তু বংশমর্য্যাদা রক্ষার উপযুক্ত অর্থ নাই অথচ তদুপযোগী বিদ্যাও নাই। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও যদি বলা যায় ভ্রাতঃ, তুমি এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াও কেন? মুদী দোকানে একটু সামান্য চাকুরী লইলে অধিক না হইলেও অন্ততঃ অল্প কিছু উপার্জ্জন হইতে পারে? তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া বলিবেন "আমি কুলীন-কুলশ্রেষ্ঠ কন্দর্পের সন্তান, আমি মুদী দোকানে সরকার হইব? লোক আমাকে কি বলিবে? আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাচ এমন নীচ কার্য্য করিব না।"

অবশেষে তিনি কুলীন-পক্ষপাতি কোন ব্যক্তির কন্যার পাণি-পীড়ন করিয়া শ্বশুরের গলগ্রহ হইয়া, অথবা ঋণদায়ে বদ্ধ হইয়া, নিজের সম্মান রক্ষা করেন।

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা ধনী নামে পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রি হুকায় মশল্লা যুক্ত তামাক টানিয়া জীবনের শেষ করেন। তাঁহারা মনে করেন পৈতৃক অর্থ দ্বারা সুখ ভোগ করিবার জন্য তাঁহাদের জন্ম।—কার্য্য, ইতর লোকেই করিয়া থাকে, তাঁহারা কেন করিবেন? তাঁহারা নিজ হস্তে তৈল মর্দ্দন করিতে পারেন না; স্নানের জল মাথায় ঢালিতে পারেন না; তোয়ালিয়া দ্বারা গা মুছিতে পারেন না; নিজে বস্ত্র পরিধান করিতে পারেন না। যেমন পূজক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ আসিয়া লক্ষ্মী নারায়ণকে স্নান করায় এবং বস্ত্র পরিধান করায়, তাঁহাদিগকেও ভৃত্যের সেইরূপ করিতে হয়। তাঁহাদের যে, কোন অঙ্গ চালনার শক্তি আছে এমন বোধ হয় না। তাঁহারা যেন জড় পদার্থ! যদি তাঁহাদের মনে হস্তপদাদি চালন করিয়া কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ এই মহামন্ত্র দ্বারা সেই ইচ্ছাকে দমন করেন যে, 'এমন সামান্য কার্য্য করিলে লোকে আমাদিগকে কি বলিবে? শ্রম ইতর লোকের জন্য। আমাদের জন্য সুখ।' এইরূপে তাঁহারা প্রকৃত সুখের পথ পরিত্যাগ করিয়া আলস্যের দাস হইয়া পড়েন। অলসতার যত রোগ, যত পাপ, সকলই ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। অবশেষে অকাল মৃত্যুতে জীবন শেষ করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া যান।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে স্কুলের মধ্যেও এ রোগ প্রবেশ করিয়াছে। স্কুলের ছাত্রগণ দুটী পয়সার মৎস্য হাতে নিয়া বাজার হইতে বাড়ী আসিতে সাহস করেন না, পাছে কেহ দেখে, তাহাদিগকে কি বলিবে? তাহারা দুই খানা বস্ত্র অথবা একটী ব্যাগ হাতে করিয়া বাড়ী আসিতে পারেন না; হাটে, বাজারে যাইয়া কোন বস্তু খরিদ করিতে পারেন না; এ সমস্ত ভৃত্যের কার্য্য, তাহারা একার্য্য কেন করিবেন? 'লোকে তাহাদিগকে কি বলিবে?' পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মুজা পায়ে দিয়া কি কোন বস্তু হাতে নিয়া চলা যায়? এখনও তাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্র। এখনই যদি তাহাদের মন এত বিকৃত হইয়া থাকে তবে ভবিষ্যতে তাহারা কি হইবেন?

এইত এই হতভাগ্য দেশের ও সমাজের অবস্থা। যে দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত লোকদিগের নিন্দার ভয়ে এত দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করেন এবং সৎকর্ম্ম, সৎসাহস, সৎবুদ্ধি প্রভৃতি প্রশংসার জন্য জলাঞ্জলি দেন; যে দেশে অলসতা ব্যবসায় রূপে পরিগণিত হয়, এবং সমস্ত লোক তাহাতে উৎসাহ প্রদান করেন; যে দেশে ধনী ও জমীদারগণ নিজে পরিশ্রম করিয়া কোন কার্য্য করাকে অপমানের কারণ বলিয়া মনে করেন; যে দেশে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়; যে দেশের লোক বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য মনুষ্যের প্রকৃত মর্য্যাদা,—স্বাধীনতা, বিসর্জ্জন দিয়া বিনা কষ্টে পরের অন্ন ধ্বংশ করে; যে দেশের লোক পরিশ্রম করিতে লজ্জিত হয়, কিন্তু ভিক্ষা করিতে লজ্জা

বোধ করে না; যে দেশে অলসতাকেই যথার্থ সুখ বলিয়া অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে ও তদনুযায়ী কার্য্য করে; সেই দেশের যে ক্রমে অধঃপতন হইবে তাহা অনিবার্য্য।

ইউরোপে স্পেইন দেশের এখন নিতান্ত দুরবস্থা। এক সময়ে যে স্পেইন দেশের মহাপরাক্রান্ত দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইংলণ্ডকে কম্পমান করিয়াছিলেন, সেই স্পেইন দেশের হতভাগ্য লোক-দিগের সম্বন্ধে এখন এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত যে, 'স্পেইন দেশীয় লোক কার্য্য করিতে লজ্জিত হয়, কিন্তু ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করে না।' দুর্ভাগ্য ভারতের অবস্থা কি তদপেক্ষাও অধিক শোচনীয় নহে ?

এই ভারতবর্ষে অধুনা ইংরেজ জাতির শাসনাধীনে অনেক বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং লোক সকল শিক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধি-কংশই ইংরেজজাতির গুণের অনুকরণ না করিয়া দোষানু-কারণে ব্যস্ত আছেন। শিক্ষায় তাঁহাদের ভীরুতা, কাপুরুষতা দূর করিতে পারিল না, তাঁহারা জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিসর্জ্জন করিয়া 'লোকে আমায় কি বলিবে ?' এই মূলমন্ত্রকে তাহাদের জীবনের চালক করিলেন !! এমন দেশের যদি দুরবস্থা না হয়, এমন দেশেরও যদি অধঃপতন না হয়, তবে আর কোন দেশের হইবে ?

শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ, একবার এই বৃথা ভীরুতা অন্তর হইতে দূর কর; একবার সৎসাহস অবলম্বন করিয়া, বিবেকের অনুগামী হইয়া, স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে কৃতসঙ্কল্প হও;

আর বিলম্ব করিও না, আর উদাসীন ভাবে থাকিও না, স্বদেশের দিকে, সমাজের দিকে, একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত কর; যদি শিক্ষিত হইয়াও সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিবে, তবে এই দুর্ভাগ্য ভারতে উন্নতির স্রোত কেমনে প্রবাহিত হইবে?

অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা।

That which we are, we are,
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will,
To strive, to seek, to find and not to yield,

Tennyson.

Let us go forth and resolutely dare,
With sweat of brow, to toil our little day.

Lord Houghton.

কৃতকার্য্যতা লাভের পথ অতিশয় দুর্গম। সহজে অথচ হঠাৎ তাহা লাভ করা যায় না। হঠাৎ কে কবে উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইয়াছেন? হঠাৎ কে কবে উৎকৃষ্ট গায়ক বা বাদক হইয়াছেন? অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কেহ কোন অত্যুত্তম কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি যথার্থ অধ্যবসায়ী, তিনি সহজে পরাজয় স্বীকার করেন

না। প্রথমবার তিনি নিরাশ হন, পুনর্ব্বার চেষ্টা করেন; দ্বিতীয়বার নিরাশ হন, পুনর্ব্বার দ্বিগুণ তেজের সহিত চেষ্টা করেন; এইরূপে পুনঃ পুনঃ যত্ন করিতে করিতে স্বেচ্ছানুরূপ ফললাভে কৃতকার্য্য হন। বারংবার নিরাশ হইয়াও যিনি আশা ত্যাগ করেন না এবং কার্য্যসিদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত একমনে যত্ন করেন, তাহাকেই প্রকৃত অধ্যবসায়ী বীরপুরুষ বলা যাইতে পারে।

সামান্য একটী বৃক্ষকেও ভূতলশায়ী করিতে হইলে তাহাকে যখন কুঠার দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে হয়, তখন বৃহত্তর কার্য্যের জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন না করিলে তাহা সম্পন্ন করা কেমনে সম্ভব হইবে? মধুমক্ষিকা যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, তাহাতে কি তাহার নানা পুষ্পে ভ্রমণ ও পুনঃ পুনঃ যত্ন আবশ্যক হয় না? যত লোক পৃথিবীতে উন্নত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই এই অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি একদিনে হঠাৎ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

ভ্রমণ করিবার সময় পথিক যেমন এক এক পা করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হন, তদ্রূপ জীবন পথের পথিকও ক্রমে ক্রমে পথ অতিক্রম করেন। ইচ্ছা থাকিলেও যেমন কোন পান্থ রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে এক লম্ফে যাইতে পারেন না, কিন্তু সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে অল্পে অল্পে গন্তব্য পথ অতিক্রম করিতে হয়; তদ্রূপ কোন মানবই হঠাৎ অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রত্যাশা করিতে পারেন না, প্রত্যুত যত্ন, পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা সহকারে ক্রমে ক্রমে ঈপ্সিত

পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে সিদ্ধকাম হন। কৃষক বপন করিবামাত্রই শস্য-কর্ত্তন করিতে পারে না, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাকে সতর্কতা ও সহিষ্ণুতা সহকারে আশান্বিত হইয়া থাকিতে হয়। প্রথমে শস্য অঙ্কুরিত, পরে পত্র নির্গম, ক্রমে ফলোৎপত্তি ও পক্কতা প্রাপ্তি, অবশেষে কর্ত্তনের সময় উপস্থিত হয়। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে অনেকগুলি অংশ আছে, যাহা ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইলে অবশেষে কৃতকার্য্যতা লাভ হয়।

ইচ্ছামাত্রই কোন বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক বহুদিন ব্যাপিয়া বহু যত্ন করিলে তবে সে কার্য্য সফল হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডিমেইষ্টার্ বলিয়াছেন, "কি ভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে তাহা জানিলেই কৃতকার্য্যতার রহস্যোদ্ধার করা যায়।" একটী নীতি কথা প্রচলিত আছে যে, "সময় ও সহিষ্ণুতা তুঁতপত্রকে সাটিনে পরিণত করে।" ফলতঃ অপেক্ষা করিতে না জানিলে কোন বৃহৎ কার্য্যে সিদ্ধিলাভের আশা কেবল দুরাশা মাত্র।

অসহিষ্ণু ব্যক্তি এক দিনেই লক্ষপতি অথবা নানা শাস্ত্র-বিশারদ হইতে ইচ্ছা করেন। শস্য বপন করিয়াই অঙ্কুর হইয়াছে কি না বালকের ন্যায় পরীক্ষা করিয়া দেখেন। বিঘ্ন বাধা তাহার নিকট অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হয়। তিনি ভয়ে ও নিরাশায় অভিভূত হইয়া পড়েন; অতি শীঘ্র সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন; বৃথা চেষ্টায় অমূল্য সময় নষ্ট করেন; অস্থিরচিত্তে নূতন নূতন কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করেন এবং সহসা ফল লাভের সম্ভাবনা না

দেখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহা পরিত্যাগ করেন; এইরূপে তাঁহার শ্রম, যত্ন প্রভৃতি সমস্ত বিফল হয়।

কিন্তু সহিষ্ণু ব্যক্তি স্থিরচিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, কারণ, তিনি জানেন যে, রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই; অকস্মাৎ কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যে পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হয় নাই; সুতরাং তিনি অল্পে অল্পে সাধ্যমত শ্রম ও যত্ন করিয়া ক্রমশঃ কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। বিঘ্ন বাধার দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, তাঁহার স্থিরবুদ্ধি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক যত্নের নিকট মস্তক অবনত করে।

অনেক লোকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং বিনা পরিশ্রমে বৃহৎ কার্য্য সকল অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। এই অসাধারণ ধীশক্তি তাহাদের নিকট প্রতিভা (Genius) নামে পরিচিত। ইহা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ-প্রসূত; সকলের ভাগ্যে ইহা ঘটে না। কিন্তু ইতিহাস ও ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া যতদূর জানা যায়, তাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহজাত অসাধারণ ধীশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি যথার্থই এমন কোন পদার্থ থাকিত, তবে আমরা দেখিতে পাইতাম যে অদ্য অমুক ব্যক্তি সুপ্রসিদ্ধ তানসেনের ন্যায় গায়ক হইয়াছেন, অদ্য অমুক ব্যক্তি বিখ্যাত মাইকেল এঙ্গেলোর ন্যায় চিত্রকর হইয়াছেন এবং তাহা হইলে জ্ঞানিগণ কখনই এমন কথা বলিতেন না যে "মনুষ্য যাহা করিয়াছে মানব-মাত্রেই তাহা করিতে পারে।" বিশেষতঃ ঐরূপ বিবেচনা

করিতে গেলে ঈশ্বরের সম-দর্শিতার উপরে দোষারোপ করা হয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মধ্যে প্রায় কেহই প্রতিভা নামক ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ-সম্ভূত পদার্থে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিভা আর কিছুই নহে, "অবিশ্রান্ত রূপে কষ্ট করিবার ক্ষমতা।" কেহ কেহ বলেন, "সাধারণ জ্ঞানের আতিশয্যকেই প্রতিভা বলা যায়।" কেহ বলেন, "উদ্যোগ করিবার ক্ষমতাই প্রতিভা।" জন্ ফোষ্টার্ বলেন, "নিজের অগ্নি প্রজ্জলিত করিবার ক্ষমতাকেই প্রতিভা বলে।" সুবিখ্যাত পণ্ডিত কারলাইল্ ও সুপ্রসিদ্ধ বফোন্, বলেন, "সহিষ্ণুতাকেই প্রতিভা বলা যায়।" নিউটন যে প্রবল প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "মহাশয়, আপনি কিরূপে এত অসাধারণ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন।" তখন তিনি নম্রভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, "সতত ঐ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমি কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি।" ডাক্তর বেন্‌ট্লিকে তিনি বলিয়াছেন,—"যদি আমি সাধারণের হিতজনক কোন কার্য্য করিয়া থাকি তবে পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতাসমন্বিত চিন্তার বলেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছি।" অতএব প্রতিভা ঈশ্বরের বিশেষ-অনুগ্রহসম্ভূত কোন গুণ নহে। ঈশ্বর কাহারও প্রতি অধিক কাহারও প্রতি কম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না। তাঁহার "সর্ব্বজীবে সমান দয়া," তিনি সমদর্শী।

প্রতিভা বাস্তবিক "আপন অগ্নি প্রজ্জলিত করিবার ক্ষমতা।"

এই অগ্নি সকলের অন্তরেই নিহিত আছে। যিনি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা দ্বারা তাহা প্রজ্জ্বলিত করিয়া লইতে পারেন তিনিই উন্নতিলাভে সমর্থ হন ; আর যিনি তাহা পারেন না, তিনি কাজেই সাধারণ লোকদিগের সঙ্গে সাধারণ কার্য্যকলাপে জীবন অতিবাহিত করেন।

বস্তুতঃ অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি কোন বিদ্যাতেই নৈপুণ্য জন্মে না। সুপ্রসিদ্ধ সার্ জস্যুয়া রেনল্ড্স্ বলিয়াছেন, "যদি কাহারো চিত্র অথবা অন্য কোন শিল্প-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে অভিলাষ হয়, তবে তাহাকে প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া রাত্রে পুনরায় শয্যারূঢ় হওয়ার সময় পর্য্যন্ত সমুদায় মনোবৃত্তি ঐ এক বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে।" বীণাবাদন শিক্ষার্থী কোন এক যুবক সুবিখ্যাত গিয়ার্ডিনাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কতদিনে আমি বীণাবাদনে নৈপুণ্যলাভ করিতে সক্ষম হইব?" তিনি উত্তর করিলেন, "প্রতিদিন বার ঘণ্টা করিয়া বিশ বৎসর যত্ন করিলে নৈপুণ্য জন্মিতে পারে।" এই রূপে আমরা দেখিতে পাই যে, অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে প্রকৃত পারদর্শিতা জন্মে না।

বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রথমে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া, অবশেষে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা যতবার বিফল মনোরথ হইয়াছেন, ততবারই অধিকতর সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত পুনরায় ঈপ্সিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইংলণ্ড-সচীব ডিজ্রেলি প্রথম দিন পার্লিমেণ্ট

মহাসভাতে বক্তৃতা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া সভ্যগণের নিন্দা ও উপহাসভাজন হইলেন। কিন্তু তিনি সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "অনেক কার্য্য পুনঃ পুনঃ আরম্ভ করিয়া অবশেষে আমি কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি। অদ্য আমি উপবেশন করিলাম, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন আপনারা আমার বক্তৃতা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন।" যথার্থই তিনি নিজ বাক্য সফল করিয়াছিলেন। যে ডিজ্‌রেলি একদা মহাসভাতে এরূপ নিন্দিত হইলেন, সেই মহাপুরুষই এক সময়ে ইংলণ্ডের নেতা হইয়া সেই সভ্যগণকে বক্তৃতা দ্বারা নিস্তব্ধ ও মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। এমন অধ্যবসায়ী বীর-পুরুষ যদি পৃথিবীতে উন্নতি করিতে না পারে তবে আর কে পারিবে?

আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটনের পিতা বুল্‌ওয়ার্ লিটন্ প্রথমে যে কার্য্যে হস্ত দিয়াছেন, তাহাতেই বিফল মনোরথ হইয়াছেন। তিনি প্রথমে পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার ফল হইল নিন্দালাভ; পরে উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও হতাশ হইলেন; পরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তাহারও ফল তদ্রূপই হইল। অন্য কোন লোক হইলে হয়ত গ্রন্থ রচনা বা বক্তৃতা চির-কালের জন্য ছাড়িয়া দিত। কিন্তু লিটনের মন তাদৃশ উপকরণে নির্ম্মিত ছিল না, তিনি কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সহজে তাহা পরিত্যাগ করিবার লোক নহেন। তিনি ক্রমাগত নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমা-

গত রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন; অবশেষে যশোলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। অধুনা ইংলণ্ডে তিনি একজন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার, বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। ইনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের বলেই এরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

অধ্যবসায়ী বীরপুরুষ সুবিখ্যাত বার্ণাড্ পেলিসি ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী এজেন নগরে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইটালী দেশীয় একটী পেয়ালার উপরে কারুকার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইলেন। তাঁহার অন্তরের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; মন চিন্তা ও ব্যস্ততাতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কি প্রকারে পাত্রোপরি ঐরূপ চিত্র বিচিত্র করা যায়, তাহা পুনরাবিষ্কার করিবার জন্য তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ কত কাষ্ঠ, কত পাত্র ও কত প্রকার ওষধি পোড়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; এক এক বার তিনি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া ২ হইতে ৬ দিন পর্য্যন্ত কেবল অগ্নি-কুণ্ডে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী তথায় আনিয়া তাঁহাকে যে সামান্য খাদ্য দ্রব্য দিতেন, তাহাই আহাব করিতেন। কিন্তু কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ না হইয়া সর্ব্বশেষে অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক একটী বৃহৎ রকমের পরীক্ষা করিবেন এই মনস্থ করিলেন। পাঠক, ঐ দেখ, ধক্ ধক্ করিয়া পাত্রাচ্ছাদিত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, আর তাহার নিকট বসিয়া জীর্ণ, শীর্ণ, মলিন, বিষণ্ণ ও দারিদ্র্য-দুঃখ প্রপীড়িত বার্ণাড্ পেলিসি

দিবানিশি কাষ্ঠ যোগাইতেছেন এবং পরীক্ষার ফল লাভে আশ্বস্ত হইয়া স্থির নেত্রে দৃষ্টি করিতেছেন। হঠাৎ ইন্ধন নাই! উপায় কি? বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়া ছিল, তাহা সমস্ত পোড়াইলেন; তথাচ হইল না, অল্পের জন্য সমস্ত নষ্ট হয়! তখন তিনি নিজ গৃহে দৌড়াইলেন এবং স্ত্রীপুত্রের বিনয় ও ক্রন্দন ধ্বনির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া, নিজের চেয়ার, টেবল্ প্রভৃতি আনিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি এই কার্য্য দেখিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইল এবং সহরের স্থানে স্থানে দৌড়াইয়া বলিতে লাগিল যে পেলিসি উন্মাদ হইয়া তাহার গৃহসামগ্রী দ্বারা অগ্নিকুণ্ডের তাপ রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু দুঃখ কি এমন লোককে চিরকাল কষ্ট দিতে পারে? এবার পেলিসি সিদ্ধকাম হইলেন। পাত্র সকল চিত্রবিচিত্র হইল। ধন্য বার্ণাড্ পেলিসি! ধন্য তোমার অধ্যবসায়! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা!

বস্তুতঃ এই প্রকার সিদ্ধমহাপুরুষদিগকে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। ইহাঁদের জীবন, অজেয় অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা এবং কঠোর পরিশ্রম দৃষ্টান্ত-ভূমি স্বরূপ। ইহাঁরা অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথে গমন করিতে পারিলে ঈপ্সিত বস্তু নিশ্চয় লাভ করা যায়। ইহাঁদের যত্ন, ইহাঁদের একাগ্রতা, ও ইহাঁদের পরিশ্রম চিরকাল মানব হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

সহিষ্ণু এবং অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকে বিঘ্ন বাধায় ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না। তিনি যতই নিজ দুর্ব্বলতার পরিচয় পান,

ততই অধিকতর উৎসাহের সহিত বলিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করেন। বিঘ্নবাধা তাঁহার লুক্কায়িত শক্তি সকলকে প্রকাশিত এবং নিস্তেজ গুণ সকলকে তেজসম্পন্ন করে। যদি বিঘ্ন বাধা না থাকিত, তবে মানবগণের যত্ন ও উৎসাহের প্রয়োজন হইত না। যদি প্রলোভন না থাকিত, তবে আত্ম-সংযমকে প্রশংসাজনক গুণ বলিয়া কে গণ্য করিত? যদি দারিদ্র্য দুঃখ না থাকিত, তবে কি সহিষ্ণুতা গুণ লোকের এত আদর-ণীয় হইত? অতএব বিঘ্ন বাধা, প্রলোভন, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি অনিষ্টজনক নহে; ইহারা লোকদিগকে বলিষ্ঠ, শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক হইতে উত্তেজিত করে এবং উন্নতির পথে, যাইবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মায়। রাজনীতি-বিশারদ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কেমনে ঐরূপ পারদর্শিতা লাভ করিলেন; তৎক্ষণাৎ তিনি এই উত্তর দিবেন যে, পুনঃ পুনঃ হতাশ হইয়া, পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া, বহু কষ্টে, বহু যত্নে, তিনি ঐ প্রকার অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। অবি-শ্রান্ত যত্ন ব্যতীত কেহ কস্মিনকালে, কোন শাস্ত্রে, কোন কার্য্যে, কোন বিষয়ে নিপুণতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না।

সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি সতত সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় গুণে অলঙ্কৃত থাকিবেন; তিনি একবার কোন কার্য্যে বিফল-মনো-রথ হইয়া তাহা ছাড়িয়া দিবেন না; পুনঃ পুনঃ যত্ন করিবেন; এক, দুই, তিনবার যত্ন করিবেন, তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে বহুবার যত্ন করিবেন; পরিশেষে তাহার আশা সফল হইবেই হইবে। তিনি গোলাপ পুষ্প ছিঁড়িতে যাইয়া

কণ্টককে ভয় করিবেন না; তিনি উন্নতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিঘ্ন বাধা দ্বারা ভীত হইবেন না; তিনি অর্দ্ধপথ গমন করিয়া ফিরিয়া আসিবেন না; তিনি কোন কার্য্য অর্দ্ধ সম্পন্ন করিয়া পরিশ্রমের ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিবেন না; তিনি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিদের ন্যায় এক কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে গমন পূর্ব্বক বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না; কিন্তু প্রকৃত স্থির, ধীর, গম্ভীর, বীরপুরুষের ন্যায় একমনে অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের সহিত গন্তব্য পথের শেষ পর্য্যন্ত যাইবেন এবং আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবেন। তিনি বিঘ্ন বাধা দেখিয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিবেন না, কিন্তু সাহস পূর্ব্বক কঠোর পরিশ্রম, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা, অজেয় সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তাহাদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিবেন এবং যে পর্য্যন্ত জয় লাভে সমর্থ না হন ততক্ষণ কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না। তাহার হৃদয়ে জ্ঞানীদের এই বাক্য সতত অঙ্কিত থাকিবে যে, "কৃতকার্য্যতা লাভ চারিটী অক্ষরের মধ্যে লুক্কায়িত,—চেষ্টা কর।"

সুযোগ।

"Opportunity has hair in front, behind she is bald; if you seize her by the forelock you may hold her, but, if once suffered to escape, not Jupiter himself can catch her again."

From the Latin.

Opportunities are like the rainbow, or the visits of angels, short and far between."

Brewer.

আমাদের দেশে একটী গাথা প্রচলিত আছে, "নচদৈবাৎ পরং বলম্।" কিন্তু দৈব কি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক মানবের অভিলাষ পূর্ণ করে? চিন্তা মাত্রেই কি কোন কার্য্য সাধিত হয়? সুযোগ কি আপনা হইতেই লোককে সৌভাগ্যশালী করে? না, তাহা কখনই হয় না। মানব নিজের পরিশ্রম, উদ্যোগ, উৎসাহ দ্বারা সুযোগকে হিতজনক কার্য্যে ব্যবহার করিয়া আপন উন্নতি সাধন করেন। এজন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন, অলস ও উৎসাহবিহীন ব্যক্তিকে তিনি কদাচ আপন ক্রোড়ে স্থান দেন না। প্রসিদ্ধ কবি সেক্স্‌পিয়ার্‌ বলিয়াছেন, "মানবদিগের কার্য্যকলাপের মধ্যে একটী স্রোত আছে, প্লাবন সময়ে তাহাতে নৌকা দিলে, স্রোত বেগে সৌভাগ্য-রাজ্যে উপস্থিত

হওয়া যায়, কিন্তু একবার তাহা উপেক্ষা করিলে, জীবনের অবশিষ্ট সময় মনস্তাপে ও দুঃখে অতিবাহিত করিতে হয়।' অতএব যিনি জলপ্লাবন সময়ে স্রোত মধ্যে নৌকা দেন না, তিনি কেবল স্রোত দর্শন করিয়া কিরূপে সৌভাগ্য-রাজ্যে উপস্থিত হইবেন? যিনি সুযোগ দেখিয়াও তাহা হিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিতে চেষ্টা না করেন, তিনি কেবল দর্শন মাত্রে তাহা দ্বারা কেমনে উন্নতি লাভ করিবেন?

পৃথিবীতে সমস্ত অদ্ভুত আবিষ্কার, বিচিত্র শিল্প কৌশল, অলৌকিক বীরত্ব, লোকোত্তর শাস্ত্রজ্ঞান কেবলমাত্র দৈবানুগ্রহ বা সুযোগের ফল নহে। সেই সকল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিণাম। জ্ঞানী ব্যক্তি সুযোগ প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন না। সুযোগ সততই মনুষ্যের সম্মুখে বর্ত্তমান। যিনি পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক তাহা কার্য্য বিশেষে নিয়োগ করেন, তিনিই ফললাভে সমর্থ হন।

সুবিখ্যাত এমার্সন বলিয়াছেন, 'স্বভাব, সুযোগ-পরিপূর্ণ একটী বিস্তীর্ণ অক্ষয়-ভাণ্ডার। ইহা ভয়ঙ্কর দানব তুল্য নহে। এই স্বভাব ক্ষেত্র বাহ্য-দৃষ্টিতে অনুর্ব্বরা প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু ইহাতে পরিশ্রম পূর্ব্বক শস্য বপন করিলে নিশ্চয়ই ফল লাভ করা যায়।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "স্বভাব একজন নেকড়া-ব্যবসায়ী সদাগর। তিনি সর্ব্বদাই নেকড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা প্রভৃতি একত্রিত করিয়া নূতন পদার্থ সৃষ্টি করেন। তিনি সুযোগ্য রসায়নবিৎ পণ্ডিতের ন্যায় জীর্ণ ও পুরাতন বস্তু সকলকে পরিষ্কৃত ও শুভ্র শর্করাতে পরিণত করেন।" মহাত্মা স্মাইল্‌স্ লিখিয়াছেন, "যে সকল ব্যক্তি উন্নতির পথান্বেষণে

প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বহির্গত হন, তাঁহারা সততই যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হন। যদি সুযোগ নিতান্তই সন্নিহিত না থাকে, তবে তাঁহারা নিজেই তাহা উদ্ভাবন করিয়া লন।”

সংসারে অনেক লোক আছেন যাহারা কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়ান, অথবা সকল বিষয়েই নিজের অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; কিন্তু সুযোগ যে সততই হস্ত সন্নিহিত রহিয়াছে অথবা ইচ্ছা থাকিলেই নিজে উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাহা বিবেচনা করেন না। অদৃষ্টের দোষ কীর্ত্তন করিয়া সময় কাটান, কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন করিবার উপায় অবলম্বন করেন না, কেননা, তাহাতে পরিশ্রম যত্নও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। এই সকল অলস ব্যক্তি সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। তাহারা সমাজের হিতের জন্য নিজে কোন কার্য্য করেন না, অথচ অন্যলোকে যে সমস্ত হিতকর কার্য্য অতি কষ্টে সম্পন্ন করিয়াছে, তদুৎপন্ন সুখ বিনা ক্লেশে ভোগ করিতে চাহেন। তাহারা কোন ক্ষুদ্র ও সুগম পথের সাহায্যে সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণের কষ্ট হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন। পরিশ্রম পূর্ব্বক সাধারণ ঘটনার সদ্ব্যবহার না করিয়া অসাধারণ ঘটনার সাহায্যে সুখ লাভের বাঞ্ছা করেন। কিন্তু তাহা কি সম্ভব হয়? ইষ্টক সকল একত্র না করিয়া কি কেহ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে? বিনা পরিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা অধ্যবসায়ে, কি কখনও কেহ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়?

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি যথার্থই উন্নতির জন্য ব্যগ্র হয়, সে অতি

সাধারণ ঘটনা সকলের মধ্যেও তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধির সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একজন সম্ভ্রান্ত লোক একটী বিদ্বান কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সামান্য কৃষক হইয়া কেমনে এত বিদ্যালাভ করিলে?" কৃষক উত্তর করিল, "মহাশয়, ইংরেজী ভাষার ২৬ টী অক্ষর উত্তমরূপ চিনিলেই অসীম জ্ঞানভাণ্ডার সম্মুখে বিরাজমান হয়; এবং তাহা হইতে লোকে যত ইচ্ছা শিক্ষা করিতে পারে।" পরিশ্রম করিবার জন্য হস্তপদাদি আছে, চিন্তা করিবার জন্য মন আছে, সম্মুখে স্বভাব-ভাণ্ডার সুযোগপূর্ণ রহিয়াছে, অলসতা পরিহার পূর্ব্বক সুযোগগুলিকে হিতের জন্য নিয়োগ করিলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। গুইক্কিয়ার্ডিনাই বলিয়াছেন, "যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে তুমি ইচ্ছা কর, সে কার্য্যের সুযোগকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিবে। ইহাতে কদাচ বিলম্ব করিবেনা, কেন না, এই সংসারের বস্তু সকল এত পরিবর্ত্তনশীল যে, কোন বস্তু হস্তগত হইবার পূর্ব্বে তাহা নিজের হইল এরূপ বলা যায় না।"

কিন্তু সকল কার্য্যেরই উচিত সময় আছে। অসময়ে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কেবল নিরাশা ও মনস্তাপ সার হয়। জল-প্লাবনের স্রোত বহিয়া শেষ হইলে তন্মধ্যে নৌকা দিলে কোন উপকার হয় না। বপনের সময় অতিক্রম করিয়া শস্য বপন পূর্ব্বক প্রচুর ফসলের প্রত্যাশা কেবল দুরাশা মাত্র। শীতল লৌহ খণ্ডকে আঘাত করা কেবল পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। রোগের প্রারম্ভে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া বিকার প্রাপ্ত হইবার পরে চিকিৎসা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সঙ্গীত একটী আনন্দজনক পদার্থ বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি শোকের সময়

সঙ্গীত করে, তাহার সঙ্গীত আমোদজনক না হইয়া বরং বিরক্তি-জনকই হয়। নৃত্য করা আমোদজনক হইলেও ভ্রমণ করিবার সময় নৃত্য করিলে তাহাতে তাহার বাতুলতাই প্রকাশ পায়। পদ্য অতি শ্রুতি-মধুর বটে, কিন্তু সাধারণ কথায় পদ্য-রচনা দ্বারা নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে, তাহা সুশ্রাব্য না হইয়া বরং শ্রুতি-কটুই হয়। অতএব উচিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিতে হইবে।

সূক্ষ্মদর্শী ও সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি যথাসময়ে তাঁহার সমস্ত কার্য্য করেন। তিনি জলপ্লাবনের স্রোতবেগে নৌকা দিয়া সৌভাগ্য-রাজ্যে গমন করেন; সুসময়ে বীজ বপন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রাপ্ত হন; উত্তপ্ত লৌহকে আঘাত করিয়া ইচ্ছানুরূপ আকৃতি প্রদান করেন; রোগের প্রারম্ভেই চিকিৎসা করাইয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তিনি অদৃষ্ট অদৃষ্ট বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন না, অথবা দৈব বল প্রাপ্তির আশায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকেন না; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া ষ্টথার্ডের ন্যায় প্রজাপতির পাখা দেখিয়া বর্ণ-মিশ্রণ-কার্য্য শিক্ষা করেন; ফ্রাঙ্কলিনের ন্যায়-ঘুড়ী দ্বারা মেঘ হইতে বিদ্যুতানয়ন করেন; রিউকের ন্যায় চক ব্যবহার করিয়া চিত্র-কার্য্য শিক্ষা করেন; ফেরেডের ন্যায় পুরাতন বোতলের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ফলাফল দর্শন করেন; ডেভির ন্যায় কাষ্ঠফলক দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ নিরন্তর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য না করিয়া, সুযোগের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না।

দুর্ব্বল প্রকৃতি ও অলস ব্যক্তির নিকট অত্যুৎকৃষ্ট সুযোগও ফলপ্রদ হয় না। তাহার সম্মুখে সুযোগের প্রবাহ বহিয়া যায়, কিন্তু সে নেত্রোন্মীলিত করিয়া তাহা দেখে না। উদ্যোগী লোক সমূহ কিরূপে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া উন্নতিলাভ করেন তাহা দেখিয়া সে বিস্ময়াপন্ন হয়। একদা সমপাঠী ও সমবয়স্ক দুই যুবক সমান বেতনে বিভিন্ন স্থানে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর পরে তাহাদের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল। তখন তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজনের এমন দুরবস্থা হইয়াছিল যে, সে নিজে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিল, তাহার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের দিনান্তেও এক সন্ধ্যা অন্ন জুটিত না এবং চতুর্দ্দিকে ঋণ করিয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কারারুদ্ধ হইবার আশঙ্কা করিতেছিল। অন্য ব্যক্তি নিজে একখানি পরিষ্কৃত গৃহে আপন পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সুখে বাস করিতেছিলেন, এবং কিছু অর্থও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুর ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া কিছু অর্থের সাহায্য করিলেন, তাহাতে বন্ধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধো, আমরা একত্রে এক সময়ে সমান বেতনে কার্য্যারম্ভ করি, কিন্তু দশ বৎসর পরে আমাদের অবস্থার এত বিভিন্নতা কেমনে ঘটিল যে, একজন ভিখারী অন্য জন ভিক্ষাদাতা?" তাহাতে ঐ পরিশ্রমী ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "এই পার্থক্য হওয়ার কারণ একটী বাক্যের বৈপরীত্য মাত্র,—তোমার নিকট যখন সুযোগ ও অর্থ আসিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে বলিয়াছ 'যাও'; আর যখন তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে আমি বলিয়াছি 'এস'।"

সুবিখ্যাত জন্ হণ্টার্‌কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি উপায়ে ঐরূপ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন; তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আমার নিয়ম এই যে, কোন কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি এক মনে বিবেচনা করিয়া দেখি ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব কি না; যদি ঐ কার্য্য সুসাধ্য না হয়, তবে আমি তজ্জন্য চেষ্টা করি না, আর যদি হয়, তবে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া নিশ্চয়ই সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, এবং কোন কার্য্য একবার আরম্ভ করিয়া, আমি কদাচ তাহা হইতে বিরত হই না। এই নিয়ম দ্বারাই আমি কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছি।"

যখন কোন ব্যক্তি অদৃষ্ট অদৃষ্ট বলিয়া চীৎকার করে, অথবা আপন ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করে, তখন এইটী স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, সে নিজের অসাবধানতা, অলসতা, নিরুৎসাহিতা ও দীর্ঘসূত্রিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সে বলে "মহাশয়, আমি সামান্য কারণে নিরাশ হই নাই। মনুষ্য নিজের উন্নতির জন্য যত প্রকার চেষ্টা করিতে পারে, আমি তাহার কোন পথই পরীক্ষা করিতে বাকী রাখি নাই, কিন্তু অদৃষ্ট এমনই মন্দ যে, কোন দিকেই কিছু সুযোগ পাই না।" তাহার কথা শুনিলে বোধ হয় যেন সে পুস্তকের দোকান খুলিলে, লোক সকল গ্রন্থ পাঠ পরিত্যাগ করে; অথবা খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করিতে গেলে, লোক সকল আহার ত্যাগ করে; অথবা টুপীর দোকান খুলিলে সন্তানগণ মস্তক বিহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

এ প্রকৃতির লোক কেমনে উন্নতি করিবে? ইহারা আলস্য

ত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষম হইতে ইচ্ছা করে না ; ইহাদের শারীরিক কষ্ট কিম্বা মানসিক চিন্তা সহ্য হয় না, উৎসাহ নাই, নিজের অলসতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার দোষ অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে মুক্তিলাভ করে এবং নিজের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যে নিজের হস্তে তাহা বিশ্বাস করে না। এ সকল লোক যে কেবল নিজের সর্ব্বনাশ করে এমন নহে, ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনেক বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও নিজের জীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে দেখা গিয়াছে।

যদিও হিন্দু শাস্ত্রে লিখা আছে যে, মনুষ্য পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে এই সংসারে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, তথাচ ইতিহাস কি প্রমাণ করিতেছে তাহা কি দেখা উচিত নয়? মানব রচিত একটী শ্লোকের উপর নির্ভর, করিয়া, ঘটনাবলী দ্বারা ইতিহাস যাহা প্রমাণ করিতেছে তাহা অপেক্ষা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। নিউটন কি কেবল একটী আতা মৃত্তিকাতে পতিত হইতে দেখিয়াই মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন? না, তাহা নহে; তিনি অনেক দিন হইতে একমনে মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন, তাহাতে আতার মৃত্তিকা-পতনরূপ আকস্মিক ঘটনা তাঁহার অন্তরের অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিল; তখন তিনি স্পষ্টরূপে ঐ বিষয় বুঝিতে পারিলেন এবং মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইল।

এইরূপে আমরা যতই ইতিহাস পাঠ করি, ততই উত্তমরূপে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, মনুষ্য প্রকৃতিতে যে উন্নতির

বীজ সমূহ নিহিত আছে তদুপরি যত্নপূর্ব্বক শ্রমবারি সিঞ্চন করিলে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে। অদৃষ্ট অদৃষ্ট অথবা সুযোগ সুযোগ বলিয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়া কেহই কস্মিনকালে হঠাৎ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই ও পারিবে না। অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও জ্বলন্ত উৎসাহ দ্বারা অদৃষ্টকে সুপ্রসন্ন করিতে হয়, এবং সুযোগকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তাহা হইতে উপকার লাভ করিতে হয়। ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আমার বাসগৃহ।

"Home is the resort
"Of love, of joy, of peace, and plenty, where
Supporting and supported polished friends
And dear relations mingle into bliss."

Thompson.

"Mid pleasures and palaces though we may roam
Be it ever so humble, there's no place like home;
A charm from the sky seems to hallow us there,
Which, wherever we rove, is not met with elsewhere,
Home! home! sweet, sweet home!
There's no place like home, there's no place like home."

B. Cornwall.

আপন গৃহ একটী দুর্গ বিশেষ। এখানে বীরপুরুষ রণ-সাজে সজ্জিত হন, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করেন, রণ-কৌশল শিক্ষা করেন, পরে সংসার রূপ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

যোদ্ধা যদি সুশিক্ষিত, সাহসী ও পরাক্রমশালী হন, তবে এ সংসারের প্রবল প্রলোভন, দুঃখ, নিরাশা প্রভৃতি শত্রুগণের ভীষণ আকৃতি ও বিকট মুখ-ব্যাদানে তিনি অণুমাত্র ভীত হন না। নিপুণ যোদ্ধার ন্যায় বীরদর্পে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করেন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রণবিজয়ী সিদ্ধকাম পুরুষের ন্যায় সুখভোগ করেন। শত্রু নিতান্তই পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি নিরাপদ-দুর্গ আশ্রয় করিয়া শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপহাস করিতে সমর্থ হন।

ফলতঃ আপন গৃহের তুল্য নিরাপদ-দুর্গ ও সুখের স্থান আর দ্বিতীয় নাই। শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট স্থান আর হইতে পারে না। এখানে মানব যেরূপ শিক্ষা লাভ করেন, যেরূপ তাহার চরিত্র গঠিত হয়, তিনি চিরজীবন তাহার ফলাফল ভোগ করেন। এখানে স্নেহময়ী জননী, পূজনীয় পিতা, প্রিয়তম ভ্রাতা, প্রিয়তমা ভগিনী, তাহাকে যেরূপ শিক্ষা দেন, তাহার চরিত্র যেরূপে গঠন করেন, তিনি সেই শিক্ষা ও চরিত্র লইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়া থাকেন, মনুষ্য-সমাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুখদুঃখজনক নানাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং নিজের শিক্ষা ও চরিত্রানুযায়ী ফলভোগ করেন। শিক্ষা যদি উত্তম হয়, চরিত্র যদি সৎ হয়, তিনি প্রত্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক কার্য্যে আশাতীত ফললাভ করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকেন, তাহার নিকটে মনোহর সাজে সুসজ্জিত হইয়া নিত্য নূতন নূতন সুখ উপস্থিত হয়। কিন্তু শিক্ষা যদি মন্দ হয়, চরিত্র যদি অসৎ হয়,

তবে তিনি প্রত্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক কার্য্যে, দুঃখ, কষ্ট, মনস্তাপ প্রভৃতি দ্বারা আহত হইয়া নিরাশ-সমুদ্রে পতিত হন এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখেন।

পৃথিবীতে আপন গৃহ নিরুপম স্থান। ইহা মানব-চরিত্রের উগ্রতা বিনাশ পূর্ব্বক কোমলতা উৎপাদন করে। জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মানব-হৃদয়ে যে দুঃখ যন্ত্রণার আবেগ হয়, তাহা এই শান্তিপ্রদ স্থান অবিলম্বে দূর করিয়া দেয়। বিদ্যার্থী ব্যক্তি সমস্ত দিন মানসিক শ্রমে উদ্বেজিত হইয়া, এখানে আসিয়া শান্তিলাভ করেন, পরসেবা যাহার বৃত্তি, তিনি সমস্তদিন পরের দাসত্ব করিয়া এখানে আসিয়া শ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করেন। সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্রে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া, বাণিজ্য ব্যবসায়ী সমস্তদিন ক্রয় বিক্রয় করিয়া, কৃষক সারাদিন চাষ-কার্য্যের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, আপন গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করেন। বস্তুতঃ এই প্রিয়তম সুখ-ধামের শান্তি-প্রদ শক্তি অনুপম। ইহার সঙ্গে পৃথিবীর কোন স্থানের সম্পূর্ণ তুলনা হওয়া দূরে থাকুক, আংশিক রূপেও তুলনা হয় না।

আপন গৃহ পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সুখস্থান। এখানে মানবান্তঃকরণের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। নিজের সুখ ও দুঃখে যথার্থরূপে সুখী ও দুঃখী ব্যক্তিগণ এখানে বিদ্যমান। তাঁহারা স্নেহ মমতায় হৃদয় ঢালিয়া দেন। সরলতা পরিপূর্ণ প্রেম তাঁহাদের হৃদয় হইতে উথলিয়া পড়ে; স্বার্থপরতা বিহীন হইয়া সতত পরস্পরের হিত কামনা করেন। কি অপূর্ব্ব রমণীয় স্থান! এখানে

আসিলে হৃদয় আপনা হইতেই কোমলতায় অধিকার করে। দুঃখ, যন্ত্রণা, নিরাশা, মনস্তাপ, ভয়, প্রভৃতি সমস্ত শত্রুগণের আক্রমণ-শঙ্কা একেবারে বিদূরিত হইয়া যায়। এই নিরাপদ স্থানে মানব শান্তিদেবীর ক্রোড়ে সুখে বিশ্রাম করিতে পারেন।

অহো! পিতা মাতার বাৎসল্য ও দয়াপূর্ণ ভাব কি রমণীয় ধন! ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহ কি আনন্দজনক পদার্থ! স্ত্রীর সরলতা পূর্ণ প্রেম কি মনোহর বস্তু! পুত্র কন্যার মমতা কি হৃদয়ানন্দকারী! ফলতঃ পৃথিবীতে যদি প্রকৃত সুখভোগ করা সম্ভব হয়, তাহা কেবল মাত্র আপন গৃহেই হইতে পারে। মন স্বভাবতঃ এখানে উগ্রভাব ধারণ করিতে পারে না। যেদিকে চাও কেবল কোমলতা, স্নেহ, দয়া, ভালবাসা, প্রেম, মায়া, মমতা। এখানে হিংসা, সন্দেহ, উচ্চআশা, প্রলোভন প্রভৃতি স্থান পায় না। পারিবারিক সুখের মধ্যে এমন একটী অপূর্ব্বভাব রহিয়াছে যে, তাহা পাপজনক কামনাকে দূর করিয়া দেয়।

প্রকৃত প্রেম প্রেম-জলধি ঈশ্বর হইতে প্রবাহিত। সেই প্রেম যত রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহা সমস্তই নিজ গৃহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাইবেল গ্রন্থে লেখা আছে, "যিনি প্রেমের মধ্যে বাস করেন, তিনি ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করেন।" বাস্তবিক যিনি পরিবার মধ্যে যথার্থ সুখ উপভোগ করেন, তাঁহাকে পৃথিবীর পাপপূর্ণ ঘটনা সকল প্রলোভিত করিতে পারে না; তাঁহার মন সতত পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ থাকে; তিনি আপন গৃহে মানবের যথার্থ সাধু-

প্রকৃতি, সরলতা, পবিত্রতা, স্বাধীনতা দর্শন করিয়া আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকেন। এখানে পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে সতত আহ্বান করে; পাপ করা দূরে থাকুক, সে চিন্তাও মনে স্থান পায় না। যেমন কম্পাসের কাঁটা সতত একদিকে থাকে, তাহার মনও তদ্রূপ সরল প্রেম ও পবিত্রতায় অভিষিক্ত হইয়া, প্রেমসাগর ঈশ্বরের দিকে নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করে। পবিত্রতাতে, ধর্ম্মেতে অলঙ্কৃত হইয়া তিনি মানব জীবন সফল করেন।

প্রকৃত সুখ আপন গৃহ ব্যতিরেকে অন্য কোথাও সম্ভবপর হয় না। জীবন-সমুদ্রে ঝটিকা হত ব্যক্তির নিজ গৃহধাম পবিত্র রক্ষাস্থান। যদি প্রকৃত দয়াপূর্ণ, প্রেমপূর্ণ, সরলতাপূর্ণ ভাব কোথাও থাকে তবে নিজ বাটীই সেই স্থান। যদি স্বেচ্ছানুরূপ আজ্ঞাধীনতা, শান্তিজনক শুশ্রূষা, সদয়ভাবপূর্ণ যথার্থ সহায়তা, অকৃত্রিম সমবেদনা, অবারিত স্বাধীনতা, এবং প্রকৃত নিঃশঙ্কার স্থান এ পৃথিবীতে কোথাও থাকে তবে আপন গৃহই সেই স্থান। এখানে হৃদয়মন সতত অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। এমন পবিত্র সুখের স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখের আশায় যে সকল লোক নরকতুল্য বারাঙ্গনা গৃহে, শৌণ্ডিকালয়ে, গুলির আড্ডায়, গাঁজার দোকানে বেড়ায়, তাহারা নরকুলে পিশাচ। তাহাদিগকে শতবার ধিক্! তাহাদের মানবজন্ম ধিক্! রোগের বিষম যন্ত্রণা তাহাদের দুষ্কর্ম্মের পুরস্কার। অকালে ভীষণ মৃত্যু-রাক্ষসের গ্রাসে পতন তাহাদের চরম ফল।

সুবিখ্যাত কবি কাউপার্ লিখিয়াছেন, "মানব স্বর্গচ্যুত হইয়া সে রাজ্যের অন্য সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পতনের পরেও, হে গৃহসুখ! স্বর্গীয় সুখের মধ্যে তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ। তুমি ধর্ম্মের আশ্রয়; তোমার ক্রোড়ে ঈষদ্ধাস্যমুখে ধর্ম্ম অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে; সে হাসি এত মধুর, এমন শান্তিজনক, এরূপ মনোহর, যে তাহা দেখিয়া, স্বর্গই যে তাহার প্রকৃত জন্মস্থান ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। হে মনোহর গৃহসুখ! যেখানে ক্ষণস্থায়ী নূতন সুখ প্রাপ্তির আশায় ঢুলু ঢুলু নয়নবিশিষ্ট মাদকতার পূজা হয়, যেখানে ভোগ বিলাস জনিত সুখ একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে তুমি পরিচিত নও, কেননা, তুমি কোমল স্বভাব ও স্থিরচিত্ত। তুমি চঞ্চলতাকে ঘৃণা কর এবং প্রকৃত শান্তিপ্রদ ও সত্যাগ্নিপরীক্ষিত প্রেমকাঞ্চন গ্রহণ পূর্ব্বক এমন আনন্দ বিতরণ কর যে, প্রচণ্ড-ভোগ-বাসনা তাদৃশ সুখ কদাচ প্রদান করিতে পারে না। হে রমণীয় গৃহ সুখ! সত্য বটে, তুমি চরিত্রদোষ-রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ করিয়া নির্দ্দোষিতা পুনঃ প্রদান করিতে পার না; সত্য বটে, তুমি মানবের স্বপাপকৃত বিষময় ফলকে মধুময় করিতে পার না; কিন্তু তুমি যে মানবের যথার্থ সুখশান্তি বিধান কর এবং মানব হৃদয়কে নানা পাপ পিশাচের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।" এই মহাত্মা অন্য এক স্থানে লিখিয়াছেন, "আপন গৃহ মানবের কার্য্য, চিন্তা, ধর্ম্ম ও সুখকে অমৃতায়মান করে।"

রেভারেণ্ড্ জন এবট্. বলিয়াছেন, "আপন গৃহাভিমুখে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে কহিতেছেন,—ঐ

তোমাদের পার্থিব সুখের প্রকৃত স্থান।” তিনি আরও বলিয়াছেন, “যদি তুমি কোন যুবককে এইরূপ দেখ যে, সে আপন গৃহ ভাল বাসে না, পরিবারবর্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া শান্তিজনক সুখে পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাহার রুচি অন্য প্রকার উগ্র সুখের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে নিশ্চয় জানিও তাহাকে বিশ্বাস করা অনুচিত।” সুবিখ্যাত কবি ড্রাইডেন বলিয়াছেন, “আপন গৃহই জীবন রক্ষার পবিত্র স্থান। সেখানে ভার্য্যা ব্যতিরেকে অন্য কেহই পুনঃ পুনঃ আমাদের সম্মুখীন হইতে সাহস করে না।” লর্ড বেকন বলিয়াছেন, “স্ত্রী পুত্র, কন্যা, আমাদিগকে হিতজনক শিক্ষা প্রদান করে। অবিবাহিত ব্যক্তিগণ রুক্ষ প্রকৃতি ও স্বার্থপর হয়।”

সুপ্রসিদ্ধ কবি রবর্ট বারন্স লিখিয়াছেন,—“কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া নিজ গৃহে গমন করেন; কিয়দ্দূর হইতে তাঁহার নিজ বাটী নেত্রগোচর হয়, কিয়ৎকাল পরে দেখেন সন্তানগণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, বৃক্ষচ্ছায়ায় আশা-বিস্ফারিত-লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, যাই তিনি নিকটবর্ত্তী হইলেন, অমনি আনন্দধ্বনি করিয়া কেহ দৌড়াইয়া, কেহবা টলিয়া টলিয়া, কেহবা ভেকের ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া, তাঁহাকে ধরিল; তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন; সেখানে পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত গৃহ-সামগ্রী, প্রিয়তমা ভার্য্যার মৃদুহাসি, দুগ্ধপোষ্য ক্রোড়স্থ শিশুর আধ আধ স্বরে অস্পষ্ট কথা, তাঁহার সমস্ত দিনের পরিশ্রম জনিত ক্লেশ বিদূরিত করিয়া দিল।”

আহা! কি চমৎকার ছবি! এজন্যই কবি বলিয়াছেন,—

"স্বর্গ স্বর্গ করে লোক সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ নিজ গৃহ-ধাম।"

বাস্তবিক নিজ গৃহই পৃথিবীতে স্বর্গ। স্বর্গসুখের আভাস একমাত্র নিজ গৃহেই পাওয়া যাইতে পারে। ইহাকে 'কেলিডস্কোপ' নামক ইংরেজী যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রে যেরূপ নানাবিধ শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ বর্ণ সকল দেখা যায়, তদ্রূপ নিজের ক্ষুদ্র গৃহে নানা প্রকার সুখ-প্রদ বস্তু,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও পবিত্রতা, হৃদয় পূর্ণ প্রেম ও সরলতা, অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতা প্রভৃতি— শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এমন অপূর্ব্ব গৃহ সুখের প্রতি যাহার দৃষ্টি নাই, সে নরাকৃতি পশু; সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; পৃথিবীতে জীবনধারণ তাহার পক্ষে কষ্টকর ভারবহন মাত্র; এমন নরাধমকে শতবার ধিক্!

আপন গৃহ চরিত্র গঠনের প্রধান স্থান। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি যে সকল রীতি-নীতি শিক্ষা করে, আজীবন সেই সকলের ফলাফল ভোগ করে। এখানে তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হয়, সংস্কার সকল বদ্ধমূল হয়, মনোবৃত্তি সকল সচেতন হয়, এবং চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ সাধিত হয়। বালক শৈশবাবস্থায় আপন বাটীতে যাহা দেখে ও শুনে, তাহারই অনুকরণ করে এবং এইরূপে বাল্যাবস্থায় যাহা শিখে, সে সমস্ত যাবজ্জীবন তাহার কার্য্য সকলকে অনুরঞ্জিত করে। গৃহে স্ত্রী ও পুরুষগণ যেরূপ স্বভাব সম্পন্ন হন, শিশুও অনুকরণ দ্বারা ঠিক সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। গ্রীক জাতির মধ্যে একটী

নীতিকথা প্রচলিত আছে, তাহা এই যে, "যদি তোমার সন্তানকে ভৃত্যদ্বারা শিক্ষিত কর, তবে এক ভৃত্যের পরিবর্ত্তে দুইজন ভৃত্য পাইবে।" অর্থাৎ সন্তানটীও ঠিক ভৃত্যের মত হইয়া উঠিবে।

গৃহে জননী অয়স্কান্তমণির ন্যায়। গৃহের সমস্ত লোক তাঁহার কার্য্যকলাপ, রীতি-নীতি অনুকরণ করিয়া চলে। আমাদের সুখ ও দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, শিক্ষা ও মূর্খতা, সভ্যতা ও অসভ্যতা, সমস্তই আপন গৃহগঠিত চরিত্রের উপর নির্ভর করে। গৃহকে স্ত্রীলোকদিগের ক্ষুদ্ররাজ্য বলিলে অন্যায় হয় না; তথায় তাঁহারা সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করেন, স্বাধীনভাবে রাজ্ঞী-দিগের ন্যায় নিজের ইচ্ছানুসারে সমস্ত কার্য্য করাইয়া লন; গৃহের কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে পারে না; কোন কার্য্য তাঁহাদিগের অমতে সম্পন্ন হইতে পারে না; গৃহমধ্যে তাঁহারা সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারা যদি শিক্ষিতা ও সৎ-স্বভাবান্বিতা হন, তবে তথায় সকল কার্য্যই উত্তমরূপে চলে, সকল ব্যক্তিই শিক্ষিত ও সৎস্বভাবাপন্ন হয়।

এ দুর্ভাগ্য দেশের স্বার্থপর সন্তানগণ স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি সবিশেষ যত্ন না করিয়া নিজের স্বর্গ তুল্য গৃহকে নরক তুল্য করিয়া তুলিতেছেন। তথায় কেবল কলহ, বাদ, বিসম্বাদ, দুঃখ, কষ্ট দিবানিশি রাজত্ব করিতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে আজ কাল স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতি হইয়াছেন বটে, অনেক গৃহের কন্যাগণ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করি-তেছেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প, এবং বালিকা বিদ্যালয়ে যে সামান্য শিক্ষালাভ হয় তাহার ফল এত

অকিঞ্চিৎকর যে, এমন শিক্ষাকে স্ত্রীশিক্ষা বলা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। বালিকাগণ যদি ঠিক পত্র লিখিতে শিখিলেন, সামান্ত যোগ বিয়োগের আঁক কসিতে পারিলেন, উলের মুজা ও কম্ফর্টার তৈয়ার করিতে শিখিলেন, তবেই তাঁহারা শিক্ষিতা বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এরূপ শিক্ষাতে গৃহের সমস্ত লোকের চরিত্রাদি গঠন সম্বন্ধে কতদূর ফল হয়,—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, এরূপ শিক্ষিতা স্ত্রীগণের মধ্যে সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম কি পরিমাণে শিক্ষা করিতে পারেন,—তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

স্বদেশীয় ভ্রাতঃ, আর কতকাল নীচ স্বার্থপরতার দাসানুদাস হইয়া নিজের স্বর্গ-তুল্য গৃহকে কলঙ্কিত করিবে? স্ত্রীগণের প্রতি একবার ফিরিয়া চাও, তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য সচেষ্ট হও। শাস্ত্রকার, বলিয়াছেন "স্ত্রীগণ গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা।' তোমার গৃহলক্ষ্মী যদি অজ্ঞানতা ও মূর্খতার অন্ধকারে জড়িত এবং বন্দিনীর ন্যায় গৃহ-কারাগারে অবরুদ্ধ রহিলেন, তবে তোমার গৃহে স্বর্গসুখ কোথা হইতে আসিবে? কে তোমার সন্তানদিগকে সৎপথে চলিতে, সত্যকথা কহিতে ও সত্যের সমাদর করিতে শিক্ষা দিবে? কিরূপে তোমার গৃহ হইতে কলহ, বাদ, বিসম্বাদ, দুঃখ, কষ্ট দুর হইয়া তথায় নির্ম্মল শান্তি বিরাজ করিবে?

যত যত মহাত্মগণ ইউরোপে উন্নতির উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জননীগণ কিরূপ, বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী ও স্বৎস্বভাবান্বিতা ছিলেন, তাঁহারা কেমন চমৎকার কৌশল অবলম্বন করিয়া আপন আপন সন্তানদিগের কোমল

প্রকৃতিতে ভবিষ্যদুন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন? সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অবশেষে কত সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

বস্তুতঃ আমাদিগের প্রকৃত সুখের দিকে চাহিয়া, সন্তানদিগের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নিজ জন্মভূমির দুর্দ্দশা দূর করিতে কৃতসংকল্প হওতঃ যদি আমরা আপন গৃহের রমণীগণকে সুশিক্ষিতা করিতে যত্ন না করি, তবে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল এখনও বহু দূরে রহিয়াছে জানিতে হইবে।

জীবন-যুদ্ধ।

—০:০—

"A sacred burden is the life we bear;
Look on it, lift it, bear it solemnly;
Stand up and walk beneath it steadfastly.
Fail not for sorrow, falter not for sin,
But onward, upward till the goal we win."

Frances Anne Kemble.

সৈনিক পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যখন রীতিমত রণশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া প্রস্তুত হয়, তখন জীবন যুদ্ধের জন্য শিক্ষালাভ না করিয়া ও উপযুক্ত না হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার আমরা কে?

জীবন-যুদ্ধের জন্য শিক্ষাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।

এই তিনটী শিক্ষার একত্রে সামঞ্জস্য হইলে তাহারা অমৃতময় ফলোৎপাদন করে এবং যোদ্ধাকে প্রকৃতরূপে জীবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। ইহাদের মধ্যে একটীকে উপেক্ষা করিয়া অন্যটীর প্রতি অধিক যত্ন করিলে, কদাচ প্রকৃত জয় লাভের আশা করা যায় না। কারণ, যিনি কেবল শরীরের জন্য যত্ন করেন, তিনি উত্তমরূপে বলিষ্ঠ হন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তি নিস্তেজ থাকে এবং চরিত্র ভয়ানক দোষে কলঙ্কিত হয়। যিনি কেবল মানসিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ করেন, তিনি রোগে, দুঃখে জড়িত হইয়া সতত বিষণ্ণ থাকেন ও জীবন ভার বহনে সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। যিনি কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির সেবক হন, তিনি ধর্ম্মোন্মত্ততা ও গোঁড়ামি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন। অতএব শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শিক্ষায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হইলে মনুষ্য পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকৃতরূপে জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একে একে তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

শারীরিক।

শরীরকে কিরূপে পোষণ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমরা এখানে বিশেষ কিছু বলিব না। স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ দ্বারা কি ইষ্টানিষ্ট ঘটে তাহাও বিশেষরূপে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করিব না। আমরা এখানে এই দেখাইতে চাই যে, শারীরিক উন্নতি না হইলে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না এবং যে যে মহাত্মা

এ জগতে চিরস্মরণীয় নাম ও কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলেই শারীরিক শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

শরীর, সকল উন্নতির মূল। বল, অরুগ্নতা, অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদি সংসারে অভীষ্টলাভের পক্ষে প্রধান সহকারী। শরীরের সঙ্গে মনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে শরীর সুস্থ থাকিলে মনোবৃত্তি সকল সতেজ থাকে এবং অসুস্থ হইলে তাহারাও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং নানা প্রকারে কষ্টদায়ক হয়। ধর্ম্মের দিকে চাহিয়াও এই শরীরের উন্নতি সাধনে যত্ন করা উচিত; কারণ, ধর্ম্মোন্নতি শরীর ও মনের উত্তমাবস্থার উপর নির্ভর করে। অনেকে এ প্রকার মনে করেন যে, যাহার শরীর হৃষ্টপুষ্ট তাহার বুদ্ধি প্রখর নহে; ইহা কতদুর ভ্রমজনক তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে যত প্রধান প্রধান ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভ্রমণ, নৌকাচালন, ঘোড়দৌড়, লম্ফদান ও সন্তরণ প্রভৃতি কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহাদের হৃষ্টপুষ্ট শরীর, দৃঢ় মাংসপেশী, অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমতা ছিল। এ কথা আমরা অস্বীকার করি না যে, সময় সময় পেস্‌কেল্, সেলি, পোপ, তৃতীয় উইলিয়ম প্রভৃতির ন্যায় দুর্ব্বল ও অসুস্থ লোকদিগের দ্বারাও মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত লোক যদি সবল ও সুস্থ হইতেন, তবে তাঁহারা আরো মহত্তর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন, এই আমাদের বিশ্বাস।

এতদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ শরীরকে চতুর্ব্বর্গ-সাধন মধ্যে প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও বলেন যে, সকল ব্যবসায়েই শারীরিক স্বাস্থ্য, লঘুতা, বল, ও পরিশ্রম প্রভৃতি গুণের আবশ্যক হয়; ঐ সকল অভাবে অন্য বিধ শিক্ষা কেবল নিরাশা ও দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। ফলতঃ যে ব্যবসায়ের দিকেই আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না কেন, তাহাতেই দেখা যায় যে, বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিগণ অত্যুচ্চ খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন; যথা চিত্রকার্য্যে,—রুবেনস্, টিসিএন, মাইকেল্ এঙ্গেলো, টার্নার, সার্ জসুয়া রেনলড্স্ প্রভৃতি। বক্তৃতা শক্তিতে,—কারেন, ওয়েবষ্টার, বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী গ্লেড্ষ্টোন—যিনি এখনও বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া জন্মদিন স্মরণার্থ উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন করেন। রাজনীতি শাস্ত্রে,—বিস্মার্ক, লর্ড লিণ্ডহারষ্ট, পামার-ষ্টন, ব্রাউহেম ইত্যাদি। ধর্ম্মোপদেশে,—কলভিন,জন্ নক্স্, হিউ লেটিমার, আইজাক বেরো, জন্ বুনিয়ান, হোয়াইট ফিল্ড্, ওয়েস্লি, এনড্রু ফুলার, এডাম্ ক্লার্ক ইত্যাদি।

সুপ্রসিদ্ধ কবি মিল্টন বলিয়াছেন,—"ছাত্রদিগকে অসি সঞ্চালন শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহাতে শরীর দীর্ঘ ও লঘু হয়, স্বাস্থ্য ও বল বৃদ্ধি হয় এবং নির্ভিকতা ও তেজস্বিতা জন্মে।" ডেনিয়েল মেল্থস্ তাঁহার পুত্রকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন. "পদার্থবিদ্যা ও শিল্পশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া যেরূপ চিত্তকে শুদ্ধ ও সন্তুষ্ট রাখিবে, সেরূপ হস্ত পদাদি সজোরে সঞ্চালন পূর্ব্বক তেজস্কর ব্যায়াম দ্বারা মনকে আনন্দিত করিবে। তুমি ব্যায়াম কার্য্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ কর, আমার এরূপ ইচ্ছা।

সুস্থ ও সবল ব্যক্তিগণই কঠিন অধ্যয়ন জনিত মানসিক সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হন।”

প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ জেরিমি টেলার বলিয়াছেন, “আলস্য ত্যাগ কর। শরীর কার্য্য শূন্য এবং মন চিন্তা শূন্য থাকিলে অনিষ্টকারী ভোগ-বিলাস-স্পৃহা দ্বারা অন্তঃকরণ আক্রান্ত হয়। অলস সুস্থকায় ব্যক্তিগণ কখনও বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত উপকারী, উহা পাপাসক্তি নিবারণের অমোঘ উপায়।”

প্রসিদ্ধ রস্‌কিন্‌ বলিয়াছেন,—“যদি কোন ব্যক্তিকে নিরাশা বা অদৃষ্ট চিন্তায় আক্রমণ করে, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ তাহার কোদালী লইয়া নিজ বাগানের দিকে বহির্গত হন, এবং এক ঘণ্টা তথায় কার্য্য করেন। তাহা হইলে তিনি নূতন আশা ও উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার তাহার আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। যখন কোন কার্য্য না থাকে তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ বাগানের কার্য্য করা উচিত।” ওয়াটারলু-যুদ্ধজেতা বীরবর ডিউক অব ওয়েলিংটন স্বয়ং বলিয়াছেন, “ইটন কালেজের ক্রীড়াস্থলিতেই আমি ওয়াটারলু-যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলাম।”

ফলতঃ ইংলণ্ডে ক্রীড়া-স্থলিতে যে শারীরিক শিক্ষা লাভ হয়, তাহা দ্বারাই অনেক ব্যক্তি মহাসভা গৃহে, সাংসারিক কার্য্যে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জয় লাভের জন্য কতক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকেন। ইংরেজ জাতির খেলাতে এতদূর আসক্তি যে, তাঁহারা যে ক্রিকেট খেলা, নৌকা দৌড় প্রভৃতি দ্বারা ইংলণ্ডে সহস্র সহস্র লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন, সেই খেলা গুলি তাঁহারা যেখানে যান, সেখানেই তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে।

আমাদের দেশে কয় জন শিক্ষিত লোক আছেন যাঁহারা গ্লেড্‌ষ্টোন সাহেবের ন্যায় বৃক্ষ-চ্ছেদন করিয়া জন্মদিন স্মরণার্থ উৎসব করিতে পারেন? অথবা যাঁহারা ক্রীড়া-স্থলিতে যাইয়া ব্যায়াম করেন বা ব্যায়ামকারীদিগকে উৎসাহিত করেন? কিংবা কোদালী হস্তে করিয়া নিজ বাগানে এক ঘণ্টা কার্য্য করেন? অথবা কোন শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য নিয়মিত রূপে প্রতিদিন নির্ব্বাহ করেন?

কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয়, যে এই দুর্ভাগ্য দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শারীরিক ব্যায়ামকে একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই বোধ করেন না। সাধারণ লোক সকল স্বাস্থ্য-রক্ষার অতি সামান্য নিয়মাদি পর্য্যন্ত জানে না। পিতা মাতা এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র মনোযোগ দেন না। তাঁহারা মনে করেন পুত্র যদি বিদ্বান হইয়া সম্মানজনক সরকারি চাকুরী পাইল তবেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু এদিকে হতভাগ্য পুত্র যে কঠিন মানসিক পরিশ্রম দ্বারা নিজের শরীরকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল সে দিকে দৃষ্টিও নাই। পুত্রোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখ ভোগ করিবেন এরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, এমন সময় ভীষণ মৃত্যু প্রিয়তম পুত্রকে হরণ করে, তখন তাঁহারা সংসার অন্ধকারময় দেখেন এবং জীবনের শেষ ভাগের অবশিষ্ট সময়টুকু অশ্রুপাত করিতে করিতে অতিবাহিত করেন।

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, পিতা মাতাই বরং স্বাস্থ্যরক্ষার

নিয়মাদি জানিতেন না; পুত্র নিজেইত স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, তবে কেন নিজ শরীরের দিকে চাহিলেন না? এখনকার শিক্ষিত বৃন্দের মধ্যে এমন ব্যক্তি নাই যিনি শারীরিক স্বাস্থ্যের উপকারিতা না জানেন। কিন্তু জানিলে কি হইবে? জানা এক কথা, ও তদনুযায়ী কার্য্য করা আর এক কথা। এদেশের শিক্ষিতদিগের নিয়ম এই যে, তাঁহারা জানিয়াও নিজের মস্তকে কুঠারাঘাত করিবেন। কলিকাতা থিয়েটার গৃহে যাও, সার্কাসে যাও, পূর্ব্ববঙ্গরঙ্গ-ভূমিতে যাও, দেখিবে জনতার জন্য প্রবেশ করা যায় না কিন্তু যে রঙ্গ-ভূমিতে গেলে বিলাসিতা চরিতার্থের জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতে হয় না, অথচ শারীরিক উন্নতি সাধন হয়, সেথানে লোক দেখিবে না। শনিবার দিন যাই স্কুল ও কালেজ ছুটী হয়, ছোট ছোট দুই চারিটী ছেলে ব্যতিরেকে আর সকলেই পুস্তক হাতে করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করে। যে কয়টী ছেলে খেলা করিবার জন্য থাকে তাহাদিগকেই বা দেখে কে? তাহারা নিজের সাধ মিটাইয়া কিয়ৎকাল পরে গৃহে চলিয়া যায়।

থিয়েটারের জন্য বৃহৎ বৃহৎ গৃহ আছে। বক্তৃতা ও সভাধিবেশনের জন্য প্রকাণ্ড হল আজ কাল অনেক স্থানেই নির্ম্মিত হইতেছে ও হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় শারীরিক ব্যায়াম করিতে পারেন, দশ বিশটী শিক্ষিত লোক একত্রিত হইয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারজনক নানা খেলাতে নিযুক্ত হইতে পারেন, এরূপ স্থান এখন পর্য্যন্ত একটী মাত্রও নির্ম্মিত

হয় নাই। কোন কোন স্কুল ও কালেজে (তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম) জিম্‌নাসিয়ম ও জিম্‌নাষ্টিক-শিক্ষক আছেন বটে, কিন্তু তথায় অতি অল্প ছাত্রই ব্যায়াম শিক্ষা করে; শিক্ষিত লোকগণ তথায় যাওয়া স্বপ্নেও ভাবেন না।

অধুনা ভারতবাসিগণ ইংজেরদিগের অনুকরণে স্ত্রীলোক দ্বারা নাটকাভিনয়াদি আরম্ভ করিয়াছেন; প্রকাণ্ড হলের মধ্যে বড় বড় বক্তৃতা দিতেছেন; রাজনীতির চর্চ্চা করিতেছেন, কিন্তু সমস্ত উন্নতির মূল যে শরীর, তাহার উন্নতি সাধন জন্য কেহ একটী অঙ্গুলী নাড়িতেছেন না। শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি একান্ত মনে শারীরিক উন্নতির জন্য যত্নশীল হন, তবে তাঁহা-দিগকে অনুকরণ করিতে দেশের সমস্ত লোক যে প্রস্তুত হইবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরেজদিগের কুৎসিৎ আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে ভাল বাসেন, কিন্তু তাঁহাদের উত্তম কার্য্য সমূহের দিকে একবার, নেত্রপাতও করেন না। তাঁহারা সুরা সেবনে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বায়ু সেবন করিতে গেলেই সময় নষ্ট হয়!!

যে পর্য্যন্ত শিক্ষকগণ প্রত্যেক স্কুলে ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া ব্যায়াম শিক্ষা না দিবেন, যত দিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না করিবেন, ততদিন কিছুতেই এই দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয় কেবল পুস্তকে পাঠ করিলে কি হইবে? তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন। অনেক যুবক ইংলণ্ড গমন পূর্ব্বক মানসিক শিক্ষাতে সহস্র সহস্র

ইংরেজকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার বলি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কয়টী লোক আছেন যাঁহারা বর্ত্তমান ইংলণ্ড-সচীব গ্লেড্‌ষ্টোনের ন্যায় বৃক্ষচ্ছেদনে সমর্থ ?

আমেরিকা দেশের বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশারদ এক মহাত্মা বলিয়াছেন,—"পরিণত বয়সে অনেক রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া স্বাস্থ্য ও শরীরের মূল্য সম্বন্ধে আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা যদি যৌবন কালে শিক্ষা করিতাম, তবে আমার শরীর দ্বিগুণ কর্ম্মক্ষম ও মন দ্বিগুণ তেজস্বী হইত। কিন্তু কলেজে অধ্যয়ন সময়ে আমার অধ্যাপকগণ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির গতি এত সতর্কতার সহিত শিক্ষা দিতেন যেন আমি তাহা না জানিলে, তাহাদিগের কর্ম্মচ্যুত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমার আপন শরীরের গঠন কি প্রকার, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কিরূপে সঞ্চালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে, তদ্বিষয়ে একটী কথাও কেহ আমাকে বলেন নাই ; ইহাপেক্ষা অসঙ্গত ও অনিষ্টকর শিক্ষা আর কি হইতে পারে ?"

আমাদের ভারতবর্ষেও শিক্ষার রীতি এইরূপই বটে। এখনও যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাবধান না হইবেন, এখনও যদি স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শরীরের প্রতি যত্ন না করিবেন ও অন্যকে দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় শিক্ষা না দিবেন, তবে এই দেশের আর মঙ্গল নাই নিশ্চয় জানা যাইবে। এখন শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণও এবিষয়ে মনোযোগী হইয়া বঙ্গবিদ্যালয়ে 'স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রভৃতি পুস্তক পাঠ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ে

ঐ প্রকার কোন পুস্তক পাঠ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ না করিলে হয়ত স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না, কিন্তু তাহা নহে। প্রত্যেক শিক্ষক যদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি ছাত্রদিগকে সুন্দররূপ বুঝাইয়া দিয়া, তদনুসারে চিরজীবন কার্য্য করিবার উপদেশ দেন, তাহাতেও অনেক উপকার হইতে পারে; কারণ, বাল্যকালে "শিক্ষকের কথায়" ইষ্টদেব প্রদত্ত মন্ত্রাপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস হয়, এবং তাহার তেজ অনেক দিন পর্য্যন্ত অন্তরে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের এতই দুরবস্থা হইয়াছে যে, কি শিক্ষক, কি পিতা মাতা, কাহারও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে চেতনা নাই। নিজে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন করিবেন না, সে বিষয়ে উৎসাহ দিবেন না, উপদেশ দিবেন না, তবে বালকগণ কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে শিখিবে?

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল অতি সহজ এবং অনায়াসে অভ্যাস করা যাইতে পারে। নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রধান নিয়ম অতি সংক্ষেপে দেওয়া গেল :—

প্রথম নিয়ম—(ক) আহার—

আহারাদি বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন। প্রতিদিন যথা সময়ে, সন্তুষ্ট চিত্তে, পরিমিত আহার করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে যত্ন করা উচিত। যিনি সন্তুষ্ট চিত্তে পরিমিত আহার করেন, তিনি অনেক রোগের হস্ত হইতে মুক্ত

থাকেন। যে সকল দ্রব্য বলকারক ও পুষ্টিকর তাহাই আমাদের খাদ্য জিনিষ হওয়া আবশ্যক। কাহার শরীর কি প্রকার আহারে সুস্থ থাকে তাহা তিনি নিজে যেমন বুঝিতে পারেন, অন্য কেহই সেরূপ পারে না, অতএব এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া অসম্ভব। কদর্য্য, দুর্গন্ধ, অপুষ্টিকর জিনিষ আহার করিলে অজীর্ণ হেতু নানা রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, অবশেষে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া পরিবারবর্গকে চিরদিনের জন্য শোকসাগরে ভাসাইয়া যাইতে হয়।

(খ) পানীয়—

কদর্য্য বস্তু আহারে যেমন নানা অসুখ হয়, তদ্রূপ পানীয় জল অপরিষ্কার বা কদর্য্য হইলেও তাহাতে নানা রোগ জন্মে। আমাদের দেশে যে ওলাউঠা প্রভৃতি মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, অনেক স্থলে জলের দোষই তাহার মূল কারণ। কত কত পল্লীগ্রাম, এমন কি অনেক নগরও এই প্রকার আছে যে, তথায় কার্ত্তিক মাসের পর হইতে আর ভাল জল পাওয়া যায় না। কাজেই যে দূষিত ও অপরিষ্কার জল থাকে, তাহা পান করিয়া নানা রোগ জন্মে। আমাদের দেশে অনেক জমীদার আছেন যাঁহারা যাত্রাগানে, নাচে, সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু প্রজাদিগের পরিষ্কৃত জল পান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে হয়ত অনেকেই তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা নিজে চাঁদা করিয়া একটী পুষ্করিণী খনিত করিয়া লও।"

সর্ব্বদা নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত জলপান করা উচিত। আজকাল অনেকেই চারিটী কলসী দ্বারা ফিল্‌টার তৈয়ার

করিয়া থাকেন এবং ঐরূপ ফিল্‌টারই সাধারণের পক্ষে উত্তম জিনিষ। ফিল্‌টারে দেওয়ার সময় জলটা উত্তপ্ত করিয়া লইলে আর কোন ভয়ই থাকে না; তাহাতে জলের সকল প্রকার অপকারিতা বিনষ্ট হয় এবং জলও উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হয়। এই প্রকার জলপান করিলে অবিশুদ্ধ জলপান করিবার দরুণ কোন পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যে সকল স্থানে উত্তম ও নির্ম্মল জল পাওয়া যায় না, সেখানে ফিল্‌টারের জল ব্যতিরেকে অন্য কোন জলপান করা কখনও উচিত নহে। যেথানে ভাল জল পাওয়া যায়, সেখানেও ফিল্‌টার দ্বারা তাহা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত, কারণ, তাহাতে জল পরিষ্কৃত ও দোষ শূন্য হয়।

করুণাময় ঈশ্বরের-প্রদত্ত নির্ম্মলবারি ব্যতীত অন্য কোন উগ্রবস্তু পান করা কদাচ উচিত নহে। কিন্তু অধুনা কোন কোন সভ্য দেশের লোকগণ জলপানে পরিতৃপ্ত না হইয়া সুরাপান করেন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার কুৎসিত ব্যবহার ও পাপাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই ভারতেও ইংরেজী সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ জাতির গুণের বিস্তার হউক কি না হউক, সুরাপানের বিস্তার সুন্দর রূপেই হইতেছে। এই পিশাচ এমন ভয়ানক ও কদর্য্য যে, যে ব্যক্তি ইহাকে একবার আশ্রয় করে সে ক্রীতদাস অপেক্ষাও ইহার অধিক বশীভূত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহার নানা বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, অকাল মৃত্যুই তাহার সর্ব্বপ্রধান। কত শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার দাস হইয়া নানা প্রকার ঘৃণিত দুষ্কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন; এমন কি, যাহাদের দ্বারা

দেশের মুখোজ্জ্বল হইবে তাহারাই সুরাপানে আসক্ত হইয়া পশু-বৎ আচরণ করিতেছেন। যে দেশের শিক্ষিত লোকগণই এরূপ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত, সে দেশের মঙ্গল কোথায়?

দ্বিতীয় নিয়ম—(ক) স্নান—

স্নানের সময় প্রতিদিন গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত, নতুবা শরীরের লোমকূপ সকল বন্ধ হইয়া গেলে নানা রোগ জন্মিতে পারে। সাধারণতঃ শীতল জলে স্নান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু শরীর যখন সামান্যরূপ অসুস্থ বা দুর্ব্বল হয় তখন উষ্ণ জল শীতল করিয়া স্নান করা বিধেয়। স্নান দ্বারা লোকের অনেক উপকার হয়। ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক শীতল হয়, শরীর পরিষ্কার থাকে, মন বিশুদ্ধ ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ হয়।

(খ) পোষাক—

পোষাক সর্ব্বদা পরিষ্কার হওয়া উচিত। মলিন বসন পরিধান করিলে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ হয় এবং মন নিস্তেজ ও সারবিহীন বোধ হয়। পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিলে কেবল যে স্বাস্থ্য উত্তম থাকে এমন নহে, চিত্তেরও প্রসন্নতা এবং তেজ-স্বিতা বৃদ্ধি হয়।

(গ) শয্যা—

শয্যা নিতান্ত কোমল হওয়া কখনই বিধেয় নহে। কোমল শয্যাতে শয়ন করিলে নানা প্রকার পীড়া জন্মে। শয্যা পরিষ্কার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অপরিষ্কার শয্যায় শয়ন করিলে মনের স্ফূর্ত্তি হয় না এবং চর্ম্মরোগ নিশ্চয়ই জন্মে।

শয্যায় যাইয়া প্রথমতঃ দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিবে এবং তৎপরে এক মনে হৃষ্টচিত্তে কোন ধর্ম্মবিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাতে নিমগ্ন হইবে।

তৃতীয় নিয়ম—বায়ু সেবন—

জ্ঞানিগণ বায়ুকে জগৎ প্রাণ বলিয়াছেন। ফলেও ইহা জগতের প্রাণস্বরূপ। পৃথিবীর কোন প্রাণী ইহা ব্যতিরেকে ক্ষণকালও বাঁচিতে পারে না। আহার না পাইলে আমরা কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারি, জলপান না করিয়াও কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, কিন্তু বায়ু ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না।

বাসগৃহটী যত প্রশস্ত হয় ততই ভাল, কারণ, রুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাসগৃহের চতুর্দ্দিক পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত বিধেয়।

প্রতিদিন প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা নিতান্ত উচিত। তাহাতে কেবল যে শারীরিক পরিশ্রম করা হয় এরূপ নহে, মনও সতেজ এবং প্রফুল্ল হয় এবং মস্তিষ্ক শীতল থাকে।

চতুর্থ নিয়ম—ব্যায়াম—

প্রতিদিন যাহাতে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন হয়, এরূপ কোন না কোন পরিশ্রমজনক কার্য্য করা উচিত; নতুবা উত্তম ক্ষুধা, সুনিদ্রা, অথবা চিত্তের প্রসন্নতা হয় না, এবং নানা রোগ আসিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করে। ব্যায়াম বিনা শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয় না, মাংসপেশী

সকল দৃঢ় ও সবল হয় না, কাজেই শরীরও শ্রমসহিষ্ণু হইতে পারে না। অশ্বারোহণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যায়াম। তৎপরে ভ্রমণই সর্ব্বপ্রধান এবং ইহা ধনী দরিদ্র সকলের পক্ষেই সহজ ও সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত। যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই দুই বেলা ভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারেন। সন্তরণ, মুদ্গার সঞ্চালন প্রভৃতি ইহার পরের শ্রেণীভুক্ত।

যদি কোন প্রকার ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হয়, তবে এমন ক্রীড়াতে নিযুক্ত হওয়া উচিত যাহাতে শরীরের চালনা হয়। তাস, পাশা প্রভৃতি ক্রীড়াতে বৃথা সময় নষ্ট করা কখনই উচিত নহে।

পঞ্চম নিয়ম—নিদ্রা—

জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন যে ৭ ঘণ্টা নিদ্রা দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য অতি সুন্দররূপে রক্ষিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন ৬ ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট। দিবা নিদ্রা সকল দেশের জ্ঞানিগণ এক বাক্যে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। দিবা নিদ্রাতে শরীর অসুস্থ, মন নিস্তেজ এবং আয়ুক্ষয় হয়; অতএব দিবা নিদ্রা সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় পরিত্যজ্য। অধিক রাত্রি জাগরণ না করিয়া নিয়মিত সময়ে শয্যায় গমন পূর্ব্বক অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবে এবং এই নিয়ম যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে।

যে কয়টী নিয়মের উল্লেখ করা গেল ইহার প্রত্যেকটী প্রতিপালন করিবার সময়ে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার কোন বিষয়ে অত্যধিক বা অত্যল্প হইলেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ

হইবে। যাহার যে পরিমাণ আহার করা উচিত তাহার অধিক বা কম হইলেই অসুস্থতা আসিবে। নিদ্রা, পান, ব্যায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। আহার, বিহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি আপাততঃ অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে ব্যতিক্রম করিলে বিষম অনর্থ ঘটে; কারণ, তাহাতে শরীর দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত এবং মন নিস্তেজ ও অসার হইয়া পড়ে। ফলতঃ কোন বিষয়ে অত্যাচার না করিয়া উচিত মত পান ভোজনাদি দ্বারা যিনি শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিতে সমর্থ হন, তিনি রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং বৃদ্ধ বয়সে বিনা কষ্টে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

২ মানসিক।

মানব, আত্মা ও শরীর যোগে নির্ম্মিত। কেবল শরীরকে মনুষ্য বলা যায় না এবং কেবল আত্মাও মানব নামে অভিহিত হয় না। সুতরাং মনুষ্যের উন্নতি করিতে হইলে, এই উভয়ের উন্নতির প্রয়োজন নতুবা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যদিও শারীরিক স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ও আদরনীয় পদার্থ বটে, তথাচ তাহারা যদি মানসিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না হয় তবে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতে পারে না। মনকে শরীরের প্রভু ও চালক বলা যাইতে পারে। রুসো বলিয়াছেন, "শরীর আত্মার দাস স্বরূপ।" শরীর সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে বলিয়াছি, এখন আত্মার উন্নতি সম্বন্ধে

বিবেচনা করা যাউক। আত্মার উন্নতি দুই উপায়ে সাধন হয়, যথা মানসিক ও আধ্যাত্মিক। আমরা প্রথমে মানসিক উন্নতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করি।—

জগৎপাতা জগদীশ্বর মনুষ্যের মনকে কি অপূর্ব্ব কৌশল সহকারে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন "পৃথিবীতে মনুষ্যাপেক্ষা কিছু মহত্তর নাই এবং মনুষ্যেতে মন অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠতর নাই।" এই মনকে সেই সর্ব্বস্রষ্টা শিক্ষার্থ এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এখানে ইহার প্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং শিক্ষা দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাদের উন্নতি হইতে থাকে। মেধা, স্মৃতি, তর্কশক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতির উন্নতি, বিনা শিক্ষায় সাধিত হইতে পারে না। শিক্ষকের উপদেশ, মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন, বাহ্য-জগতের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ এবং আভ্যন্তরিক অন্যান্য বৃত্তি সকলকে চালন করাই মানসিক উন্নতির উপায়। প্রথমেই লোক পাঠ করিতে পারে না। প্রথমতঃ উপদেশের প্রয়োজন উপদেশ পাইয়া কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান হইলে তখন অধ্যয়নের শক্তি ক্রমে উৎপন্ন হয়। অতএব মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে উপদেশই সকলের পূর্ব্বে প্রয়োজন। এই উপদেশ দুই প্রকার; যথা, গৃহ প্রাপ্ত উপদেশ এবং বিদ্যালয় প্রাপ্ত উপদেশ।

আমাদের দেশে বাটীতে উপদেশ পাইবার সুবিধা নাই, কারণ, পিতা মাতা সুশিক্ষিত নহেন। যদিও পিতা সুশিক্ষিত হন, তবে তাঁহাকে প্রভু-সেবাতেই প্রায় সমস্ত দিন কাটাইতে

হয়, সুতরাং তিনি নিজ কার্য্যের সঙ্গে সন্তানদিগের শিক্ষার ভার লইতে পারেন না। তাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যেরূপ বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষা-পদ্ধতি, ইহা দ্বারা সন্তানগণের সুন্দররূপে শিক্ষা লাভ হয় না।

শিক্ষাদান ও গ্রহণ উভয়ই অতি দুরূহ ও মহৎ কার্য্য। শিক্ষা দ্বারা মানবের স্বনাম গৌরব রক্ষা হয়। শিক্ষা দ্বারা মানব দেবতা তুল্য হয়। প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এ জগতে ঈশ্বর এতই জ্ঞাতব্য বিষয় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহার একটী বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ না করিতেই মানব-জীবন শেষ হইয়া যায়। অথচ কেবল একটী বিষয় নিয়া থাকিলে মনের সমস্ত প্রবৃত্তির একত্রে উন্মেষ হয় না। বহুকাল অধ্যয়ন, পরিদর্শন, এবং বস্তু-তত্ত্বাদি নির্ণয়ের দ্বারা মানব-বুদ্ধি ক্রমে সুতীক্ষ্ণ ও পরিমার্জ্জিত হয়। বিদ্যালয়ে লোকের যথার্থ শিক্ষা হইতে পারে না। শিক্ষা কিরূপে করিতে হয় তাহার পথ মাত্র প্রদর্শন করিয়া দেওয়া হয়। সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যত্ন ও পরিশ্রম করিলে যথার্থ শিক্ষা হইতে পারে। অতএব শিক্ষকের প্রধান কার্য্য ছাত্রদিগের শিক্ষার ইচ্ছা ও শক্তির উৎপাদন।

শিক্ষক-প্রধান ডাক্তর আর্ণল্ড ছাত্রদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতেন না, কিন্তু কিরূপে শিক্ষা করিতে হয় তাহার পথ দেখাইয়া নিজে পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার ছাত্রগণ দিবা-নিশি পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শিক্ষা করিত, তিনি কেবল

তাহাদিগের শিক্ষার প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিয়া দিতেন। তিনি সতত তাহাদের নিকট অলসতার দোষ ও পরিশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেন এবং যাহাতে তাহাদিগের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আমাদের দেশের সমস্ত শিক্ষকগণ যদি আপন আপন ছাত্রের জন্য এই প্রকার যত্ন করেন, যদি তাহাদিগকে শিক্ষার পথ দেখাইয়া দিয়া সতত তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ছাত্রগণ বিদ্যালয় হইতে অনেক জানিয়া শুনিয়া বাহির হইতে পারে।

শিক্ষকের কার্য্য অত্যন্ত কঠিন ও দায়িত্ব পূর্ণ। কেবল বিদ্বান হইলেই সে উত্তম শিক্ষক হয় না। কেহ কেহ সাগর সমান বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াও, তাহা কি প্রকারে অন্যকে দান করিতে হয় তাহা জানেন না। একার্য্যের দায়িত্বও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, কারণ, একজন বিচারক নিজ কর্ত্তব্যাবহেলা পূর্ব্বক অবিচার করিয়া ব্যক্তি বিশেষের মাত্র অনিষ্ট করেন; কিন্তু যদি শিক্ষক হইয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করেন, তিনি তাহার আপন কর-ন্যস্ত ছাত্রগুলির অনিষ্ট করেন, যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে এক এক বংশের নেতা স্বরূপ হইবে; অতএব তিনি ঐরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া ভবিষ্যদ্বংশাবলীর অত্যন্ত অনিষ্ট করেন। দণ্ডবিধি আইন শারীরিক অনিষ্টকারীর প্রতি দণ্ড বিধান করিয়াছে বটে, কিন্তু মানসিক অনিষ্টকারীর প্রতি লক্ষ্যও করে নাই। ফলতঃ আত্মশ্লাঘাকারী হাতুড়ে বৈদ্য যেমন রোগীকে ঔষধ বলিয়া বিষপান করায়, তদ্রূপ অলস ও মন্দ শিক্ষক তাহার ছাত্রদিগকে শিক্ষার নাম দিয়া

অসদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে, এবং তাহাদিগের অধঃপতনের পথ মুক্ত করিয়া দেয়।

এ দুর্ভাগ্য দেশে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ই সমান। অনেক শিক্ষক ছাত্রকে পুস্তকের অর্থ বুঝাইয়া দিলেই কর্ত্তব্য সাধিত হইল মনে করেন; অপরদিকে, অনেক ছাত্র এরূপ বিবেচনা করেন যে শিক্ষকের সমস্ত বিষয় বলিয়া দেওয়া উচিত, যেন তাহাদিগকে নিজে অধিক পরিশ্রম করিতে না হয়। এ বিষয়ে ডাক্তার আর্ণল্ড বলিয়াছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল অনেক বিষয় আছে এবং তাহাতে অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নের প্রয়োজন, তদনুরূপ শিক্ষালাভে যাহার ইচ্ছা নাই,—যে ব্যক্তি পরিশ্রম না করিয়া কেবল বিলাস-সুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করে,—তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অপেক্ষা বরং এণ্ডা-মান দ্বীপে প্রেরণ করাই উচিত; কারণ সেখানে সে আপন যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে বাধ্য হয়।" ফলতঃ পরিশ্রম ও যত্ন ব্যতিরেকে যথার্থ মানসিক উন্নতি কখনই সম্ভবপর হয় না।

অন্যের লিখিত বিষয় সকল বিবেচনা না করিয়া গ্রহণ করা কখনই উচিত নহে। উহা ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত কি না, বিবে-কের অনুমোদিত কি না, প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে উহার ঐক্য আছে কি না, এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধানপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে যথার্থ ফল লাভ হয়। নতুবা অন্যের লিখিত বিষয় সকল বেদবাক্যের ন্যায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে নিজের বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা হয় না, কাজেই উন্নতিও সাধিত হইতে পারে না।

সকল প্রকার উন্নতির মূল আন্তরিক প্রবৃত্তি। তাহা যদি সতেজ না থাকে, তবে কি পাঠশালা, কি স্কুল, কি বিশ্ববিদ্যালয়, কোন স্থানেই কিছু শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহার আন্তরিক ইচ্ছা বলবতী, সে সকল অবস্থাতেই মনের উন্নতি করিতে পারে। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, সুবোধ, নির্ব্বোধ, সকল ব্যক্তিকেই এই এক পথে গমন করিয়া মনের উন্নতি সাধন করিতে হয়। ইহা ব্যতিরেকে মনের উৎকর্ষ সাধন জন্য আর কোন রাজকীয় পথ নাই।

যত বৃহৎ ও বিস্ময়জনক কার্য্য এ সংসারে সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসমস্তই মানসিক শিক্ষার উৎকর্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কেবল শারীরিক বলের দ্বারা সেই সমস্ত কার্য্য কদাচ সম্পন্ন হইতে পারিত না। এই মানসিক শিক্ষার বলে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপরে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হয়; বিদ্বান ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি এই ক্ষমতা দ্বারাই মূর্খ ও সাধারণ ব্যক্তিদিগকে নিজ ক্ষমতাধীন করেন, হিতোপদেশ দেন এবং সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। বিদ্বান ব্যক্তি উচ্চ বংশীয় অথবা ধনবান ব্যক্তি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহার মর্য্যাদা বা বিদ্যাধন হইতে তাঁহাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না। একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন,—"বিদ্যা যৌবনের অলঙ্কার, বৃদ্ধকালের সন্তোষ এবং দরিদ্রতার সান্ত্বনা। বিদ্যা সন্তোষের প্রস্রবণ স্বরূপ, যাহার স্রোতকে সময় কিম্বা অবস্থা প্রতিরোধ করিতে পারে না। বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যা দ্বারা যে ধনোপার্জ্জন ও সম্মান লাভ করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।"

৩ আধ্যাত্মিক।

নিজ চরিত্র গঠনের জন্য সদুপদেশ সকল কার্য্যে পরিণত করিবার নামই নীতিশিক্ষা। নীতিশিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মের ভিত্তি-ভূমি। মানবগণ উত্তমরূপে নীতিশিক্ষা না করিলে কেবল যে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হয় এমন নহে, সমাজ বন্ধনও অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অনৈক্য, হিংসা দ্বেষ, কপটতা, নৃশংসতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অনিষ্টকর কার্য্য সকল যতই বৃদ্ধি হয়, ততই লোক সমাজ শোক, দুঃখ, পরিতাপ প্রভৃতিতে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। এক প্রকার প্রবৃত্তির অধীন হইয়া সে কেবল নিজের ও পরিবারবর্গের উপকার সাধনে যত্নশীল হয়। অন্য প্রকার প্রবৃত্তি তাহাকে স্বদেশের ও জগতের সমস্ত লোকের হিতসাধনে উত্তেজিত করে। অর্জ্জনস্পৃহা, ভোগবাসনা, সুখলিপ্সা প্রভৃতি পূর্ব্ব শ্রেণীর প্রবৃত্তি এবং ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথমোক্ত প্রবৃত্তিগুলি দ্বারা লোক নিজের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং ধন, মান, যশ উপার্জ্জন করিয়া সংসারে প্রতিপত্তি লাভের জন্য যত্ন করে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রবৃত্তিগুলির কার্য্য বড় উদার ও কল্যাণকর। তাহারা মনুষ্যকে ন্যায়বান, সত্যপরায়ণ ও দেশহিতৈষী করে; তখন তিনি সত্যের জন্য ধন, মান, যশঃ, এমন কি, অতি প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও সঙ্কুচিত হন না। এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তির উন্নতি সাধনই মনুষ্যের

প্রয়োজনীয়। ইহারা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে নিহিত আছে। যিনি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ও সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাহাদিগের উন্নতি সাধনে যত্নশীল হন এবং তাহাদিগকে ন্যায়ের সীমা মধ্যে বদ্ধ রাখিতে পারেন, তিনি ইহলোকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হন।

নীতিশিক্ষা যেমন সমাজ-স্থিতির মূল, তেমন ইহা ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। নীতি না থাকিলে ধর্ম্মরূপ প্রাসাদ অচিরে ভূতলশায়ী হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি, তাঁহার নিকট প্রার্থনা, পরলোকে ভয়, স্বজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি ধর্ম্মশিক্ষার কার্য্য। বেকন্ বলিয়াছেন, "বিষম অনর্থকর নাস্তিকতা অপেক্ষা বরং অপকৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাও একান্ত প্রার্থনীয়।" নাস্তিক সতত সন্দিগ্ধ চিত্ত ও নিরবলম্ব। তাহার মস্তিষ্কে সন্দেহ সতত কার্য্য করে। সে সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করে না, সুতরাং কাহারও উপরে নির্ভর করিতে সাহসী হয় না। সন্দেহাত্মা স্বামী, সন্দেহাত্মা বন্ধু, সন্দেহাত্মা রাজা, সন্দেহাত্মা প্রজা, সন্দেহাত্মা পিতা, সন্দেহাত্মা পুত্র, সংসারে কি বিষম অনর্থ উৎপাদন করে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ধার্ম্মিক বা ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস রাখিয়া যে প্রকার সাহসের সহিত কার্য্য করেন সেই সাহস, সেই জলন্ত সাহস—নাস্তিক কোথায় পাইবে? সে কাহার উপরে নির্ভর করিয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক বলিবে, "আমি এই সৎকার্য্য করিবই করিব?" বস্তুতঃ নাস্তিক সতত ভ্রম সঙ্কুল পথে গমন করে সুতরাং দুঃখ, কষ্ট ও পরিতাপে তাহার হৃদয় সর্ব্বদা মলিন ও বিষণ্ন ভাবে পরিপূর্ণ থাকে।

অধুনা আমাদের দেশে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি পাঠ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সঞ্চিত কুসংস্কার প্রভৃতির প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা জন্মে; যথা, তাহারা বাল্যকালে চন্দ্রকে দেবতা বলিয়া প্রণাম করিতে শিক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া জানিল যে, উহা পৃথিবীর ন্যায় পর্ব্বত বিশিষ্ট একটী জড় পদার্থ। তখন তাহারা উহাকে দেবতা বলিয়া প্রণাম করা বিড়ম্বনা মনে করিল। এইরূপে পূর্ব্বের কুসংস্কার প্রভৃতির প্রতি তাহাদিগের ঘৃণা জন্মে, অথচ তৎপরিবর্ত্তে তাহারা কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হয় না; এজন্যই এখন শিক্ষিতদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকে ধর্ম্ম বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

বিদ্যালয়ে এরূপ ধর্ম্ম-বর্জ্জিত শিক্ষা হওয়াতে দেশের যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ধর্ম্ম যেখানে ভিত্তি স্বরূপ নাই, সেখানে কোন কার্য্যই প্রকৃতরূপে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদিও মতভেদ অনেক আছে বটে কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার প্রতি ভক্তি করা উচিত, তিনি এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা সকলে তাঁহার পুত্র ইত্যাদি সাধারণ তত্ত্ব সকল, প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মই স্বীকার করে, সুতরাং এই সকল বিষয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিলে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অসন্তোষের কারণ হয় না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নীতিপূর্ণ উপদেশ সকল প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রগণ যখন ধর্ম্ম-ভাবে, উৎসাহে, ন্যায়পরতায়, স্বদেশানুরাগে অলঙ্কৃত হইবে

তখন জানা যাইবে যে, যথার্থই ভারতের উন্নতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

মনুষ্য এইরূপে ত্রিবিধ শিক্ষালাভ করিয়া জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। যদি ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি কোন দিকে অধিক দোলায়মান হন, তবে সেই দিকের যোদ্ধৃগণ তাহাকে তাঁহাদের ক্রীতদাস করিবে ও অন্ধ করিয়া রাখিবে তখন তিনি অন্যদিকে আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। যদি কেবল শারীরিক উন্নতির দিকে থাকেন, তবে তিনি বর্ব্বর ও অবিবেচক হইবেন। যদি কেবল মানসিক শিক্ষার দিকে থাকেন, তবে তিনি সাংসারাভিজ্ঞ ও পণ্ডিত-মূর্খ হইয়া উঠিবেন। যদি কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে থাকেন, তবে ঐকান্তিক ধর্ম্মোৎসাহ বশতঃ তিনি উন্মাদের ন্যায় হইবেন। অতএব তিন দিকে সমানভাবে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে বীরপুরুষের ন্যায় অগ্রসর হইতে হইবে। একটী বিষয় যেন তাহার অন্তরে সতত জাগরূক থাকে, তাহা এই যে, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। যেন কেবল একটী গবর্ণমেণ্টের চাকুরী না হয়, কেন না, দাসত্ব স্বীকার করিলে স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা, নির্ভীকতা, সন্তোষ প্রভৃতি সদ্‌গুণ লোপ পাইয়া চাটুকারিতা, দীনতা, ও অপমান অঙ্গ-ভূষণ হইয়া পড়ে এবং মন নিতান্ত নিস্তেজ ও দুরবস্থাপন্ন হয়।

অর্থোপার্জ্জনের অনেক উপায় আছে, তন্মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায়,—কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি—জীবিকা নির্ব্বাহের প্রশস্ত পথ অবলম্বন করিতে পারিলে নিজের গৌরব রক্ষা হয়, এবং পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলেও

ঐ সকল কার্য্যে আত্মোন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও উন্নতি হয়। পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতীকেই এ পর্য্যন্ত পরসেবা বা দাসত্বের দ্বারা উন্নতি হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে যে পরিমাণ কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উন্নতি হয়, সে দেশ সেই পরিমাণে সমুন্নত হয়। পরসেবা নানা অনর্থের মূল। তাহাতে নিজের, স্বজাতির বা স্বদেশের উপকার না হইয়া বরং অধঃপতনই হয়। যে দেশে শিক্ষিত ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ নিজে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইয়াছেন সে দেশই ঐ সমস্ত বিষয়ে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

এই দুর্ভাগ্য ভারতের শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি একবার কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহাদিগকে অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন, তবে অত্যল্পকাল মধ্যেই ভারতের দুঃখ বিদূরীত হইয়া, ইহা অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত হইতে পারে, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইতিহাস ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইংরেজ জাতি ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। অতএব হে ভারতবর্ষীয় যোদ্ধা, তুমি জীবন-যুদ্ধে কাপুরুষের ন্যায় ভীত হইও না। "মানুষে যাহা করিয়াছে মানুষেই তাহা করিতে পারে," এই মহাবাক্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হও। অন্তরের সাহস এবং মস্তোকপরি ঈশ্বরই তোমার সাহস।

আত্মাবলম্বন।

"The wise and active conquer difficulties,
By daring to attempt them: sloth and folly
Shiver and shrink at sight of toil and danger,
And make the impossibility they fear."

Rowe.

"Who breaks his birth's invidious bar,
And grasps the skirts of happy chance,
And breasts the blows of circumstance;
And grapples with his evil star."

Tennyson.

করুণাময় পরমেশ্বর যেমন সকল মনুষ্যের অন্তরেই উন্নত হইবার বাসনা নিহিত করিয়াছেন, তেমন তাহাদিগকে তদুপযোগী শক্তিও প্রদান করিয়াছেন। উন্নত হইবার যত উপায় আছে তাহা সমস্তই মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। যিনি নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া একান্তমনে সে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে যত্ন করেন, তিনিই কৃতকার্য্যতালাভে সমর্থ হন।

সুবিখ্যাত মহাত্মগণ যে উপায় অবলম্বন করিয়া উন্নতির মহোচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, আত্মাবলম্বনই তাঁহাদিগকে ঐরূপ সমুন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহারা যে পথে গমন করিয়াছেন

সেই পথ অবলম্বন করিতে পারিলে উন্নতিলাভের নিশ্চয় সম্ভাবনা রহিয়াছে। এপর্য্যন্ত যত ব্যক্তি তাঁহাদিগের পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসেন নাই, প্রত্যুত, আশাতীত ফল লাভ করিয়া অবিনশ্বর যশোরাশি সঞ্চয় পূর্ব্বক মানব জীবনের সফলতা সম্পাদন করিয়াছেন।

আত্মাবলম্বন উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। বিখ্যাত নামা প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্যের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন; আমিও মনুষ্য, আমারও তাঁহাদের ন্যায় মহৎকার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে; এইরূপ বিশ্বাস ও গৌরব নিজের প্রতি না থাকিলে, কদাচ কাহারও সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না বরং মন নিতান্ত সার বিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে এবং উন্নতির দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ হয়।

আত্মাবলম্বন উন্নতির দ্বার খুলিবার মায়ামন্ত্র। যিনি আত্মাবলম্বী হইলেন অমনি "শিশেম দ্বার খোল" এই মায়ামন্ত্র তাহার আয়ত্ত হইল। ইংরেজদিগের মধ্যে একটী নীতি কথা আছে, তাহা এই যে, "যে ব্যক্তি আপনি আপনার সহায় হয়, জগদীশ্বর তাহার সহায়তা করেন।" ফলতঃ মানব যদি নিজের প্রতি হতাদর হন তবে তিনি কথনই উন্নতি করিতে পারেন না। ইংরেজ জাতি আত্মাবলম্বনের দৃষ্টান্ত স্থল। অপ্রতিহত ও দুঃসহ আত্মাবলম্বনই ঐ জাতির এরূপ স্পৃহনীয় অভ্যুদয়ের কারণ। তাঁহাদের পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম সকল এবং তাঁহাদের, রাজ্যতন্ত্র, আত্মাব-

লম্বনের পরিচয় প্রদান করে; তাহাদের ইতিহাস পাঠ করিলে বিস্ময় ও আনন্দে পুলকিত হইতে হয় এবং নিশ্চয় রূপে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, এরূপ অবস্থা নাই, এরূপ কার্য্য নাই, এরূপ সময় নাই, যাহাতে লোক স্থির প্রতিজ্ঞা করিলে সিদ্ধকাম হইতে না পারে।

বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্মদর্শিতা বিষয়ে ইংরেজ জাতি কোনক্রমেই ভারতবাসীদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া যাইতে পারেন না। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও নানা বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। শিক্ষা সমিতির পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ ডাক্তার মাউয়াট্ সাহেব বলিয়াছেন, "ইংরেজ মুসলমান ও বাঙ্গালী এক স্থানে এক রকমের শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষা দিলে সিংহের অংশটী প্রায় সর্ব্বদাই বাঙ্গালীর হস্তগত হয়।" মৃত মহাত্মা বেথুন সাহেব বিদ্যালয়ের ছাত্র সমূহের পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন, "ইহাদিগকে পঠদ্দশায় যেরূপ পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী দেখিতেছি, চিরকাল এরূপ থাকিলে, ইহারা যে সর্ব্ব দেশীয় লোকাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই।" রেভরেণ্ড ডাক্তার ডফ্ সাহেব বেথুন্স সভায় এ দেশীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে যদি তোমরা আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশ্রম কর ও অধ্যবসায়ী হও, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর উপর অনেক বিষয়ে আধিপত্য করিতে পার।" এখনও অনেকানেক মহাত্মা বক্তৃতা করিবার সময়ে, ঠিক ঐরূপ ভাব সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন

এবং আমাদিগকে আত্মাবলম্বী, পরিশ্রমী, ও অধ্যবসায়ী হইতে উপদেশ দেন।

কিন্তু উপদেশে ভারত সন্তানগণের কি হইবে? তাহাদিগের এক কর্ণ দিয়া উপদেশ প্রবেশ করে, অন্য কর্ণ দিয়া তাহা বহির্গত হইয়া যায়। যতদিন তাহারা বিদ্যালয়ে থাকে, ততদিন বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগের কেমন উৎসাহ, কেমন সাহস, কেমন অধ্যবসায় থাকে! দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখন বোধ হয় যে, ইহারা সংসারে প্রবেশ করিলে দিগ্বিজয়ী পুরুষ হইবেন; যথার্থই ইহারা "সমস্ত পৃথিবীর উপর অনেক বিষয়ে আধিপত্য করিতে পারিবেন।" কিন্তু ভারতের কি দুর্ভাগ্য! যাই এই সমস্ত বীরপুরুষ সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহের কোন পথ অবলম্বন করিতে পারিলেন, অমনি নিজের সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিলেন; কিছুমাত্র কষ্ট বোধ না করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মত বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমাদিগের দ্বারা দেশের কিছুই হইল না। আমরা কোন প্রধান কার্য্য করিয়া দেশের কোন উপকার করিতে পারিলাম না। আমাদের জন্ম বৃথা। আমরা মাতার কুসন্তান।" এইরূপে নিজ সম্বন্ধে বক্তৃতা শেষ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বলিলেন, "তোমরাই ভবিষ্যতের আশাস্থল, তোমাদিগের দ্বারা দেশের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান ও প্রকৃত মঙ্গল সাধন হইবে।" ছাত্রগণ মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল, আমরাও বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া এরূপ বক্তৃতা করিব ও উন্নতি করিবার জন্য অন্য সকলকে উপদেশ দিব।

ভারতবাসি, তোমায় শতবার ধিক্! তোমার মানব জন্মে ধিক্! তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিক্ষাকে ধিক্! তোমার দুর্ব্বলতায় ভারতমাতার মুখচন্দ্রমা যেরূপ কলঙ্কিত হইয়াছে, সে কলঙ্ক ধৌত করিয়া মাতার মুখ পুনরুজ্জ্বল করিতে, কতশত বৎসর ব্যাপিয়া কত লোকের অশ্রুজল প্রয়োজন হইবে তাহা কে নির্ণয় করিবে?

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, ভারতবর্ষে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে এবং তজ্জন্যই অধিবাসিগণ এখানে সম্যক আত্মাবলম্বী হইতে পারে না, যথা,—

প্রথমতঃ, ভারতবাসীর, শরীর দুর্ব্বল, সুতরাং শ্রমকাতর। অল্প পরিশ্রম করিলেই ইহাদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, কাজেই ইহাদের দ্বারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সম্ভবপর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে সমাজ বন্ধনই এরূপ যে, তাহাতে আহার, বিহার, জীবিকা নির্ব্বাহ প্রভৃতি কোন বিষয়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার উপায় নাই।

তৃতীয়তঃ, বাল্যবিবাহ। লোক সকল অতি অল্প বয়সেই বিবাহ করেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতির মমতায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় হন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সকলের দিকেই তাহাদিগকে চাহিতে হয়, কাজেই তাহারা বৃহৎ পরিবার লইয়া কষ্টে দিনাতিপাত করেন।

চতুর্থতঃ, শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাকুরীর জন্য অত্যন্ত লালায়িত। তাহারা শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যকে অপমান জনক এবং নীচ ব্যক্তিদের উপযোগী বলিয়া মনে করেন।

একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে, এই সকল প্রতিবন্ধকতার কোনটীই এত ভয়ানক নহে যে তাহা অতিক্রম করিয়া আত্মাবলম্বী হওয়া যায় না। আমরা একটী একটী করিয়া প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, যদিও শরীর দুর্ব্বল বটে কিন্তু এত দুর্ব্বল নহে যে কার্য্য করিতে অক্ষম। অভ্যাস করিলে এই শরীরই বিলক্ষণ ক্লেশসহ হইতে পারে। অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নাই। শরীরকে কার্য্যক্ষম করিতে ও সর্ব্বদা পরিশ্রমে নিযুক্ত রাখিতে কেবল অভ্যাসের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক বন্ধন দ্বারা আত্মাবলম্বনের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। যদিও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে বটে, কিন্তু তাহারা এমন নহে যে ইচ্ছা করিলে দূর করা যায় না। সমাজকে নিতান্ত উত্তেজিত বা আন্দোলিত না করিয়া যে ব্যক্তি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন, সমাজ তাহাকে বাধা দেয় না।

তৃতীয়তঃ, বাল্যবিবাহ লোককে পিঞ্জরের পাখী করে বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মাবলম্বনের দ্বার একেবারে বন্ধ হয় না। দরিদ্রতা লোককে আত্মাবলম্বী, সাহসী ও পরিশ্রমী হইতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু ইহা দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, বাল্যবিবাহ আত্মাবলম্বনের অনুকূল। বাল্যবিবাহ যে কিরূপ ভয়ানক অনিষ্টকর, ও তাহাতে দেশের কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা বলিবার এই উপযুক্ত স্থান নহে।

চতুর্থতঃ, ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের অনিষ্ট করিতে চাহিলে কে রাখিতে পারে? শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মগৌরব বিসর্জ্জন দিয়া, দীনতা, ও চাটুপরতা স্বীকারপূর্ব্বক চাকুরী করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু মানবোচিত গৌরব রক্ষা করিয়া স্বাধীনতার সহিত পরিশ্রম পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন না। তিনি শারীরিক পরিশ্রমকে নীচ ব্যক্তিদের উপযুক্ত বলিয়া ঘৃণা-পূর্ব্বক ত্যাগ করেন এবং ঘৃণনীয় দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যথার্থ গৌরবের পথকে অবহেলা করেন। তিনি জানিয়া শুনিয়া আত্মাবলম্বনের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিন্দনীয় পরসেবা-বৃত্তি অবলম্বন করেন, ইহা হইতে খেদের বিষয় আর কি হইতে পারে? অধুনা আমাদের দেশের অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি নানা পথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকে সেই পথ অবলম্বন করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

লর্ড বেকন বলিয়াছেন, "মনুষ্য আপন সম্পত্তি ও ক্ষমতার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না; পরের সম্পত্তিতে আপনাকে সম্পত্তিশালী মনে করে এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তির প্রতি নিতান্ত অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকে। মনুষ্য আত্মাবলম্বন ও আত্ম-সংযম গুণে নিজের বস্তু সমূহ উপভোগ করিতে, শ্রমপূর্ব্বক সাধুতার সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করণার্থে, এবং হস্তে উপনীত উত্তম বস্তু নিচয়ের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য, শিক্ষা লাভ করে।" ফলতঃ আত্মাবলম্বন লুক্কায়িত গুণ সকলকে প্রকাশ করিয়া দেয় এবং উৎসাহ, বিশ্বাস, স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণকে জ্যোতিষ্মান করে।

প্রকৃত আত্মাবলম্বী ব্যক্তি সহায়, সম্পত্তি অথবা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেন না; সম্পত্তি বা সম্ভ্রমের জন্য শাস্ত্র চর্চ্চায় নিযুক্ত হন না; অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম, প্রগাঢ় যত্ন, অজেয় সহিষ্ণুতা, কঠোর ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণই তাঁহার সম্পত্তি; তিনি ইহাদের বলে অত্যুন্নত পদলাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হন; কোন অবস্থাই এমন বাধা ঘটাইতে পারে না যে, তাঁহাকে বাঞ্ছিত পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়; শত শত বিঘ্ন বাধাকে তুচ্ছ বোধ করিয়া তিনি উৎসাহ বলে সাহসের সহিত ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

আত্মাবলম্বী ব্যক্তি নরকেশরী নেপোলিয়নের বাক্য সকল নিজ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। তিনি বলেন, "এল্প্স্ পর্ব্বত থাকিবে না," অমনি তাহার গমনের রাস্তা প্রস্তুত দেখেন। তিনি বলেন. "স্থির প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত জ্ঞান," তিনি বলেন, "অসম্ভব শব্দটী কেবল নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের অভিধানেই পাওয়া যায়।" নেপোলিয়ন সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমি আমার সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে কর্দ্দম দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছি।" "জানি না," "পারি না," "অসম্ভব," এ সমস্ত শব্দ তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। "শিক্ষা কর" "কার্য্য কর" "যত্ন কর" ইত্যাদি সতত তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত। একমাত্র অসহিষ্ণুতা দোষে তাঁহার অধঃপতন হইল. নতুবা ইউরোপে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ লোক একটীও ছিল না। তিনি ভয়ানক পরিশ্রমী লোক ছিলেন। কখন কখন একাকী চারিজন সেক্রেটারীকে একত্রে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া ক্লান্ত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার তেজোময় ভাব 'অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে

কার্য্যোৎসাহ ও জীবন্তভাবে পরিপূর্ণ করিত। এমন লোক দিগ্বিজয়ী না হইলে আর কে হইবে?

সুবিখ্যাত নিউটনকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয়, আপনি কেমনে এত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন?" তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন, "অবিশ্রান্ত রূপে ঐ সমস্ত বিষয় এক মনে চিন্তা করিয়া মাত্র।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি চিন্তনীয় বিষয়টী মনশ্চক্ষের নিকট রাখিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। প্রথমে উহার প্রত্যূষ আরম্ভ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে উহা আলোকময় হইয়া উঠে।" জ্ঞানী সলোমন্ বলিয়াছেন, "সুধী ব্যক্তির চক্ষু মস্তকের উপর, মূর্খেরাই কেবল অন্ধকারে বেড়ায়।" রুষিয়া দেশে একটী নীতিকথা আছে যে, "অনবহিত ব্যক্তি বনের মধ্য দিয়া গমন করিলেও কাষ্ঠ দেখিতে পায় না।" ডাক্তর জন্সন ইটালী হইতে প্রত্যাগত এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, "অনেকে সমুদায় ইউরোপ, ভ্রমণ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, কোন কোন ব্যক্তি হেম্প্‌ষ্টেড্‌ নাট্যশালা দেখিয়াই তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান সঞ্চয় করেন।" অসতর্ক ব্যক্তিগণ যেখানে কিছুই দেখিতে পায় না, সতর্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেখানে অপূর্ব্ব পদার্থ দেখেন এবং এই গুণ দ্বারাই তিনি সামান্য সামান্য ঘটনাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নিজ চিন্তা ও অধ্যবসায়ের বলে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন।

স্মাইলচ্‌ বলিয়াছেন, "ইংলণ্ড দেশ যে এ প্রকার অত্যুচ্চ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে, তদীয় সন্তানগণের কঠোর আত্মাবলম্বনই তাহার একমাত্র কারণ। সে দেশে কি ধনী,

কি দরিদ্র, কি উন্নত, কি ক্ষুদ্র, সকলেই উৎকট আত্মাবলম্বন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই হেতু অনেকানেক লোককে তথায় অতি নিকৃষ্টাবস্থা হইতে অত্যুচ্চ জ্ঞান ও গৌরবের পদবীতে আরোহণ করিতে দেখা যায়।” সেখানে আত্মাবলম্বন, উৎসাহ, পরিশ্রম, সাহস ও অধ্যবসায়, সকল শ্রেণীর লোকের অন্তরে দেদীপ্যমান। তথায় দরিদ্রগণ ‘অবশ্যই বড় হইব’ বলিয়া যেমন পরিশ্রম করেন, সেরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণও পৈতৃক ধনসম্পদ তুচ্ছ মনে করিয়া ‘অবশ্যই স্বনাম-খ্যাত হইব’ বলিয়া বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন ও সমাজের হিত-সাধন করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। প্রতিষ্ঠা লাভে সেখানকার ছোট বড় সকলেই যত্নবান। এরূপ গুণগ্রাম না থাকিলে ইংরেজগণ কি কখনও পৃথিবীস্থ সকল জাতি অপেক্ষা অধিক গৌরবলাভ করিতে পারিতেন ? ইংলণ্ডের কি পথে, কি কার্য্যালয়ে, কি ক্ষেত্রে, কি খনির অভ্যন্তরে, কি প্রাসাদে, কি কুটীরে, যেখানে যাও সেখানেই আত্মাবলম্বী প্রধান প্রধান শত শত ব্যক্তির নাম শুনিতে পাইবে এবং তাদৃশ শত শত ব্যক্তি নয়নগোচর হইবে।

আমাদের দেশে যে সমস্ত লোক দুর্দ্দশাপন্ন বলিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে অথবা কোন মহৎ কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হন, যাহারা অবসর নাই, উপায় নাই বলিয়া নানা দুঃখ প্রকাশ করেন, যাহারা পৈতৃক সম্পত্তি-ভোগ করিয়া যাওয়া জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন, যাহারা পরিবার ভরণপোষণের জন্য মাসিক কিছু আয় হইলেই নিজ অবস্থাতে পরিতৃপ্ত থাকেন এবং যাহারা স্বদেশের কি সমাজের হিতসাধন নিজ জীবনের

একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই বোধ করেন না, তাহারা নয়ন খুলিয়া একবার বীর-প্রসবিনী ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; একবার ভাবিয়া দেখুন যে, ইংলণ্ডে যে সমস্ত ব্যক্তি আত্মাবলম্বন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে অতিশয় হীনাবস্থা হইতে অত্যুচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থায় ও আপনাদের অবস্থায় প্রভেদ কি। তাঁহারা যখন ঐ সকল সদ্‌গুণের দ্বারা বিখ্যাত হইতেছেন, তখন ভারত-সন্তান কেন পারিবেন না?

জ্ঞানিগণ বলিয়াছেনঃ—

(১) "ইচ্ছা থাকিলেই পথ পাওয়া যায়।"

(২) "যিনি কার্য্য করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন, তিনি অসঙ্খ্য বিঘ্ন বাধার মধ্যেও তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন।"

(৩) "আমি এ কার্য্যে সমর্থ, এরূপ স্থির বিশ্বাসই মনুষ্যকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে।"

(৪) "উপার্জ্জন করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞা করিলে প্রায় উপার্জ্জন করাই হয়।"

(৫) প্রসিদ্ধ কবি ড্রাইডেন বলিয়াছেন, "যাহাদের বিশ্বাস আছে তাহারাই জয় করিতে সমর্থ হয়।"

(৬) মহাত্মা কেরো বলিয়াছেন, "যাহারা কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া অকৃতকার্য্য হন, তাহারা সম্পূর্ণ ইচ্ছা না করিয়া অর্দ্ধ ইচ্ছা করেন।"

(৭) সুপ্রসিদ্ধ কবিচূড়ামণি কালিদাস বলিয়াছেন, "নিম্নাভিমুখ সলিলের ন্যায় ঈপ্সিত বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় মনকে কেহ বিপরীত দিকে গমন করাইতে পারে না।"

(৮) সুবিখ্যাত পণ্ডিত এমার্সন বলিয়াছেন, "কৃত-কার্য্যতা ন্যায়-পথে ভ্রমণ করে; আত্মবিশ্বাস মধ্যেই অন্যান্য গুণ নিহিত রহিয়াছে।"

এই দুর্ভাগ্য ভারত-ভূমিতে এক শ্রেণীর লোক বলেন, ধন, বিদ্যা, যশঃ সকলই দৈবায়ত্ত অথবা পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-ফল। পরিশ্রম-ভীরু অন্য এক শ্রেণীর লোক নিজকে স্থূল-বুদ্ধি মনে করিয়া স্বাভাবিক ধীশক্তির উপরে দোষ দেন। অন্য এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, অদৃষ্টের শুভাশুভ কেহই খণ্ডাইতে পারে না। এইরূপে কেহবা দেবতার উপরে, কেহবা পূর্ব্ব জন্মের উপরে, কেহবা নিজ বুদ্ধির উপরে, কেহবা অদৃষ্টের উপরে দোষারোপ করিয়া স্বকীয় অলসতা-দোষ প্রক্ষালন করেন। তাহারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, নিজে অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে ভাগ্য কি স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করিবে, না, তাহাদিগকেই অলসতা ত্যাগ করিয়া ভাগ্যের অন্বেষণে বাহির হইতে হইবে। যে হতভাগ্য দেশে এইরূপে লোক সকল কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ হইলেই নিশ্চিন্তে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করেন; নিজের অলসতার দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া অমূল্য মানব-জীবন বৃথা নষ্ট করেন; এবং এক-বারও মনে ভাবেন না যে তাহারা সুপ্রসিদ্ধ ও সমুন্নত আর্য্যবংশীয় সন্তান হইয়াও কতদূর দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন; এমন দেশও যদি বিজাতি-পদদলিত না হয় তবে আর কোন দেশ হইবে?

আমরা যে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছি, আমাদের

যে যথার্থ উন্নতি হইতেছে না, ইহা কাহার দোষ? আমাদের আত্মাবলম্বন, উৎসাহ ও সাহস না থাকার দোষ; আমাদের আলস্য, নিরুৎসাহ, চলচিত্ততা ও বিলাসিতার পরিণাম। ইংরেজী শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক দুই চারি জন লোক ক্রমে সুযোগ্য হইয়া উঠিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কি হইতে পারে? দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোক অলসতা ও অনবধানতার ক্রোড়ে নিদ্রিত। হায় হায় কি পরিতাপের বিষয়! কি দুঃখের বিষয়! আর্য্য সন্তান, আর কত কাল মোহ নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? একবার নয়ন উন্মীলিত কর। যে ইংরেজ জাতির দোষ সকল অনুসরণ করিয়া দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ এই অধোগামী দেশকে আরও অধঃপাতিত করিতেছ, সেই ইংরেজ জাতি সমুদ্ভূত মহাত্মগণের উৎকৃষ্ট গুণ সকলের অনুকরণ কর। সেই উৎকট আত্মাবলম্বন, সেই কঠোর পরিশ্রম, সেই অপ্রতিহত প্রতিজ্ঞা, সেই অদ্ভুত নিয়মনিষ্ঠাকে তোমাদের হৃদয় অধিকার করিতে দাও; উন্নত হও, মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ ও সুখী হও। আর ঘুমাইবার সময় নাই, উত্থান কর, জাগ্রত হও।

পরিশ্রম।

"Let every man be occupied, and occupied in the highest employment of which his nature is capable, and die with the consciousness that he has done his best."

Sydney Smith.

"The virtue lies
In the struggle, not the prize."

Milnes.

সার্ জস্যুয়া রেনল্‌ড্‌স্‌ বলিয়াছেন, "যাহারা সৌভাগ্য ও সুখ্যাতি লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাহারা ইচ্ছা-পূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছা পূর্ব্বকই হউক, কি পূর্ব্বাহ্ণ, কি মধ্যাহ্ণ, কি সায়াহ্ণ, সকল সময়েই কেবল পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিবেন। সৌভাগ্য ও প্রতিপত্তি লাভ করা বালকের খেলা নহে কিন্তু উৎকট পরিশ্রমের পরিণাম ফল।" ফলতঃ পরিশ্রম উন্নতি লাভের অদ্বিতীয় উপায় ও যাবতীয় মঙ্গলের নিদান। মনুষ্যের শরীর ও মনের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরিশ্রম নিতান্ত আবশ্যক ও নিরতিশয় উপকারী। পরিশ্রম ব্যতিরেকে যথার্থ উন্নতি ও সুখলাভের উপায়ান্তর নাই।

পরিশ্রম প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম। পরিশ্রমে বিমুখ হইলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। পরিশ্রম দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক। ইহা ধনী

দরিদ্র সকলের পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাহার ধন আছে তিনি মনে করিতে পারেন যে, শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিরেকেই তিনি যাবতীয় ব্যবহার্য্য ও সুখদ বস্তু লাভ করিয়া সুখী হইবেন, কিন্তু তাহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, ধনে উত্তম স্বাস্থ্য প্রদান করিতে পারে না; স্বাস্থ্য রক্ষা শারীরিক পরিশ্রম বিনা হওয়া অসম্ভব। কৃষক মনে করে যে, শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই সে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী লাভ করে, তাহার মানসিক পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু তাহার মন যে মূর্খতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া মানসিক পরিশ্রমে, শিক্ষায় ও জ্ঞানলাভে নিযুক্ত হওয়া উচিত। ধনী, দরিদ্র, নির্গুণ, সগুণ, কেহই পরিশ্রম হইতে বিমুক্ত থাকিয়া উন্নতি ও সুখ সচ্ছন্দতার আশা করিতে পারেন না।

পরিশ্রম মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণ। দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ স্বভাবতঃ পুনঃ পুনঃ হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া থাকে। মনুষ্যের মন সততই কোন না কোন বিষয় চিন্তা করে। করুণাময় পরমেশ্বর একদিকে মানবের শরীর ও মনকে এই ভাবে গঠন করিয়াছেন যে, পরিশ্রম করিলে তাহারা সতেজ ও সুস্থ থাকিবে, অন্যদিকে তিনি সংসারের যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু শ্রমলব্ধ করিয়াছেন। যিনি যেমন পরিশ্রম করেন তিনি তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হন।

পরিশ্রম উন্নতির দ্বার মুক্ত করে, সুতরাং যিনি উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন তাহার পরিশ্রম বিনা উপায়ান্তর নাই। একজন জ্ঞানীলোক পরিশ্রমকে এইরূপে প্রশংসা করিয়াছেন,—

"আহা! পরিশ্রম কি মহৎ বস্তু! ইহার কত মাহাত্ম্য! পরিশ্রম মনকে কেমন বশীভূত রাখে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে কেমন তেজের সহিত দমন করে! যখন ইহার সুখপ্রদ শক্তির বিষয় চিন্তা করি, যখন দেখি যে ইহা মনুষ্যকে উন্নতি, ধর্ম্ম ও সাধুতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করে, তখন আমরা নির্ব্বোধ ও অলস ব্যক্তিদিগের মোহান্ধতা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হই; এমন সুখের মানব-জীবন তাহারা দুর্ব্বলতায়, রোগে, দুঃখে, দরিদ্রতায় এবং কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে অতিবাহিত করে।"

জন্মমাত্রই মনুষ্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক গুণসম্পন্ন হয় না। তাহার শরীর ও মনের প্রকৃতি উন্নতি-শীল। পরিশ্রম দ্বারা তাহাকে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিতে হয়। পরিশ্রম যে মনুষ্যকে কি প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি ও গুণ সম্পন্ন করে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে আকুল হইতে হয়। অর্ণব-সঞ্চারী প্রকাণ্ড বাষ্পীয় পোত, ভূমণ্ডলব্যাপী বিদ্যুৎ-বার্ত্তাবহ, অলৌকিক বেগসম্পন্ন বাষ্পরথ, মিসর দেশীয় প্রকাণ্ড পিরামিড, টেম্‌স্ নদীর নিম্নস্থ প্রশস্ত রাজপথ, প্রভৃতি অলোকসামান্য কার্য্যসমূহ মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম ফল। কিন্তু এই সকল বিস্ময়জনক কার্য্য কি এক সময়ে এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে? না; লোকমণ্ডলী যুগে যুগে পুরুষ-পরম্পরায় নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিয়া এই সকল অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়াছেন। মানব পরিশ্রম করিলে যে ইহাপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট, অধিকতর অদ্ভুত, ও জগতের অধিকতর উপকারী কার্য্য করিতে পারে

না, এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, বরং পরিশ্রম, উৎসাহ ও যত্নের সহযোগে ইহাপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়জনক ও কল্যাণকর কার্য্য সমূহ মনুষ্য দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

ফ্রাঙ্ক্‌লিন্‌ বলিয়াছেন,—"সম্পদের পথ বাজারের পথের ন্যায় সোজা। ইহা দুইটী ক্ষুদ্র শব্দের উপর নির্ভর করে,—পরিশ্রম ও মিতব্যয়,—অর্থাৎ সময় অথবা অর্থের অপব্যয় না করিয়া, সাধ্যমত উভয়েরই উৎকৃষ্ট ব্যবহার কর। এই দুই গুণ ব্যতিরেকে কিছুতেই কিছু হয় না, অথচ ইহারা থাকিলে সকলই সাধন হইতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি চাষ করিয়া উন্নতি করিতে চাহে, তাহাকে নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিতে হইবে অথবা পশুদিগকে চালাইতে হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "পরিশ্রমী ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিতে হয় না, সুখ সচ্ছন্দতা আপনা হইতেই তাহার নিকট আইসে; কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আশার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার উপবাসে মৃত্যু হয়। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ। পরিশ্রমী ব্যক্তিই সকল প্রকার সৌভাগ্য লাভ করে। অতএব যাহা তোমার কর্ত্তব্য থাকে অদ্য করিয়া ফেল, কারণ, তুমি জান না যে কল্য কত বিঘ্ন বাধা ঘটিতে পারে। যদি তুমি কাহারও ভৃত্য হও, আর তোমার প্রভু যদি তোমাকে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখেন, তবে তুমি কি লজ্জিত হইবে না? তুমি নিজে নিজের প্রভু, অতএব আপনি আপনাকে অলস দেখিয়া সেইরূপ লজ্জিত হওয়া উচিত।"

লর্ড ক্লারেন্‌ডন্‌ বলিয়াছেন, "এরূপ কোন বিদ্যাই নাই যাহা পরিশ্রম করিলে অভ্যাস করা যায় না। নানা ভাষাবিৎ

পণ্ডিতের কথার মূল্য যেরূপ নানা দেশীয় লোকে বুঝিতে পারে, তদ্রূপ পরিশ্রমী ব্যক্তির মূল্য নানা দেশীয় নানা লোক বুঝিতে সমর্থ হয়।”

একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, “যদি তোমার অসাধারণ বুদ্ধি শক্তি থাকে তবে পরিশ্রম তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া বিকাশ করিবে, আর যদি তোমার বুদ্ধির অল্পতা থাকে তবে পরিশ্রম ঐ অল্পতা দূর করিবে।” ডাক্তার জন্সন্ বলিয়াছেন, “মিথ্যা আশা ও মিথ্যা ভয়কে মনে স্থান দিও না। যিনি মর্য্যাদা সম্পন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার সর্ব্বদা এই সকল স্মরণ রাখিতে হইবে যথা,—শ্রেষ্ঠতা লাভ করা কত কষ্টকর, পরিশ্রমের ক্ষমতা কতদূর, সৌভাগ্য পরিশ্রম ব্যতিরেকে লাভ হয় না, এবং পরিশ্রম, একান্ত মনে করিলে, অবশ্যই সুফল প্রসব করে ও ন্যায় পুরস্কার প্রদান করে।” অন্য একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, “আলস্যে এজীবন বৃথা ব্যয় হওয়া অপেক্ষা পরিশ্রমে ইহার ক্ষয় হওয়াই ভাল।” স্কট্‌লাণ্ড্ দেশের লোকগণ বলেন, “ঘর্ম্ম ব্যতিরেকে মিষ্টাস্বাদন হয় না।”

বস্তুতঃ কোন বৃহৎ কার্য্যই বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ সম্পন্ন হয় না। সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সহকারে দিবানিশি অবিশ্রান্ত ভাবে তাহার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। যতই অধিক পরিশ্রম করা যায় ততই আরও অধিক শ্রম করিতে ইচ্ছা জন্মে, তখন সেই কার্য্য করিতে বিরক্তি বোধ না হইয়া বরং মনে আনন্দ-সঞ্চার হইতে থাকে; কার্য্যটী যতই অধিক সম্পন্ন হইয়া আইসে মনও ততই অধিক আনন্দিত হয়;

এইরূপে পরিশ্রমী ব্যক্তি কোন একটী বিশেষ কার্য্য অবলম্বন করিয়া, সমস্ত জীবন তাহাতে আনন্দের সহিত ব্যয় করিতে পারেন।

স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ও সম্ভ্রম উপভোগ করিয়া লোকের যেরূপ সুখোৎপত্তি হয়, পৈতৃক সম্পত্তি অথবা অন্যের অনুগ্রহ-লব্ধ ধনের দ্বারা তাদৃশ সুখ কদাচ হইতে পারে না, কারণ তাহাতে নিজ ক্ষমতা ও যত্নের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। বিখ্যাত ভ্রমণকারী লিভিংষ্টোন্ বলিয়াছেন, "আমি যাহা কিছু জ্ঞান-লাভে সমর্থ হইয়াছি, যে পরিমাণে লোকের হিত-সাধন ও ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছি, তৎসমুদায়ই স্বয়ং পরিশ্রম পূর্ব্বক সম্পন্ন করিয়াছি; তজ্জন্য আমাকে অন্যের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবেনা। সুতরাং আমার অতীত জীবন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। যদি আমাকে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া সংসার যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় সহায়-সম্পত্তি-বিহীন ও দুরবস্থা-পন্ন হইয়া স্বকীয় পরিশ্রম ও যত্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে পুনঃ প্রবৃত্ত হই।"

ফলতঃ স্বয়ং পরিশ্রমের দ্বারা লাভ করিয়া ভোগ করিব, প্রাণান্তেও অন্যের দয়া ভিক্ষা করিব না, প্রাণপণ যত্নের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ ও জ্ঞান লাভ করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলে অবশ্যই ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং কৃতকার্য্যতা লাভ হয়, সন্দেহ নাই; এবং এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় ব্যক্তিগণই সংসারে প্রকৃত উন্নতি লাভে সমর্থ হন। বিশুদ্ধ পরিশ্রম যথার্থ শিক্ষা প্রদান করে এবং নিশ্চয়রূপে লোকদিগকে সুখী

করে। পরিশ্রম যে ব্যক্তি ভালবাসে না, সে তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম উত্তমরূপ সম্পাদন করিতে পারে না, কাজেই যথার্থ সুখভোগে বঞ্চিত থাকে।

অলস ব্যক্তির জীবন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাহা আকাশের ধূমবৎ অথবা সমুদ্রের ফেণমালার ন্যায়। তাহার জীবন ক্ষণকাল মাত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত থাকিয়া পুনরায় বিলীন হইয়া যায়। সে যে পৃথিবীতে আসিয়াছিল মৃত্যুর পরে তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। কিন্তু পরিশ্রমী ও সাধু ব্যক্তির জীবন আদর্শ-ভূমি। তিনি আলোক প্রদান করিয়া অনেক জীবনকে সংসার পথে চালাইয়া নেন। তাঁহার পদ্ধতি-সকল অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক লোক উন্নতি লাভে সমর্থ হয়। তিনি নেতা হইয়া সংসারে কত লোককে উদ্ধার করেন কে বলিতে পারে? একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, "অতি কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও সুখ এবং শিক্ষা পাওয়া যায়। শ্রম দ্বারা কার্য্য করিবার শক্তি জন্মে, স্বাধীনতা উত্তেজিত হয় এবং এক বিষয়ে অবিচ্ছিন্নরূপে নিযুক্ত থাকিবার অভ্যাস জন্মে।" জেম্‌স্ ওয়াট্, রিচার্ড আর্করাইট্, সার্ ওয়াল্‌টার স্কট্, বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্‌লিন্, বার্ণাড্‌পেলিসি, জন ফ্লাকস্‌মেন্, প্রভৃতি মহাত্মগণের জীবন-চরিত পাঠ করিলে অন্তঃকরণে যুগপৎ প্রীতি ও ভক্তির সঞ্চার হয়। ইহাঁদের পরিশ্রম, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা, আত্মাবম্বন ও সৌজন্য প্রভৃতি গুণরাশির বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়। তাঁহাদের সঙ্কল্প এত দৃঢ় ছিল যে, তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে, তাহা দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়। এই সকল মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়া যে

যে দেশকে পবিত্র করিয়াছেন সেই সেই দেশ যে উন্নত, যশস্বী, ও ঐশ্বর্য্যসমন্বিত হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এমন মহাত্মগণের জীবন ধন্য! জন্মস্থান ধন্য!

ভ্রাতঃ, তোমার স্বদেশের প্রতি একবার চক্ষু ফিরাও, দেখিবে, এখানকার লোক মনে করেন বিশ্রামই সুখ এবং পরিশ্রমই দুঃখ। ইহাঁদের অনেকের বিশ্বাস এই যে যিনি কোন কর্ম্ম করেন না, কিন্তু সারাদিন তাকিয়া ঠেস্ দিয়া ভুরুর্ ভুরুর্ করিয়া আল্‌বোলার নলে সুগন্ধি তামাক ভস্ম করেন, তিনিই যথার্থ সুখী। ছাত্রগণ যতদিন বিদ্যালয়ে থাকেন ততদিন জ্ঞান বিদ্যালোচনা করিয়া বিলক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠেন, কিন্তু যাই তাহারা সংসারে প্রবেশ করিলেন এবং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কোন চাকুরীর যোগাড় হইল, অমনি জ্ঞান ও শাস্ত্রের আলোচনা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিরত হইলেন। এক সময়ে বিদ্যালয়ে যে ছাত্র অদ্বিতীয় ছিলেন, সংসার প্রবেশান্তে আর তাহার নামও শুনা যায়না, সামান্য তৃণের ন্যায় তিনি সংসার স্রোতে পড়িয়া কোথায় ভাসিয়া গেলেন জানা যায় না।

যে সকল ব্যক্তি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা শেষ করিয়া নিজকে বিদ্বান্ বলিয়া অভিমান করেন, তাহাদের অন্তরে মহাত্মা সার্ ওয়াল্‌টার্ স্কটের এই বাক্য অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিত, "আমি যাবজ্জীবন নিজের অজ্ঞতা হেতু পরিতাপ করিয়াছি।" ট্রিনিটী কলেজের এক-জন ছাত্র, "আমার পাঠ সমাপন হইয়াছে, এখন গৃহে গমন করিতে অভিলাষ করি" এই বলিয়া স্বীয় অধ্যাপকের

নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন "বটে! আমি কিন্তু কেবল আরম্ভ করিতেছি।"

অপর দিকে চাও, দেখিবে, এখানে সম্পন্ন ও ধনী ব্যক্তি-গণের মধ্যে অধিকাংশই জ্ঞানচর্চ্চার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না। কেবল অকর্ম্মণ্য ও আলস্যজনক নানা প্রকার অকার্য্যে এই অমূল্য জীবন ব্যয় করেন। অন্য দিকে কৃষক অথবা শ্রমজীবী ব্যক্তিগণের মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চার নামও উল্লেখ করিতে শুনা যায় না।

যে দেশের লোক এমন নির্ব্বোধ যে আলস্যে সময় নষ্ট করাকে সুখ বলিয়া মনে করে; যেখানে বিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্রগণ চাকুরী অথবা কোন ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানচর্চ্চা একেবারে ছাড়িয়া দেন; যেখানে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্য করেন না; যেখানে পরিশ্রম সম্মানের লাঘব করিবে বিবেচনায় পদদলিত হয়; যেখানে সম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ জ্ঞান-চর্চ্চাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন; যেখানে কৃষকগণ কোন জ্ঞান-প্রদ বিষয় অভ্যাস করা দূরে থাকুক, লেখা পড়া পর্য্যন্ত জানেনা ও জানিতে ইচ্ছা করে না; যেখানে শ্রমজীবিগণ কতক মূর্খ ও কতক অর্দ্ধশিক্ষিতাবস্থায় থাকিয়াই পরিতৃপ্ত থাকে; এমন দেশও যদি ক্রমে রসাতল না যায় তবে আর কোন দেশ রসাতল যাইবে?

মাতঃ জন্মভূমি, তোমার কুসন্তানগুলিকে একবার শিক্ষা দেও, যে, সম্যক উন্নতি ও প্রকৃত জ্ঞান বহুকাল ও বহু আয়াস

সাধ্য; তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেও যে, আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা এক মনে পরিশ্রম না করিলে কেহ কখনও উন্নত বা জ্ঞানী হইতে পারে না; শিক্ষা দেও যে, ইংরেজ দিগের মদ্যপানাদির অনুকরণ না করিয়া তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম, জ্বলন্ত উৎসাহ, অক্লান্ত সহিষ্ণুতা, অলৌকিক স্বদেশ প্রেম ও সর্ব্বাবস্থায় স্থায়ী একতা প্রভৃতি গুণের অনুকরণ করা, উচিত। শিক্ষা দেও মাতঃ, তোমার কুলাঙ্গার সন্তানগুলিকে, যে, পরিশ্রম নীচতার চিহ্ন নহে, উহা মহাত্মতা ব্যঞ্জক এবং উন্নতি ও সৌভাগ্যের ভিত্তিভূমি।

সাহস।

"I dare do all that may become a man;
Who dares do more is none."

Shakespeare.

"The heroic example of other days is in great part the source of the courage of each generation; and men walk up composedly to the most perilous enterprises, beckoned onward by the shades of the brave that were."

Helps.

শারীরিকবলপ্রসূত সাহসে মানব অনেক ইতর জন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রসূত সাহসের বলে মানব নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া সকল প্রাণীকে

পরাস্ত করিয়াছেন। এই সাহস নিস্তব্ধ ভাবে কার্য্য করে, মানবের উৎসাহ ও যত্নকে উত্তেজিত করে, সত্য ও কর্ত্তব্যের জন্য তাহাকে দুঃখ ও যন্ত্রণা সহনে সমর্থ করে। শারীরিক বলপ্রসূত সাহস দ্বারা লোক উপাধি, সম্মান, পূজা ও ধন্যবাদ লাভে সমর্থ হয় না, এজন্যই তাহার তত আদর নাই।

ধর্ম্মপ্রসূত সাহসেই মানবকে বৃহৎ ও গৌরবান্বিত করিয়াছে;—সত্যানুসন্ধানে সাহস,—সত্য কথনে সাহস,—ন্যায়পরতাতে সাহস,—সততাতে সাহস,—পাপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে সাহস,—কর্ত্তব্য সাধনে সাহস। মানবের যদি এ গুণ না থাকিত, তবে অন্য কোন গুণকেই সে অকলঙ্কিত ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না।

সাহসী ও তেজস্বী ব্যক্তিগণ চিরকাল পৃথিবীর নেতা ও শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। ভীরু ও নিস্তেজ ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহাদের জীবনের কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। এক এক জন সাহসী ও তেজস্বী লোকের জীবন এক একটী আলোকময় পথ। সেই পথে গমন করিয়া কত লোক কৃতার্থ হইয়া যায়। এমন লোকের উদাহরণ, চিন্তা, স্বভাব, প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বংশ পরম্পরাকে উত্তেজিত করে এবং উন্নতির পথে লইয়া যায়। মৃত্যুর দ্বারা তাঁহার শরীর পৃথিবী হইতে অপসৃত হয় বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মার তেজ, সাহস প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান থাকিয়া অন্যান্য মানবদিগকে সৎপথে চালিত করে। তিনি শরীর সম্বন্ধে মৃত হইয়াও কার্য্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বংশাবলীর নেতাস্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন; চৈতন্য, নানক, শাক্যসিংহ,

যীশুখ্রীষ্ট, লুথার, পার্কার প্রভৃতি মহাত্মগণ কি যথার্থই মৃত হইয়াছেন? না, তাঁহারা মরেন নাই। তাঁহাদের শরীর এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের তেজোময় বাক্য ও উদাহরণ, তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা ও সাহস, তাঁহাদের সরলতা ও প্রেম, এখনও মানব-হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে এবং তাঁহাদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথে গমনার্থ আকর্ষণ করিতেছে।

মানবের যদি আত্ম-বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তিনি অনেক বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিতে পারেন। তাঁহার আত্ম-বিশ্বাস দেখিয়া অন্য লোকও নিজের প্রতি বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে। রোম-সম্রাট সুবিখ্যাত ছিজার একদা সমুদ্র পথে যাইতে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। জাহাজের কাপ্তান অত্যন্ত ভীরু ছিলেন, তিনি ঝড়ের প্রবল বেগ দেখিয়া ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং এই বিপদের সময় সাহস হারাইয়া বিপদাশঙ্কা আরও বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সাহসী ছিজার তাহাকে সিংহ গর্জ্জনে বলিলেন "কাপ্তান! তুমি কিসের ভয় করিতেছ? তোমার জাহাজ যে ছিজারকে বহন করিতেছে!" কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস! সাহসী ছিজার যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে আবার কিসের ভয়?

বস্তুতঃ বীরপুরুষের সাহস সংক্রামক। ইহা বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অন্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কম্পমান করিয়া তুলে এবং আত্মবিশ্বাস ও সাহস প্রদান পুর্ব্বক তাহাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তির আত্ম-

বিশ্বাস নাই তিনি কিরূপে সাহসী হইবেন? প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন ক্ষমতা ও দুর্ব্বলতার বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন। ক্ষমতার চালনা করিয়া যদি দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা না করেন, তবে তিনি কিরূপে উন্নত ও সাহসী হইবেন? সাহস পূর্ব্বক জলে ঝাঁপ না দিয়া যদি চিরকাল কদলী বৃক্ষের সাহায্যেই জল-পৃষ্ঠে ভাসেন, তবে তিনি সাঁতার দিতে কেমনে শিক্ষা করিবেন? আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, ক্ষমতা দ্বারা দুর্ব্বলতার ক্ষতিপূরণ করেন। যিনি বলেন "আমার মত লোক পৃথিবীতে কি সৎকার্য্য করিতে পারে?" তাহাকে আমি তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দেই "ভ্রাতঃ, যাঁহারা পৃথিবীতে উন্নতি করিয়া মানবগণের নেতা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে তোমার ন্যায় সামান্য লোক ছিলেন, নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, আত্ম-বিশ্বাস, প্রভৃতি সদ্‌গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ঐরূপ উন্নত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তুমিও যদি ঐরূপ কর, তবে নিশ্চয়ই উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে।"

সাহসী ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি বিঘ্ন বাধায় পরাস্ত হন না। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাইওজিনিজ্ প্রথমে যখন এণ্টিস্থিনিসের নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এণ্টিস্থিনিস্ তাহাতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু ডাইওজিনিজ্ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ এত অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া হস্তের গ্রন্থিময় যষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন, "যদি এখনই প্রস্থান না কর, তবে এই

যষ্টির আঘাতে দূর করিব।" ডাইওজিনিজ্ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আমাকে আঘাত করুন, কিন্তু আপনি এমন দৃঢ় যষ্টি কোথাও পাইবেন না, যাহা দ্বারা আমার অধ্যবসায়কে জয় করিতে পারিবেন।" এণ্টিস্থিনিস্ এই বাক্যে পরাস্ত হইলেন, এবং আর একটী কথাও না বলিয়া তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

প্রচুর বিদ্যা এবং জ্ঞান থাকিলেও যদি আত্মবিশ্বাস এবং সাহস না থাকে. তবে সেই জ্ঞান ও বিদ্যা দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সাধিত হয় না। আর এই দুই গুণ থাকিলে সাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও সংসারে অসাধারণ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারে। যে সকল লোক পৃথিবীর লোকদিগকে ধর্ম্মে ও সৎকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া গিয়াছেন, যে সকল লোক বাষ্পীয়-পোত ও তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আত্মবিশ্বাস, সাহস, কার্য্য-দক্ষতা, উৎসাহ ও যত্নবলে পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। চিরকাল তাঁহাদিগের নাম মানব হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। ভবিষ্যদ্বংশ তাঁহা-দিগকে পূজা করিবে ও কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান করিবে।

যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সাহস দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। লজ্জা বা লোক ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি শত্রুর ভয় করেন না, কেন না, তাঁহার কার্য্য সৎ। তাঁহার অন্তর সর্ব্বদা

বিশ্বাস ও সাহসে পূর্ণ থাকে, কারণ তিনি জানেন যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন, সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সহায় এবং সৎ-কার্য্যের সর্ব্বপ্রধান সহকারী ঈশ্বর তাঁহার সহায়। যদি ঈশ্বরই তাঁহার দিকে রহিলেন, তবে আর কে তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিবে?

সেক্স্‌পিয়ার বলিয়াছেন,—"নির্ম্মল অন্তর অপেক্ষা দৃঢ়তর কবচ আর কি হইতে পারে? যাঁহার বিবাদের কারণ ন্যায়ানু-মোদিত, তিনি যুদ্ধ সাজে অসজ্জিত হইয়াও অভেদ্য কবচ দ্বারা রক্ষিত; আর যাঁহার বিবেক অন্যায়ের দ্বারা দূষিত, তিনি কবচ অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা সম্পূর্ণ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়াও নগ্ন।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "বিবেক বড় ভয়ানক বস্তু। ইহা মনুষ্যকে ভীরু করে; চুরি করিলে তাহাকে ভৎর্সনা করে; শপথ করিলে তাহাকে নিগ্রহ করে; এবং লজ্জাকর কার্য্যে তাহার কপোলকে রক্তানুরঞ্জিত করে। ইহা মনুষ্যের বক্ষের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং তাহার কার্য্যকে নানা বিঘ্ন বাধায় পরিপূর্ণ করে।" তিনি স্থান বিশেষে আরও বলিয়াছেন, "চোর ব্যক্তি প্রত্যেক জঙ্গলের ঝোপকে পুলিস কর্ম্মচারী বলিয়া ভয় করে।" দোষী ব্যক্তি নিজ দোষের ভারেই চূর্ণ হইয়া যায়।

লর্ড বেকন বলিয়াছেন, "মানব যখন সদুদ্দেশে কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন তিনি যে কেবল ধার্ম্মিকগণের সহায়তা প্রাপ্ত হন এমন নহে, দেবতাগণও তাহাকে আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হন।" বাইবেলে লিখিত আছে, "দোষী ব্যক্তিগণ অনুসৃত না হইয়াও ভয়ে পলায়ন করে, কিন্তু নির্দ্দোষী ব্যক্তি সিংহের

ন্যায় সাহসী।" অতএব নির্দ্দোষিতা সাহসের এক কারণ। মানব নির্দ্দোষ না হইলে কখনই প্রকৃত সাহসী হইতে পারে না। দোষী ব্যক্তির অন্তরে সাহস স্থান পায় না। সে মুখে কোন সাহসের কথা বলিলেও অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার অন্তর নির্ম্মল ও ন্যায়পথাবলম্বী, তিনি যথার্থই সিংহের ন্যায় সাহসী। সামান্য বাধায়, সামান্য বিভীষিকায়, সামান্য লোক-নিন্দা ভয়ে, তিনি সৎকার্য্য হইতে বিরত হন না। সময়ে তাঁহার অন্তর কুসুমাপেক্ষাও কোমল এবং সময়ে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন বলিয়া বোধ হয়। স্বদেশ রক্ষার জন্য ব্রুটস্ নিজ তনয়ের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন; প্রজা-রঞ্জনের নিমিত্ত রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সংসার সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সত্যরক্ষার জন্য যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজ গৃহে দাসত্ব করিয়াছিলেন; এই সমস্ত অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন বিস্ময়াবিষ্ট হয়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৪৭২ জন পুরুষ ও ১৬৬ জন স্ত্রীলোকসহ একখানা বাষ্পীয়-পোত আফ্রিকাভিমুখে গমন করিতেছিল। রজনীযোগে হঠাৎ সাগর গর্ভস্থ এক পর্ব্বতে আঘাত লাগিয়া জাহাজ ভগ্ন হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ জলমগ্ন হইতে লাগিল। জাহাজ রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া নাবিকগণ নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে জাগরিত করিয়া অসহায় মহিলা ও শিশু সন্তান-দিগকে রক্ষা করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ইহাতে জাহাজের কোন ব্যক্তি দ্বিরুক্তি-প্রকাশ করিল না। সকলেই তাড়াতাড়ি নিদ্রিত স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে জাগরিত করিয়া,

নিস্তব্ধ ভাবে তাহাদিগকে জাহাজস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় আরোপিত করিল এবং ভাসাইয়া দিল। এক খানা ক্ষুদ্র নৌকাও অবশিষ্ট রহিল না।

এই জাহাজে অধিকাংশই অশিক্ষিত ও নব প্রবিষ্ট সৈনিক পুরুষ ছিল। শিক্ষাভূমিতে সৈন্যগণ যেমন কখন কখন নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপ ইহারাও আপন আপন বন্দুক স্কন্ধোপরি রাখিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। জাহাজ ক্রমে ক্রমে জলমগ্ন হইতে লাগিল। অতি ভীষণ মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়াও কেহ ব্যাকুল বা বিকলান্তঃকরণ হইল না। কাহারও মুখভঙ্গিতে কোন কাতরতা ও দীনতার চিহ্ন দেখা গেল না। তাহাদের মধ্যে কেহই জীবনের জন্য উৎসুক হইয়া ক্ষুদ্র নৌকাভিমুখে এক পদও প্রক্ষেপ করেন নাই, অসহায় ও অসক্ত স্ত্রীলোক ও বালকগণকে অবশ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এবং এই অবশ্য কর্ত্তব্য আমরা নিজের জীবন ব্যয় করিয়া নির্ব্বাহ করিলাম, এই সাধু-চিন্তাজনিত বিমল সুখ অনুভব করিতে করিতে প্রফুল্লান্তঃকরণে সকলে ভীষণ সাগর গর্ভে জন্মের মত নিমগ্ন হইল। কি অদ্ভুত দয়ালুতা। ইহাদের অন্তর কি সুকুমারকুসুমাপেক্ষাও কোমল ছিল না? কি অদ্ভুত সাহস! ভীষণ সাগর গর্ভে বিকট দর্শন মৃত্যুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিসর্জ্জন দিল! ইহাদের অন্তর কি বজ্রাপেক্ষাও কঠোর ছিল না?

ঈদৃশ মহাত্মগণই যথার্থ পূজার পাত্র। ইহাদের কীর্ত্তি কখনই মানবের অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইবে না। এই পৃথিবী

একসীম হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ইহাদের অবিনশ্বর যশোরাশির ঘোষণা করিবে। বস্তুতঃ যাহারা যথা সময়ে উচিত কার্য্যে জীবন দান করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহাদের কখনও দীনতা বা পরাভবখেদ সহ্য করিতে হয় না। ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরেজ জাতির মধ্যে এরূপ অনেক সাহসী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজকার্য্য দ্বারা স্বদেশকে ও স্বদেশ-বাসিগণকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন এবং এজন্যই ইংরেজজাতি এমন পরাক্রান্ত, বিখ্যাত ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ ইংরেজের পোষাক, মদ্যপান ও চুরটসেবন প্রভৃতির অনুকরণে তৎপর, কিন্তু ইংরেজ জাতির সৎসাহস ও সৎদৃষ্টান্ত তাহাদের চক্ষে পড়ে না। তাহারা বরং প্রত্যেকে মিরজাফরের কার্য্যের পুনরভিনয় করিতে প্রস্তুত হইবেন, স্বার্থের জন্য সমস্ত দেশকে বরং ডুবাইবেন, তথাচ ওয়াসিংটনের বা গেরিবল্‌ডির গুণাবলীর কথা মনেও স্থান দিবেন না। তাহাদের প্রত্যেকের যদি নিজ সুখ হইল, তবে জন্মভূমি বা স্বদেশবাসী রসাতল যাউক, ভ্রূক্ষেপ নাই। এক জাফর মৃত হইয়াছেন, লক্ষ লক্ষ জাফর এখনও জীবিত আছেন। নীচ স্বার্থপরতা যদি ভারতে স্থান না পাইত তবে কি ভারত-ভূমির এরূপ দুর্দ্দশা হইত ?

শৃঙ্খলা।

"The least confusion but in one, not all
That system only, but the whole must fall."

Pope.

"Good order is the foundation of all good things."

Burke.

শৃঙ্খলা শব্দের অর্থ এই যে, বহুসংখ্যক বস্তু যথাস্থানে এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে রাখা হইয়াছে, অথবা বহু সংখ্যক কার্য্য যথা সময়ে এরূপ পর্য্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হইয়াছে, যেন তাহাদিগের দ্বারা কোন অভীষ্ট অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। লর্ড পামারষ্টন্ বলিয়াছেন, "যে সকল কার্য্যের শৃঙ্খলা হওয়া সম্ভব, সেই সকল কার্য্যে উহা না থাকিলে তাহারা সুসপন্ন হইতে পারে না।"

শৃঙ্খলা কার্য্যের প্রাণস্বরূপ। শৃঙ্খলা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না, অথচ ইহা থাকিলে অল্পসময়ের মধ্যে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। শৃঙ্খলাশূন্য ব্যক্তি সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না, শৃঙ্খলাপ্রিয় ব্যক্তি তাহা কয়েক ঘণ্টাতেই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন।

পৃথিবীতে ব্যক্তিমাত্রেরই এত কার্য্যভার যে তদ্বিষয়ে একটী বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া না চলিলে, তিনি কদাচ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হন না। যদিও তাহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে যে, সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হউক, তথাচ

শৃঙ্খলা না থাকিলে সেই সকল কার্য্যে এত গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং চারি দিক হইতে তাহাকে এরূপ জড়িয়া ধরে যে, তাহার সেই ইচ্ছা কখনই ফলবতী হয় না। কার্য্য গুলির মধ্যে কোন্‌টী পূর্ব্বে ও কোন্‌টী পরে সম্পন্ন করিবেন তাহা তিনি ঠিক করিতে সমর্থ হন না; এবং নানা গোলযোগে কোন কার্য্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। অতএব সকল কার্য্যেই শৃঙ্খলা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

যিনি যে অবস্থাপন্ন লোক হউন না কেন, তাহার উপরে নিজের, নিজ পরিবারের ও সমাজের এত কার্য্যভার রহিয়াছে যে, তাহাদিগের জন্য একটী দৈনিক কার্য্যপ্রণালী না থাকিলে, সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, প্রত্যুত তাহাদের মধ্যে একটী কার্য্য আর একটীর পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া পড়ে। সেসিল্‌ বলিয়াছেন, "শৃঙ্খলা, বাক্‌স-মধ্যে জিনিষ রাখিবার ন্যায়। নির্ব্বোধ ব্যক্তি একটা বাক্‌সের মধ্যে যে পরিমাণ জিনিষ রাখিতে সমর্থ হয়, তাহার দেড়া জিনিষ নিপুণ ব্যক্তি তন্মধ্যে রাখিতে পারেন।"

টমাস্‌ফুলার বলিয়াছেন, "তোমার চিন্তাগুলিকে সুচারু শৃঙ্খলাসহকারে সাজাইয়া রাখ। শৃঙ্খলাবিহীন ব্যক্তি বোঝা বহন করিবার সময় একটা জিনিষ ভূমিতে পড়িয়া যায়, আর একটা তাহার স্কন্ধোপরি ঝুলিয়া পড়ে এবং পদে পদে গতি রোধ করে, কিন্তু শৃঙ্খলাবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ জিনিষ সুন্দর রূপে বোঝা বান্ধিয়া বহন করে। কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। যে ব্যক্তি সুশৃঙ্খলায় নিয়মিত কার্য্য সম্পন্ন করে, সে অনিয়মী ব্যক্তির দ্বিগুণ কার্য্য অল্প সময় মধ্যে অতি সহজে

সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। অনিয়মী যে কার্য্য সমূহের ভারে বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, নিয়মী ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ কার্য্য স্থিরচিত্তে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করে।”

আমাদের দেশে বহুসংখ্যক স্কুলের ছাত্র বৎসরের অধিকাংশ সময় আলস্যে ক্ষেপণ করিয়া পরীক্ষার দুই এক মাস পূর্ব্বে এত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন যে, তাহাতে, হয় রোগগ্রস্ত হইয়া পরীক্ষা দিতে পারেন না, না হয় পরীক্ষান্তেই উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া আকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহারা যদি বৎসরের প্রথম হইতে একটী নিয়মানুসারে সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এরূপ দুর্ঘটনা কখনও হয় না। শৃঙ্খলা সকল কার্য্যের মায়ামন্ত্র। ইহার প্রভাবে সকল সময়ে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। শৃঙ্খলা পূর্ব্বক পদার্থ সকল যথাস্থানে রাখিয়া এইরূপে বোঝা প্রস্তুত করিতে হয় যে, তাহাদিগকে বহন করা সুবিধাজনক হইতে পারে; কার্য্য সকলকে নিয়মানুসারে সম্পন্ন করিতে হয়; যথা নিয়মে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয়; নিজের ধন সম্পত্তি নিয়মানুসারে সদ্ব্যয়ে নিয়োগ করিতে হয়। সুবিখ্যাত লর্ড লিটন বলিয়াছেন, “যিনি পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত ধন রত্নগুলি পৃথক পৃথক করিয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখেন, এবং প্রয়োজনানুসারে কোথায় কি পাওয়া যাইবে তাহা সম্যক অবগত থাকেন, তিনি অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্থানচ্যুত হন না, তিনিই শৃঙ্খলার—অর্থাৎ কৃতকার্য্যতা লাভের অন্তিম ও সর্ব্বপ্রধান উপায়ের—রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।”

যে ব্যক্তি নিয়মানুসারে চলিতে থাকেন, ঔদাস্য বশতঃ

তাহার কোন কার্য্য পড়িয়া থাকে না, অথবা নিতান্ত ব্যস্ততা হেতু কোন কার্য্য অসম্পূর্ণ বা অনালোচিত থাকে না। তিনি দেখেন যে স্বভাব নিয়মে পরিপূর্ণ। স্বভাবের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে তিনি সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার চিহ্ন দেখিতে পান। দিবা-রাত্রি ও ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি তাহাকে শিক্ষা প্রদান করে। তিনি স্বভাব-প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়া সুখে ও শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাহার সমস্ত চিন্তা ও কার্য্য নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে প্রধান প্রধান কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্তগুলি নিয়মানুসারে সম্পন্ন করেন; তিনি প্রত্যেক দিবসান্তে পরীক্ষা করিয়া দেখেন সেই দিবসের কোন্ কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ না ঘটে তজ্জন্য সাবধান হন। দুঃখ, বিরক্তি ও নিরাশা তাহার নিকটস্থ হইতে পারে না।

প্রকৃত কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্যটী প্রথমে সম্পন্ন করিবার জন্য একমনে যত্ন করেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি পরিশ্রমকে ভয় করে, তাহারা প্রথমে সাধারণ কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিয়া, পরে বৃহৎ কার্য্য করিবে এই আশায় তাহা রাখিয়া দেয়, এবং তাহার ফল এই হয় যে, ঐ কার্য্য আর কখনও সম্পন্ন হয় না। কারণ, চতুর্দ্দিক হইতে কার্য্যের স্রোত এত প্রবল বেগে আসিয়া পড়ে যে, ঐ বৃহৎ কার্য্য করিবার সময় থাকে না। তাহারা প্রধান কার্য্য অবহেলা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন, এবং আপন লঘুচিত্ততার পরিচয় প্রদান করেন।

যাহার মন যতদূর উন্নত তিনি সেই পরিমাণে বৃহৎ কার্য্য করিতে ভাল বাসেন। উন্নত ব্যক্তিগণ দুই-একটী অকিঞ্চিৎ-কর কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াও যাহাতে বৃহৎ কার্য্য পূর্ব্বে সম্পন্ন করিতে পারেন তজ্জন্য যত্ন করেন। অতএব কোন্ কার্য্য গুলি প্রধান ও পূর্ব্বে করিতে হইবে এবং কোন্ গুলি শেষের জন্য থাকিবে তাহা বিবেচনা করা শৃঙ্খলার এক প্রধান অঙ্গ। যেমন কোন ঝুড়ির মধ্যে রাশিকৃত অলঙ্কার থাকিলে, অথবা তাহাদিগকে যথাস্থানে পরিধান না করিয়া হস্তালঙ্কার পদে, কর্ণালঙ্কার নাসিকায় ধারণ করিলে, তাহাতে স্ত্রীলোকের শোভা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাসই হয়, এবং তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার পরিচয় প্রদান করে; সেইরূপ কার্য্য সকলকে স্তূপাকার করিয়া রাখিলে, অথবা পূর্ব্বের কার্য্য পরে ও পরের কার্য্য পূর্ব্বে সম্পন্ন করিলে, তাহাতে উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিই হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তার নির্ব্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাব্যঞ্জক হয়। অতএব কার্য্য সকলকে প্রথমতঃ তাহাদের প্রাধান্য অনুসারে এমন সুচারুরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হইবে যেন পর্য্যায়ক্রমে তাহাদিগকে সম্পন্ন করা যায়; তৎপরে একে একে তাহা-দিগকে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কোল্টন বলিয়াছেন; "চঞ্চ-লতা কার্য্যবিনাশক ও দুর্ব্বলচিত্তের পরিচায়ক। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি পিঞ্জরবদ্ধ কাঠ বিড়ালের ন্যায় সততই পরিশ্রম করে কিন্তু তাহা ফলপ্রদ হয় না। সে সততই গমন করে, কিন্তু বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারে না; সে পথস্থিত চড়কিকলের ন্যায় সকলের সম্মুখেই পতিত হয় কিন্তু কাহারো গতিরুদ্ধ করিতে পারে না; সে অনেক কথা বলে কিন্তু তাহার মধ্যে

সারাংশ অল্পই থাকে ; সকল পদার্থই তাহার নয়ন. গোচর হয়, কিন্তু সে কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করেনা ; অগ্নির মধ্যে তাহার বহু-সংখ্যক লৌহ আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুই চারিটী ব্যতীত আর গুলি উষ্ণ হয় নাই এবং যে কয়টীও উষ্ণ হইয়াছে, তাহা-দ্বারা তাহার অঙ্গুলী পোড়ামাত্র সার হয়।”

সুবিখ্যাত সার ওয়াল্‌টার্ স্কট্ বলিয়াছেন, “তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি অবিলম্বে সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ কর। কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বে কখনও বিশ্রাম করিও না। সৈন্য-গণ যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন পুরোভাগের সৈন্যগণ সুচারু-রূপে গমন না করিলে পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যগণ মধ্যে যেমন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। হস্ত-স্থিত কার্য্য সকল সর্ব্বপ্রথমে নিয়মিতরূপে সম্পন্ন না করিলে অন্যান্য কার্য্য সকল পশ্চাতে সঞ্চিত হইয়া আমাদিগকে সজোরে আঘাত করিতে থাকে এবং ব্যাকুল করিয়া তুলে।” লর্ড্ চেষ্টার্‌ফিল্‌ড্ বলিয়াছেন, “কার্য্যে সত্বরতা নিতান্ত প্রয়ো-জন। নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে যত সত্বর কার্য্য নির্ব্বাহ হয় আর কিছুতেই সেইরূপ হয় না। যদি কোন অসম্ভাবিত অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় উপস্থিত না হয়, তবে একটী কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়া অলঙ্ঘনীয় রূপে তাহার অনুসরণ জন্য প্রাণপণে যত্ন করা উচিত। সপ্তাহের মধ্যে কোন বিশেষ দিবসের একঘণ্টা তোমার হিসাবাদি সুশৃঙ্খল করিবার জন্য স্থির করিয়া রাখ, ইহাতে ঐ কার্য্যে তোমার সময় ও অধিক ব্যয় হইবে না, অথচ তোমার ঠকিবার সম্ভাবনা অল্পই থাকিবে ; সাধারণ রকমের ক্ষুদ্র ও ব্যবহার্য্য একখানা বহি রাখিবে।

যদি দৈবাৎ কোন কার্য্যে দুই তিন ঘণ্টা অধিক ব্যয় করা আবশ্যক হয়, তবে তাহা তোমার শয়নের সময় হইতে ধার করিবে।

লর্ড্ বেকন বলিয়াছেন, "যথার্থ সত্বরতা অতি বহুমূল্য পদার্থ। যেমন অর্থ দ্বারা বস্তু সকল ক্রয় করা যায় তদ্রূপ সময়ের দ্বারা কার্য্যের পরিমাণ হয়। সেথানে সত্বরতা নাই, সেথানে কার্য্য সকলকে অতি মহার্ঘ দরে খরিদ করিতে হয়। স্পার্টা ও স্পেইন দেশের লোকগণ কার্য্য বিলম্বের জন্য বিখ্যাত; এজন্য একটী নীতি কথা প্রচলিত আছে যে, আমার মৃত্যু যেন স্পেইন দেশ হইতে আইসে কারণ তাহা হইলে তাহার আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে।"

শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান ও সময় এই দুইটী প্রধান বস্তু। ইহাদের প্রতি সাবধানতা পূর্ব্বক দৃষ্টি রাখিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। এসম্বন্ধে দুইটী নীতি কথা আছে। প্রথমতঃ "প্রত্যেক বস্তুর জন্য স্থান এবং প্রতেক বস্তু যথাস্থানে সজ্জিত।" দ্বিতীয়তঃ, "প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় এবং প্রত্যেক কার্য্য যথা সময়ে সম্পন্ন।"

সত্বরতা যেমন কার্য্য সম্পাদনের প্রধান অঙ্গ তদ্রূপ অতি সত্বরতা বা অযথা সত্বরতা কার্য্য সম্পাদনের পক্ষে অনিষ্টকারী। 'কতক্ষণ কার্য্য করিলাম' ইহাদ্বারা কার্য্যের পরিমাণ না করিয়া 'কার্য্যের কতদূর সম্পন্ন হইল,' তাহা দেখা, উচিত। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত শীঘ্র করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে তাহা সুসম্পন্ন না হইয়া বরং নষ্টই হয়।

শৃঙ্খলানুসারে যিনি কার্য্য করেন তাঁহার আচরণ, কার্য্য-

কলাপ, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। আমাদের চিত্ত এত চঞ্চল যে সহজেই তাহা নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে। এই চাঞ্চল্য দূর করিবার একমাত্র উপায় নিয়ম। নিয়ম অবলম্বন না করিলে কোন লোকই একভাবে কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। নিয়ম অবলম্বন করা ও তদনুসারে চলা প্রথমতঃ কতকদিন কষ্টকর হয় বটে, কিন্তু একবার অভ্যাস হইলে ঐ নিয়ম কষ্টকর না হইয়া বরং সুখদায়কই হইয়া উঠে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে মনে অনুতাপ উপস্থিত হয়।

নিয়মী ও শৃঙ্খলাপ্রিয় ব্যক্তির গতি গগনবিহারী নক্ষত্রগণের ন্যায় চিরকালই একরূপ। তিনি কার্য্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া শান্তিসুখ ভোগ করেন, লোকমণ্ডলীর বিশ্বাস ও আদরের পাত্র হন এবং তাঁহার হস্তে কোন কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে কেহই সন্দেহ করে না।

যে ব্যক্তি কার্য্য সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে জানে না, তাহার কার্য্য সহজে নিষ্পন্ন হয় না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নক্ষত্র সকলকে স্তূপে স্তূপে সাজাইয়া একএকটী স্বতন্ত্র নাম দিয়াছেন এবং এই প্রকার শৃঙ্খলা না থাকিলে জ্যোতির্ব্বিদ্যা আরও ভয়ানক জটিল ও কঠিন হইত। এইরূপে বোধসৌকর্য্যার্থে পণ্ডিতগণ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতির মধ্যে পদার্থ সকলকে স্তূপে স্তূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত আডিসন্ বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আপন চিন্তা সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ' করিতে পারে না, তাহাকে অনেক অনা-

বক্তৃকীয় কথা বলিতে হয় এবং বৃক্ষপত্রের প্রাচুর্য্য বশতঃ ফল ঢাকিয়া থাকার ন্যায় তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য বাক্যাড়ম্বরে আবৃত হইয়া অদৃশ্য হয়।” অনিয়মী ব্যক্তি ক্ষেত্র মধ্যে যব, গম, আলু, পটোল, ধান্য, ফল, পুষ্প, ঘাস একত্র উৎপন্ন করিয়া সফলকাম হইতে চাহে এবং বৃথা পরিশ্রম ও সময়ের অপ-ব্যবহার করে। সে বর্ণমালার অক্ষর গুলি বিশৃঙ্খল ভাবে একত্রিত করিয়া শব্দ প্রস্তুত করে যাহাতে বাস্তবিক কোন মনোগত ভাব প্রকাশ হইতে পারে না। তাহার প্রতি লোক-দিগের অশ্রদ্ধা জন্মে, অতি সামান্য কার্য্যেও তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেনা।

সংসর্গ।

“Keep good company, and you shall be of the number.—*George Herbert*.

“It is a common saying that men are known by the company they keep. The sober do not naturally associate with drunken, the refined with the coarse, the decent with the dissolute.”—*Smiles*.

মানব অত্যন্ত সংসর্গ প্রিয়। সে সাধারণতঃ সমাবস্থ, সমবয়স্ক, সমস্বভাব, ও সমাভিপ্রায়ান্বিত ব্যক্তির সহিত বাস করিতে ভাল বাসে। সে নিজের ইচ্ছামত সঙ্গিগণকে মনোনীত করিয়া লয়। যাহাদের সঙ্গে তাহার রুচি এবং অভ্যাসের সমতা আছে তাহাদের সংসর্গই তাহার সন্তোষজনক হয়।

কারণ, সঙ্গিগণ সমভাবাপন্ন না হইলে তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাব থাকে না; প্রত্যুত, বাদ বিসম্বাদ ও নানাপ্রকার অসন্তোষকর এবং বিরক্তিজনক ঘটনা সমূহ আসিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলে। এজন্যই লোক আপন আপন ইচ্ছানুসারে সমস্বভাবসম্পন্ন ও সমাবস্থ সঙ্গিগণ মনোনীত করিয়া তাহাদিগের সংসর্গে জীবন যাপন করিতে ভাল বাসে।

একজন জ্ঞানী লোক যদি এক মূর্খকে তাহার সঙ্গি করেন, একজন সম্ভ্রান্ত লোক যদি কৃষকের সংসর্গে পতিত হন, এবং সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি যদি তস্করের সঙ্গে একত্র হন, তবে তাহাতে তাহাদিগের সুখসন্তোষ হওয়া দূরে থাকুক, নিজ চরিত্র এবং সম্মানের ভয়েই তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়েন। এই হেতু জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির চরিত্র, অভিপ্রায়, রুচি ও গুণের বিষয় তাহার সঙ্গিগণ দেখিয়াই বিবেচিত হইতে পারে; কারণ, কোন মনুষ্য অসমভাবাপন্ন লোকের সংসর্গে বাস করিতে ইচ্ছা করে না ও ভালবাসে না। যেমন আলো এবং অন্ধকার এক স্থানে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সৎ ও অসৎ লোকের মধ্যে কদাচ মৈত্রীভাব হইতে পারে না। নিরীহ মেষশাবকের সঙ্গে হিংস্রক ব্যাঘ্রের এবং কপোতের সঙ্গে শকুনের মিত্রতা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ একে অন্যের বিপরীতভাবাপন্ন।

হিতোপদেশের মধ্যে একটী শ্লোক আছে তাহার ভাবার্থ এই যে, "যে বস্তুর সঙ্গে যাহার যোজনা সম্ভবে, জ্ঞানিগণ সেই দুই বস্তু একত্রে সম্মিলিত করেন; যাহাদের মধ্যে

খাদ্য খাদক সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে কদাচ প্রীতিস্থাপিত হইতে পারে না।" কোন সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে হইলে তাহাকে ধার্ম্মিক ও শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়, কিন্তু যখন পুলিসের কোন লোক চোর অথবা বদ্মাইসের অন্বেষণে বহির্গত হয়, তখন সে নানা দুরাচারিতাপূর্ণ স্থানে ও নানাজাতীয় অসৎ ও দুষ্ট লোকদিগের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করে, কারণ, কুলোক, কুস্থানে ও কুসংসর্গে থাকিতে ভাল বাসে। অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, লোকমণ্ডলী সংসর্গ দ্বারা মানবের দোষগুণ বিচার করে, কারণ, কোন ঝাঁকের মধ্যে সমস্তই এক জাতীয় পক্ষী থাকে অন্য রকমের একটী পক্ষীও তন্মধ্যে লক্ষিত হয় না।

সৎ ও অসৎ সংসর্গ দ্বারা যে মানবগণ সৎ ও অসৎ লোকের পরীক্ষা করে, তাহার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে। তাহা এই যে, মনুষ্য—বালক, বৃদ্ধ, যুবা,—মাত্রই অনুকরণপ্রিয়। বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সে অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করে। যাহাদিগের দ্বারা সে সতত পরিবেষ্টিত থাকে, তাহাদিগের প্রদর্শিত উদাহরণ সকল সে অনুরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। যেমন আমাদিগের আহার্য্য বস্তুর গুণানুসারে শরীরের পুষ্টিসাধিত হয়, তদ্রূপ সদসৎ সংসর্গের উদাহরণ অনুসারে আমাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবৃত্তি পরিপোষিত হয়। ফলতঃ যে সকল লোক সতত আমাদের নিকটে থাকে, তাহাদিগের আলাপ, ব্যবহার, গতি, অঙ্গভঙ্গি, অভ্যাস, চিন্তা ও কার্য্যসমূহ আমরা অনুকরণ

করিয়া চলিতে থাকি এবং এই অনুকরণ সততই যে আমরা জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছা পূর্ব্বক করি এরূপ নহে।

যে সকল বস্তু সতত আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করে, যে সকল কার্য্য ও ঘটনা সতত আমাদিগের নয়নগোচর হয়, সেই সকলের ক্ষমতা এত অধিক যে তাহারা আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে, এবং অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মায়। ক্রমে আমরা যতই বড় হইতে থাকি ততই ঐ সকলের অনুকরণে আসক্তি হয় এবং অবশেষে তাহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া চরিত্রের উপর কার্য্য করে। অতএব সংসর্গ দ্বারা যে মনুষ্যগণ আমাদের চরিত্র সম্বন্ধে বিচার করেন, তাহা সর্ব্বথা ন্যায়ানুমোদিত ও সঙ্গত।

সংসর্গই লোকের প্রকৃত স্বভাব নির্ণায়ক। ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও অধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। চুরি করা যে দোষ ইহা যদি চোর না জানিত, তবে সে মিথ্যা কহিয়া অথবা পলায়ন করিয়া নিজের দোষ ঢাকিতে যত্ন করিত না। মনুষ্যদিগকে যদি বাল্য কাল হইতেই সতত নীতি শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে তাহাদিগের সতের প্রতি আদর ও অসতের প্রতি ঘৃণার আধিক্য হয়; তখন স্বভাবতঃ তাহাদিগের মন উচ্চ ও সৎ পথে ধাবিত হইতে চাহে, তাহারা শিক্ষিত ও সাধুলোকদিগের সংসর্গ অন্বেষণ করে এবং ঐ মহাত্মাদিগের সৎকার্য্য, সদালাপ, সদাচার প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের মন উৎসাহে ও জীবন্তভাবে পরিপূর্ণ হয়; তাহাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়; তাহাদের কার্য্য, আলাপ, আচার ও ব্যবহারে দোষগুলি সংশোধিত হয়; অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র

প্রশস্ত হয়; সংক্ষেপতঃ সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির উৎকৃষ্ট গুণ সকল বিদ্যুতের ন্যায় তাহাদের শরীর ও মনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহাদিগকে সাধু ও সচ্চরিত্র করিয়া তুলে। কারণ, তাহারা সাধু দৃষ্টান্ত সকল দেখিয়া নিজের সদিচ্ছা সমুহ বৃদ্ধি করেন; স্থিরপ্রতিজ্ঞা সকল অধিকতর দৃঢ় করেন; নিজের কার্য্যকলাপ অধিকতর দক্ষতা সাহস ও পরিশ্রমের সহিত নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন; দিন দিন নূতন উন্নতি ও নূতন সুখ লাভ করিয়া প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হন এবং নিজের উন্নত চরিত্র ও কার্য্য দ্বারা ভ্রাতৃবর্গের ও স্বদেশের উপকার সাধন করিয়া মানবজন্ম সফল করেন।

সাধুতা লোকের মনকে স্বভাবতঃ মোহিত করে ও তদুপরি নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। সাধুব্যক্তি মানব সমাজের রাজা, তিনি চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় সকলের মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকেন, তথাকার লোকগণ এক অপূর্ব্ব জীবন্তভাবে পূর্ণ হয়। তাঁহার কার্য্য কলাপ তাহাদিগকে বিস্ময়ান্বিত করে, এবং তাহাদিগের অন্তর উচ্চভাবে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ করে। তিনি চন্দ্রমার ন্যায় তাহাদিগের উপর নিজের সুস্নিগ্ধ রশ্মি বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরম শোভায় শোভিত করেন। তাহার সদালাপ, সদুপদেশ, সদ্দৃষ্টান্ত পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে পবিত্রতা ও ধর্ম্মে অলঙ্কৃত করে।

সাধুসংসর্গে লোক যেমন উন্নত হয়, অসাধুসংসর্গে আবার সেইরূপ অধোগামী হয়। কুসংসর্গ সংক্রামক রোগের ন্যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অসৎ লোকদিগের সংসর্গে গমন

করে, সে সঙ্গিদিগের, কুকর্ম্ম, কদর্য্য ব্যবহার, কুঅভিলাষ, নীচতা প্রভৃতির স্পর্শে ক্রমে তাহাদিগের সমাবস্থ হইয়া উঠে। সে উচ্চ প্রকৃতির লোক হইলেও সতত কুব্যবহার দেখিতে দেখিতে অসৎ কর্ম্মের প্রতি তাহার ঘৃণার হ্রাস হইতে থাকে। মানব সর্ব্ব প্রথমে পাপকে এত ভয়ানক ঘৃণা করে যে, পাপ কার্য্য দেখিলে তাহার রোমাঞ্চ হয়; কিন্তু কুসংসর্গে পতিত হইয়া সর্ব্বদা পাপকার্য্য সকলকে সম্মুখে দেখিতে দেখিতে ক্রমে সে তাহাদিগের সঙ্গে পরিচিত হয়, পরে তাহাদিগকে নিকটস্থ হইতে দেয়, পরে তাহাদের উপস্থিতিতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকে, পরে তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে, অবশেষে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করে।

পাপ সমূহ এরূপ ভয়ানক পদার্থ যে তাহারা একটী সূচ্যগ্র সমান ক্ষুদ্র রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলে তাহা দ্বারা প্রবেশ করিতে থাকে, এবং একবার তাহাদের হস্তে পড়িলে তাহারা এত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া থাকে যে, অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং অসামান্য ও অতি দৃঢ় মানসিক বল না থাকিলে তিনি কদাচ তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না।

অসৎ সংসর্গের অনেক দোষ। ইহা লোকের সুনাম কলঙ্কিত করে; পাপের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে; মনকে অতিশয় নীচভাবাপন্ন করিয়া নরকতুল্য করে; সৎকার্য্য, সৎলোক, সদালাপ প্রভৃতির প্রতি ঘৃণা উৎপাদন করে; নানা প্রকার দুর্ব্বলতা ও চঞ্চলতা দিন দিন আনয়ন করে। তখন উচ্চ আশা ও উৎকৃষ্ট অভিলাষ সকল মন হইতে ক্রমে ক্রমে পলায়ন করে; সাধু ও

জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করা ও তাঁহাদের দোষানুসন্ধান করা অসৎ জীবনের এক কার্য্য হইয়া পড়ে; পাপ করিতে সাহস জন্মে; এইরূপে কুসংসর্গ মানবকে নীচতার গভীরতম প্রদেশে লইয়া যায়; সে সাঁতার ভুলিয়া চিরকালের জন্য নরকে মগ্ন হয় এবং জীবনকে মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক বোধ করে ও অতি কষ্টে দিনাতিপাত করে।

এরূপও দেখা যায় যে, যাহারা কুসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের চরিত্রের মধ্যে কুসংসর্গ-স্পর্শদোষজনিত কিঞ্চিৎ মালিন্য রহিয়াছে। এজন্য একজন জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন, "যদিও কুসংসর্গের অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে না পারুক, কিন্তু সেই অগ্নির ধূম অন্ততঃ তোমাকে কলঙ্কিত করিবে।" প্রসিদ্ধ জেমস্‌ফক্‌স্‌ যৌবনকালে ঐ দোষে দোষী ছিলেন, এ জন্য তাহার বক্তৃতাদির মধ্যেও অসভ্যতা, অনবধানতা, ন্যায় ও নীতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ কুসংসর্গের সংক্রামক দোষ হইতে ঐ সংসর্গ-চারী কোন ব্যক্তি মুক্ত থাকিতে পারে না।

অন্ধকার যেমন পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুগুলিকেও তমসাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ নানা সদ্‌গুণসমন্বিত ব্যক্তিও যদি কুসংসর্গ আশ্রয় করেন, তবে তাহার সমস্ত গুণরাশি কুসংসর্গস্পর্শে অন্ধকার-ময় হইয়া যায়। যেমন এক কলসী দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্র পতিত হইলে সমস্ত দুগ্ধ নষ্ট হয়, সেইরূপ রাশি-কৃত উৎকৃষ্ট বস্তু অপকৃষ্ট বস্তুর স্পর্শমাত্রে নষ্ট হইয়া যায়। এক গ্লাস পরিষ্কৃত জলে এক ফোটা কালী পড়িলে কি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জল ঈষৎ কালবর্ণ হয় না? তদ্রূপ প্রভূত-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি

যদি কিয়ৎ পরিমাণে কুসংসর্গ-দোষাশ্রয় করেন তবে তাহার গুণরাশি কি কলঙ্কিত হইবে না? যেমন নির্ম্মল সলিলা নদী কর্দ্দম কলুষিত নদীর সংস্পর্শে মলিনা হয়, তদ্রূপ সাধু লোকের নির্ম্মল চরিত্র কুলোকের সংস্পর্শে মলিন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

কুসংসর্গরূপ অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সুধীর ও সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি ব্যস্ততা সহকারে সাবধানতা অবলম্বন করেন। কুসংসর্গ দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি বিবেকরূপ প্রহরীকে সর্ব্বদা মনদ্বারে নিযুক্ত রাখেন, কারণ, চর্ম্মনির্ম্মিত জলপূর্ণ স্থালীর একমাত্র ছিদ্র দ্বারা যেমন সমস্ত জল বহির্গত হইয়া যায়, তদ্রূপ চরিত্রের একটু সামান্য রন্ধ্র দ্বারা সদ্‌গুণ সকল ক্রমে ক্রমে পলায়ন করে।

এই সমস্ত কারণে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সতত সাধু সংসর্গে গমনাগমন করেন; সাধুদিগের আলাপ, ব্যবহার, কার্য্য-প্রণালী অবলোকন পূর্ব্বক নিজের দোষগুলি সংশোধন করেন; তাঁহাদের চরিত্রবল দেখিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিজের চরিত্র-দোষ দূর করেন; কুআলাপ, কুব্যবহার, কুকর্ম্ম প্রভৃতি বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথে বিচরণ করিতে থাকেন এবং পরম সুখে জীবন যাপন করেন।

অলসতা।

"Idleness offers up the soul, as a blank to the Devil for him to write what he will upon it.

Dr. South.

"In works of labour or of skill,
Let me be busy too,
For Satan finds some mischief still
For idle hands to do."

Dr. Watts.

বার্টন বলিয়াছেন, "অলসতা শরীর ও মনের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহা কুবুদ্ধি পোষণ করে এবং নানা অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মায়। ইহা সাতটী (১) ভয়ঙ্কর মহাপাপের মধ্যে একটী। ইহা সয়তানের উপাধান ও প্রধান বিশ্রাম স্থান। যখন একটী কুক্কুরও অলস থাকিলে রোগাক্রান্ত হয়, তখন অলস মনুষ্য কিরূপে এই অলসতার হস্ত হইতে বিনা কষ্টে মুক্তি লাভ করিবে? শারীরিক অলসতা অপেক্ষা মানসিক অলসতা অধিকতর ভয়ানক, কারণ অলসতা ব্যাধি স্বরূপ, আত্মার মরিচা স্বরূপ, সংক্রামক মহামারী স্বরূপ,' এবং জাজ্বল্যমান নরকস্বরূপ। যেমন স্রোতবিহীন জলের মধ্যে নানা প্রকার কীট ও কদর্য্য লতা গুল্ম প্রভৃতি জলজবৃক্ষ জন্মে, তদ্রূপ অলস মনের মধ্যে দূষিত ভাব ও কুচিন্তা সকল উদয় হয় এবং আত্মা অপবিত্র হইয়া অধঃপতনোন্মুখ হয়।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে

---

(১) নরহত্যা, লম্পটতা, লোভ, পেটুকতা, দাম্ভিকতা, ঈর্ষ্যা এবং অলসতা,—এই ৭টী বাইবেল অনুসারে ভয়ঙ্কর মহাপাপ।

পারি যে, পুরুষ কি স্ত্রীলোক যদি অলস হয়, সে যে অবস্থাপন্নই হউক না কেন,—ধনী বা উচ্চবংশীয়ই হউক, ভাগ্যবান বা সুখীই হউক,—যে পর্য্যন্ত সে অলস থাকিবে সেপর্য্যন্ত কথনই সে প্রকৃত সুখী হইতে পারিবেনা, কারণ, তদবস্থায় তাহার শরীর মন কথনও ভাল অবস্থায় থাকেনা; সততই ক্লান্তি, বিরক্তি, নিরুৎসাহ, অরুচি ক্রন্দন, দীর্ঘনিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতির দাসত্ব করিয়া সে পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থ সকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে এবং সেই সকল পদার্থ শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাউক বা বিনষ্ট হউক এরূপ ইচ্ছা করে, অথবা কোন কল্পনার স্রোতে ভাসিতে থাকে।"

অলসতা অশেষ দোষের আকর। যেমন কোন উদ্যানকে পরিষ্কৃত না করিলে তাহা শীঘ্রই কুবৃক্ষে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ মনকেও অলসতা হইতে মুক্ত না রাখিলে তাহা নানা কুপ্রবৃত্তি ও পাপের প্ররোচনায় নরক তুল্য হইয়া উঠে। আলস্য মন্দ মন্দ গতিতে গমন করে, কিন্তু উহা এমন ভয়ানক সংক্রামক যে উহার স্পর্শমাত্রে সকল সদ্গুণ বিনাশ হইয়া যায়। যত প্রকার দোষ, পাপ ও অসৎকর্ম্ম সংসারকে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহারা সকলেই আলস্য হইতে উৎপন্ন। অতএব সমস্ত দোষের আকর ও আমাদের সকল সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ অলসতাকে যত শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল।

ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়াছেন, "পরিশ্রমে যত শীঘ্র শরীর ক্ষয় করে, অলসতার মরিচায় শরীর তদপেক্ষা অধিক শীঘ্র ক্ষয় হয়, কেননা ব্যবহৃত চাবি সততই পরিষ্কৃত থাকে।" পোপ্ বলিয়াছেন, "যেমন অত্যুৎকৃষ্ট ভূমিখণ্ডও নানা কুবৃক্ষ দ্বারা কলঙ্কিত হয় তদ্রূপ আমরা মনোবাগানে যদি ধর্ম্মবীজ

বপন না করি তবে পাপে সমস্ত মনকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিবে।" কাউপার বলিয়াছেন, "কাঁটা শূন্য ঘড়ীর যেমন চলা না চলা উভয়ই নিষ্ফল, অলস ব্যক্তিও ঠিক সেই রূপ।" রোক্‌ফুকল্‌ড বলিয়াছেন, "কেবল যে উচ্চ আশা, প্রেম প্রভৃতি মনের উগ্র প্রবৃত্তিই সর্ব্বোপরি প্রবল হইয়া জয়লাভ করে এমন নহে। অলসতা যদিও উগ্র নহে তথাচ ইহা সদ্‌গুণ সকলকে পরাস্ত করে, আমাদের সকল কার্য্যও ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করে এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের সকল উৎসাহ ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে বিনাশ করে।"

আমরা অনেকে ক্ষুদ্র কার্য্যে, আমোদ প্রমোদে, অথবা বেশবিন্যাসে অনেক সময় কাটাইয়া মনে করি যে অলসতা হইতেছে না,—কার্য্যই চলিতেছে,—কিন্তু স্কট্‌লাণ্ড দেশে এ সম্বন্ধে যে একটী প্রবাদ আছে তাহা জানিলে আমাদের সে ভ্রম দূর হইবে। গাথাটী এই, "যে ব্যক্তির বর্ত্তমান কার্য্যাপেক্ষা অধিকতর উত্তম কার্য্যে রত হওয়া সম্ভবপর, তাহাকেই অলস বলা যায়।" এই প্রবাদ প্রথমে শুনিতে অত্যন্ত কঠোর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলেই ইহার সত্যতা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। যিনি অন্যের কার্য্যাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহার ঐ প্রকার কার্য্য লইয়া সময়াতিপাত করা কি অলসতা নহে? যিনি উত্তম কার্য্য করিতে সক্ষম, তিনি যদি সাধারণ অথবা অধম কার্য্যে সময় নষ্ট করেন, তাহাকে কি আমরা অলস বলিব না? অতএব আলস্য সম্পর্কে যত কথাই কেন বলা না হউক, কিন্তু এইটী যে একটী প্রধান কথা তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

যে ব্যক্তি কার্য্য করা অপেক্ষা কার্য্যের বিরাম ভালবাসে তাহাকেই অলস বলা যাইতে পারে। বিসপ্ উইল্‌বার ফোর্স্ বলিয়াছেন,—"আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অধিক বা অল্প পরিমাণে বিশ্রামানুরক্তি,—অলসতা ও বিলাসপ্রিয়তা—বিদ্যমান আছে। ইহা নানা ব্যক্তির অন্তরে নানা ভাবে কার্য্য করে, কিন্তু শেষ ফল সকলেরই এক হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ কষ্টকর কার্য্য হইলেই তাহা করিতে মন উঠে না,—পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে ইচ্ছা হয় না। কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, বালকেরা প্রশংসাজনক কার্য্য হইতে ফিরিয়া আইসে, কারণ, তাহা শ্রমজনক এবং কষ্টকর; তাহারা যে কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিতে পারে তাহাতেই রত থাকে, সুতরাং কখনও কোন কঠিন ব্যাপারের মধ্যে পড়িলে বুদ্ধিহারা হইয়া সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।"

হেইন্ ফ্রিচ্ ওয়েল্ তাহার রচনাবলীর মধ্যে লিখিয়াছেন, "অলস লোক অন্যের বিরক্তিজনক ও অপকারক জঞ্জাল বিশেষ। সে কোন ব্যক্তির কিছু উপকারে আইসে না; সে পরিশ্রমজনক জীবন-পথের অনাহূত পথিক; সে আমাদিগের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ দাঁড়ায় এবং আমরা তাহাকে ঘৃণাপূর্ব্বক অপসারণ করিয়া স্থানান্তরিত করি; সে কাহারও হিত করে না, বরং কার্য্যে ব্যস্ত ব্যক্তিদিগকে বিরক্ত ও অসুখী করে; সে মানব সমাজে এক স্বতন্ত্র রকমের লোক,—তাহার আলস্য পোষণার্থ যথেষ্ট ধন থাকিতে পারে, অথবা সে সংসারে সংস্রবাবান্বিত বন্ধুগণকে কিয়ংকাল বঞ্চনা করিতে পারে বটে, কিন্তু উভয় প্রকারেই সে সর্ব্বসাধারণের ঘৃণার পাত্র হয়।"

লাভেটার্ বলিয়াছেন, "যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে, মনুষ্য চরিত্রে পুরুষানুগত দোষ কি? তাহা হইলে তুমি কি বিবেচনা কর যে আমি অহঙ্কার, ভোগাভিলাষ উচ্চ আশা কিম্বা দাম্ভিকত্তার নাম করিব? না; আমি উত্তর করিব, অলসতা। যে ব্যক্তি আলস্যকে জয় করিতে পারে সে অবশিষ্ট সকলকেই পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়।" সুবিখ্যাত ভল্টেয়ার বলিয়াছেন,—"যাহারা সময়ের অপব্যবহার করেন তাহাদেরই গণনাতে ভুল হয়, নতুবা তাহারা একটী দিবসকে ক্লান্তিজনক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া জীবনকে এত সংক্ষেপ কেন মনে করিবেন? কার্য্য দ্বারাই আমরা জীবনের প্রকৃত সুখ উপভোগ করি এবং আলস্য দ্বারা জীবন্মৃত হই; কারণ, মনুষ্যের প্রাণ অগ্নির ন্যায়, ইন্ধন না পাইলে নিজেই জ্বলিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

ডাক্তার জন্সন্ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি স্মরণ করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, যে সকল কুচিন্তা তাহার মনকে আন্দোলিত ও দূষিত করিতেছে, তাহারা সকলেই এমন কোন সময়ে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল যখন তিনি অলস ছিলেন। যে ব্যক্তি আলস্যকে সকল দোষের আকর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তিনি কখনই সূক্ষ্মদর্শীর ন্যায় নিজের ও অন্যান্য লোকের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে পরীক্ষা পূর্ব্বক জীবন-পথে অগ্রসর হন নাই।" কোল্টন্ বলিয়াছেন,—"আলস্য, দরিদ্রতা ও লজ্জার প্রসূতি।"

বিখ্যাত সেল্ডেন্ বলিয়াছেন, "মনুষ্যদিগের মধ্যে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এমন কি, তাহারা সকলে এক জাতীয় কি না

তদ্বিষয়ে সময়ে সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মানবজাতির মধ্যে কোন দুই ব্যক্তির শরীর যদিও একই প্রকারে গঠিত, তথাচ এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা সুঠাম ও বলিষ্ঠ হওয়ার এক-মাত্র কারণ এই যে, একজন অঙ্গচালনা ও ব্যায়াম দ্বারা নিজ শরীরের কান্তি ও বল বৃদ্ধি করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তি তাহা করে নাই। মস্তিষ্কের বল সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটে,—এক ব্যক্তি যত্ন, পরিশ্রম ও উৎসাহের দ্বারা অধ্যয়নশীল হন, অন্য ব্যক্তি অলস হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকে, এবং তজ্জন্যই সে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তুলনায় অধম বলিয়া প্রতি-পন্ন হয়।"

ইটালী দেশে একটী নীতি-কথা প্রচলিত আছে তাহা এই যে, "পরিশ্রমী ব্যক্তিকে একটীমাত্র ভূতে চালায়, কিন্তু অলস ব্যক্তি সহস্র ভূত কর্ত্তৃক প্রলোভিত হয়।" একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, "আলস্য আত্মার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং তন্মধ্যে দস্যু তস্করাদি প্রবেশ করিয়া বহুমূল্য রত্ন সকল অপহরণ করে।"

সুবিখ্যাত কারলাইল্ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে সক্ষম, তাঁহার আশা আছে। কেবল আলস্যের মধ্যেই নির-বচ্ছিন্ন নিরাশা বর্ত্তমান। যে ব্যক্তি কার্য্যকে সুখজনক বলিয়া বোধ করেন, তাঁহার জন্য প্রতি দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যেই অশেষ সুখ-ভাণ্ডার রহিয়াছে। তিনি,—'আমাদের প্রিয়তম বস্তু নিজ নিজ পদ সন্নিহিত রহিয়াছে'—কবিশ্রেষ্ঠ ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের এই বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন।"

একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন,—"যে সকল ব্যক্তি

পরম রমণীয় যৌবন কাল আলস্যে ক্ষেপণ করে, তাহারা বৃদ্ধকালে দুঃখী ও দরিদ্র হয়। কারণ, শরীর ও মনকে অলসতার দ্বারা একবার ভোগ-বিলাস-তৎপর করিলে আর তাহাদিগকে সহজে ফিরান যায় না। যৌবনে যে আলস্য ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ উপার্জ্জনে যত্নশীল না হয়, সে বৃদ্ধকালে আর কদাচ তাহা করিতে পারে না। যে গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করিয়া না রাখে, সে শীতকালে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সুসময়ে কার্য্য না করিলে শেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। সৌরভ বিশিষ্ট গোলাপপুষ্প অধিক দিন স্থায়ী হয় না; পূর্ণ বিকাশের সময় চলিয়া গেলে, দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি গোলাপের পরিবর্ত্তে কাঁটা প্রাপ্ত হয়। অতএব যৌবন কালে আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষম হওয়া প্রত্যেকের উচিত, নতুবা বৃদ্ধ বয়সে দরিদ্রতা ও দুঃখ নিশ্চয় আক্রমণ করিবে।”

কেহ কেহ মনে করেন যে, অল্প সময় আলস্যে ক্ষেপণ করিলে তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, একটী অগ্নি স্ফুলিঙ্গেই বৃহৎ অগ্নি উৎপন্ন করিতে পারে। সর্পের ডিম্ব প্রথমাবস্থায় বিনাশ করা খুব সহজ কিন্তু একবার তাহা হইতে সর্প বাহির হইলে, তাহার বিনাশ সাধন সামান্য যত্ন ও পরিশ্রমের কর্ম্ম নহে। যদি প্রথমোদ্যমেই আলস্যকে মন হইতে দূর করা না যায়, তবে উহা ক্রমে ক্রমে প্রশ্রয় পাইয়া আমাদিগকে এত দৃঢ় রূপে বন্ধন করে যে অত্যন্ত যত্ন করিয়াও আমরা উহার দৈত্যবল সম্পন্ন ও বজ্রসমান দৃঢ়বন্ধন অতিক্রম করিতে পারি না।

আলস্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত।

জেরিমি টেলার বলিয়াছেন,—আলস্য ত্যাগ করিয়া তোমার বিশ্রামের ঘণ্টা সকলকে কঠিন এবং হিতকর কার্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ কর, কারণ, যখন মন অলস ও শরীর সচ্ছন্দে থাকে তখনই কুবাসনা সকল অন্তরে প্রবেশ করে। কোন সুখী, সুস্থ, অলস বক্তিকে প্রলোভন দেখাইলে সে কখনও নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না। যত প্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমজনক কার্য্যই অধিক উপকারী, ও কুবুদ্ধি দূর করিবার পক্ষে অতীব ফলোপধায়ক।"

ভারতবাসী পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা আলস্যকে অধিক ভাল বাসেন। তিনি নিজে কষ্ট না করিয়া ফলভোগ করিতে অতীব তৎপর এবং তাহা পারিলে তাহার বড়ই আনন্দ হয়। তিনি লজ্জা, সম্ভ্রম, স্বাধীনতা স্বাবলম্বন প্রভৃতি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া সরকারী চাকুরীর জন্য সতত অস্থির। যদি কোন স্থানে একটী কর্ম্ম খালি হয় তবে সেই কার্য্যের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে সহস্র সহস্র দরখাস্ত আসিতে থাকে। এই সমস্ত কিসের লক্ষণ? ইহা কি শারীরিক শ্রমজনক কার্য্য-বিমুখতা প্রকাশ করে না?

বন্ধুতা।

"O Friend, my bosom said,
Through thee alone the sky is arched,
Through thee the rose is red,
All things through thee take nobler form."

Emerson.

একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন,—"বিশ্বস্ত বন্ধু সংসারের অভেদ্য দুর্গ। যিনি এরূপ বন্ধু লাভে সমর্থ হইয়াছেন তিনি বহুমূল্য রত্ন-ভাণ্ডারের অধিপতি। বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে কিছুরই উপমা হয় না, তাঁহার শ্রেষ্ঠতা অমূল্য-নিধি, তিনি সংসারের পরম ঔষধ।" সুবিখ্যাত বক্তা ছিছিরো বলিয়াছেন, "বন্ধুতা দ্বারা আমাদের সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস হয়; কারণ, বন্ধু আমাদের সুখে সুখী হইয়া তাহা দ্বিগুণিত করেন, এবং দুঃখে দুঃখভাগী হইয়া তাহা হ্রাস করেন।"

হিন্দুশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—"যিনি উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে সহায় থাকেন, তিনিই বন্ধু।" বঙ্গবাসী একজন প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন,—

"তুচ্ছ সেই অমৃত-ভাণ্ড বন্ধুতার কাছে,
বন্ধু বসন্তের পদ্ম, শরতের শশী,
বন্ধু সমুদ্রের রত্ন, বিপদের অসি,
বন্ধু যার আছে তার কি ধন না আছে?"

এই বর্ণনাটী কি মধুর! কি মনোহারিণী! বস্তুতঃ বন্ধুর ন্যায়

অদ্ভুদ্ বস্তু সংসারে কিছুই নাই। যে ব্যক্তি এই সংসারে বন্ধু-বিহীন, সে কি দুর্ভাগ্য জীব! এই বিচিত্র সংসার তাহার নিকট মরুভূমির তুল্য।

সাধারণতঃ মনুষ্য আপন গুণকীর্ত্তন এবং অন্যের নিকট যাচ্ঞা অথবা সানুনয়ে দয়া প্রার্থনা করিতে কষ্ট ও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু তাহার বন্ধু বিনা কষ্টে, বিনা লজ্জায় ঐ সকল কার্য্য তাহার জন্য অতি চমৎকাররূপে সম্পন্ন করেন। অপর দিকে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সন্তানের সঙ্গে কথা বলিবার সময় পিতার উপযুক্ত বাক্য সকল, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিবার সময় স্বামীর উপযোগী কথা সকল, পিতামাতার সঙ্গে সৎ-পুত্রোচিত বাক্য সকল, বলিতে হয়; শত্রু বা প্রতিযোগীর নিকট কথা বলিবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়; এইরূপে সকল ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিবার সময়েই কোন না কোন অন্তরায় তাহার সম্মুখে থাকে, কিন্তু বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিবার সময় তাহার হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, সরল-ভাবে হৃদয় হইতে কথা-স্রোত,—সুখ দুঃখের কথা-স্রোত—প্রবাহিত হইতে থাকে; মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির নিকট যাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন না, বন্ধুর নিকটে আসিয়া অবাধে সেই সমস্ত কথা বলিতে পারেন, এবং হৃদয়ের যত রোগ, যত যাতনা, যত বেদনা, যত বিকলতা, সমস্ত বন্ধুর সংসর্গে দূর হইয়া যায়; এজন্যই মহৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বন্ধুকে "সংসারের পরম ঔষধ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সংসারে প্রকৃত বন্ধুতার ন্যায় মহোপকারক পদার্থ আর কিছুই নাই। ইহা বিপদ-সঙ্কুল সংসারের নিরাপদ

দুর্গ। ইহা মানবের মনকে উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ করে। যখন তিনি দুঃখ, দারিদ্র, বিপদাপদে অভিভূত হইয়া সংসার অন্ধকারময় দেখেন, তখন বন্ধুতার রমণীয় আলোক তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যায়। বন্ধু নিজ জ্ঞানের দ্বারা, উপদেশ পূর্ণ বাক্যের দ্বারা, তাহার অন্ধকার-পূর্ণ মনকে আলোকিত করেন; তাহাকে ঐ সকল দুরবস্থা হইতে মুক্ত করিতে প্রাণপণে যত্ন করেন; তাহার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করেন; সংসারের নানা বিভীষিকা-পূর্ণ ঘটনা সকলের মধ্যে তাহার চালক হন এবং তাহাদের সঙ্গে সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম করেন। তিনি আপন উচ্চ-কামনা ও সদ্ভাব সকল বন্ধুর মনে রোপন করেন; যথার্থরূপে বিবেচনা করিয়া সদুপদেশ প্রদান করেন; অসৎপথ হইতে নিবর্ত্তিত করেন; সৎকার্য্যে সাহস দেন ও সহায়তা করেন; দুঃখের একাংশ নিজে বহন করিয়া তাহার লঘুতা সম্পাদন করেন; সুখাংশ গ্রহণ করিয়া আপন আনন্দপূর্ণ ভাব দ্বারা তাহা বর্দ্ধন করেন; বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রাণান্তেও প্রকাশ করেন না; কটুবাক্য বলিয়া কদাচ তাহার অন্তরে বেদনা দেন না; কথনও কোন কারণে গর্ব্ব করিয়া বন্ধুকে নিজের অপেক্ষা হীনাবস্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না; বিপদকালে বন্ধুকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন না এবং বন্ধুর নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না।

যে ভাগ্যবান ব্যক্তি যথার্থ বন্ধুতার সুধাময় রসাস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই সংসারে যথার্থ সুখী। তাঁহার ঐ সুখ তিনি সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপত্যের সঙ্গেও বিনিময় করিতে

চাহেন না। বন্ধুতা তাঁহার কার্য্য, চিন্তা ও জীবনকে অমৃত-ময় করিয়া তুলে। তিনি বন্ধুর নিকট পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন, অমনি কোথা হইতে যেন পবিত্র, মধুময়, তেজোময় ভাব সকল উৎকৃষ্ট শব্দে অলঙ্কৃত হইয়া তাঁহার লেখনীমুখ হইতে বিনিঃসৃত হয়। যখন তিনি বন্ধুর বিষয় চিন্তা করেন, তখন তাঁহার মন যেন এক অনির্ব্বচনীয় মধুময় স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তিনি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া করমর্দ্দন পূর্ব্বক সভ্যতার সামান্য নিয়ম অনুসরণ করেন না, কিন্তু গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক উভয়ের আত্মাকেই যেন একত্র সংলগ্ন করিতে চাহেন।

সুপ্রসিদ্ধ এমার্সন বলিয়াছেন, "বন্ধুতা মানবকে সম্পূর্ণ-রূপে তন্ময়ত্বে পরিপূর্ণ করে।" আমি ইংলণ্ডে গমন করি-লাম; আমার নিশ্চয় জানা আছে যে, আমার মনের সকল বৃত্তিই কার্য্য করিতেছে; আমি এই আশায় তথাকার লোকদিগের অনুসরণ করিতেছি, এই আশায় গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেছি, যে, ইহারা আমার মনকে বন্ধুত্ব-বন্ধন বিমুক্ত করিয়া নিজের অধীন করিয়া দিবে। কিন্তু ইহারা কিছুই করিতে পারিল না; ইংলণ্ড যেন মৃত-মনুষ্য পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, পুস্তকগুলি যেন তাহাদের প্রেতাত্মার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; আমি দেখিলাম যে, ইহারা আমার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। আর একটী ঘটনা পরীক্ষা করি। চলুন, বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি এবং আস্পর্দ্ধা সহকারে তাহা-দিগকে বলি "তোমরা কে? আমাকে ছাড়িয়া দেও;

আমি আর পরবশ হইব না।” তাহাদিগকে যদিও মৌখিক ও দৃশ্যভাবে এরূপে পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু অন্তরে তাহারা পুনঃ পুনঃ দর্শন দিয়া আমার উচ্চ গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে লাগিলেন।

অহো! বন্ধুতা কি রমনীয় পদার্থ! ইহার মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত সুখ। মানব ইহার অবলম্বনে শত শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করেন; শত শত নিরাশজনক ঘটনাকে পরাস্ত করেন; শত শত শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও সাহসপূর্ব্বক জীবন-পথে অগ্রসর হন এবং বিপদকে বিপদ বলিয়াই বোধ করেন না। ‘বন্ধু’ এই অক্ষরদ্বয় তাহার নিকট কি মাধুর্য্যময়! তিনি হর্ষোৎফুল্ল লোচনে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে চিন্তা করেন “শোক ও শত্রুভয় নিবারণ, প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন, ‘বন্ধু’ নামে এই রত্নতুল্য অক্ষরদ্বয় কে সৃষ্টি করিয়াছে?” ‘বন্ধু’ এই শব্দমাত্রেই তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে,—তাহার মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

সংসারের একদিকে প্রকৃত বন্ধু যেমন মহোপকারক, অন্য-দিকে কপট বন্ধু তদ্রূপ অতি ভয়ানক। সে স্বার্থ-সাধনের জন্য সতত অনুগত থাকিয়া মিত্রতা প্রকাশ করে এবং সুবিধা পাইলেই বন্ধুর সর্ব্বনাশ পূর্ব্বক নিজের অভিষ্ট-সিদ্ধি করিয়া পলায়ন করে। ঐশ্বর্য্যের সময় যখন ধন-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে তখন আসিয়া সে নিজের ভালবাসা দেখায় এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামী হয়, কিন্তু যখন বিপদ কি দুরবস্থায় আক্রমণ করে, তখন সে উপায়হীন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এজন্যই একজন বঙ্গবাসী বিখ্যাত কবি লিখিয়াছেন,—

"সুবর্ণের পরীক্ষক অনল যেমন।
বান্ধবের পরীক্ষক বিপদ তেমন॥
অগণন মিত্রগণে ডাকেন সম্পদ।
তাদের পরীক্ষা লন কেবল বিপদ॥"

ফলতঃ বিপদে পতিত হইলেই যথার্থরূপে শত্রুমিত্রের পরীক্ষা হয়। বন্ধু, বন্ধুর বিপদ দেখিয়া কদাচ সুস্থির থাকিতে পারেন না; এবং শত্রু, শত্রুর বিপদ দেখিয়া কদাচ সুখে উল্লসিত না হইয়া থাকিতে পারে না। একটী নীতি-কথা আছে যে, "অভ্যুদয়ের সময়ে বিস্তর বন্ধু মিলে, কিন্তু দরিদ্রতার সময়ে বিশজনের মধ্যেও একজন প্রকৃত বন্ধুরূপে পরিণত হয় না।"

বাইবেলে লেখা আছে যে, "সংসারে আমাদিগকে এই ভাবে চলিতে হইবে, যেন অধিকাংশ লোকই আমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হন; পরে তাহাদিগের মধ্য হইতে অত্যল্প-সংখ্যক বন্ধু বাছিয়া লইতে হইবে। মিষ্টভাষী হইলে হিতাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; কারণ, যাহার রসনা অমৃতবর্ষণ করে, তিনি লোকের দ্বারা সম্মানিত ও আদৃত হন। সকলের সঙ্গেই সুহৃদভাবে চলিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু সহস্র ব্যক্তির মধ্য হইতে একজনকে তোমার উপদেশক ও মন্ত্রীর পদ প্রদান করিবে। যদি যথার্থ বন্ধু প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, হঠাৎ তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, কারণ কোন কোন লোক কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য বন্ধুভাব প্রদর্শন করে এবং বন্ধু দুর্দ্দশাপন্ন হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে। কোন কোন বন্ধু এপ্রকারও আছে যে, তাহাদিগের সঙ্গে কলহ বা অমত হইলেই বন্ধুর

সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। অন্য কতকগুলি লোক সুখ-সমৃদ্ধির সময়ে বন্ধুতা করে, কিন্তু বিপদের সময় বন্ধুর সহায়তা করা দূরে থাকুক, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না; বন্ধুর সৌভাগ্যের সময়ে তাহারা বন্ধুর অর্থদ্বারা সৌভাগ্যশালী হয়, কিন্তু যখনই তাহার অবস্থার অবনতি হয় তখন হইতে আর তাহারা বন্ধুকে মুখ দেখায় না। অতএব সতর্কতা সহকারে শত্রু হইতে অন্তর থাকিয়া প্রকৃত বন্ধুর সংসর্গে সুখে কালযাপন করা উচিত।"

বাইবেলে অন্য একস্থানে লেখা আছে যে, "পুরাতন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিও না; নূতন বন্ধুর সঙ্গে তাঁহার উপমা হয় না। নূতন বন্ধু নূতন মদিরার ন্যায়; পুরাতন হইলেই তাহা পান করিয়া সন্তোষলাভে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি বন্ধুকে কটুবাক্য বলে, সে বন্ধুতার মনোহর শৃঙ্খল ভগ্ন করে। যদি তুমি বন্ধুর প্রতি অসি নিষ্কাসিত কর তথাচ নিরাশ হইও না, কেননা, ভবিষ্যতে তোমাদের পুনর্ম্মিলন হওয়া সম্ভব; যদি তুমি তোমার বন্ধুর অমতে কোন কথা বলিয়া থাক তজ্জন্য দুঃখিত হইও না, কারণ ভবিষ্যতে তোমাদের মতের ঐক্য হইতে পারে; কিন্তু যদি তুমি তোমার বন্ধুকে কটুবাক্য কহিয়া থাক, অথবা তাহার নিকটে অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাক, কিংবা তাহার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া থাক, তবে তোমাদিগের আর মিলন হইবে না, নিশ্চয় জানিও। যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করে, সে কখনও তাহার বন্ধুর ভালবাসাতে পুনঃস্থাপিত হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি তাহার শত্রুকে যেমন বিনাশ করে,

বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিও সেইরূপ বন্ধুতা উৎপাটন করে। একটী পাখী হস্ত হইতে উড়িয়া গেলে যেমন আর তাহাকে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিও পুনর্ব্বার বন্ধুর মন পায় না। সে যদি বন্ধুর পশ্চাদ্ধাবিত হয় তথাচ তাহাকে ধরিতে পারে না, কেননা সে অনেক দূর গিয়াছে,—সে পাশ-মুক্ত কুরঙ্গের ন্যায় সতর্ক হইয়াছে। কটু বাক্য বলিলেও বিনয় করিয়া বন্ধুর মন পুনর্ব্বার পাওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতকতার পরে সে আশা কখনই করা যাইতে পারে না।”

সংসারে যখন বন্ধুতা দ্বারা সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, সংঘটিত হয়, তখন অতিশয় সাবধানতা সহকারে বন্ধু-মনোনীত করিয়া লইতে হইবে। এ সম্বন্ধে স্কটলণ্ড দেশে একটী নীতি-কথা প্রচলিত আছে তাহা এই যে, “কোন ব্যক্তিকে বন্ধুত্বে বরণ করিবার পূর্ব্বে বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখিবে, এবং যখন তোমার নিরপেক্ষ জ্ঞানদ্বারা বুঝিতে পারিবে যে, তিনি তোমার হৃদয়ের উপযুক্ত, তখন তাহাকে সন্তুষ্ট চিত্তে আলিঙ্গন করিবে এবং তাহার চিত্তবিনোদনার্থ যত্ন করিতে হইবে; সাহস সহ-কারে তোমার গুপ্ত কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিবে; তোমার চিন্তা তাহার চিন্তার সঙ্গে মিশ্রিত করিতে হইবে; তাহাকে তোমার নিজের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহার সঙ্গে তদ্রূপ ব্যবহার করিবে; তুমি যদি দৃঢ়তার সহিত তাহাকে বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া বিবেচনা কর, তিনি কখনই অবিশ্বাসী হইতে পারিবেন না।” গ্রীস দেশীয় সুবিখ্যাত বক্তা ডিমস্থেনিস্ বলিয়াছেন, “বন্ধুতা বাক্য দ্বারা দৃঢ় হয় না, কিন্তু পরস্পর আনুকূল্য ও সমবেদনা দ্বারা সুদৃঢ় হইয়া থাকে।” গোল্ড-

স্মিথ্ বলিয়াছেন, "আমি পুরাতন পুস্তক, পুরাতন মদ্য এবং পুরাতন বন্ধু ভালবাসি।" সেল্‌ডেন্ বলিয়াছেন, "পুরাতন বন্ধু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইংলণ্ডেশ্বর জেম্‌স্ সর্ব্বদাই পুরাতন জুতা পরিধান করিতে ভাল বাসিতেন, কারণ, সেই জুতা তাঁহার পায়ে অতি সুন্দররূপে ও সহজে লাগিত।" একজন জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন, "যাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া তুমি বিশ্বস্ত-বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহাদিগকে তোমার হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে।"

কবিশ্রেষ্ঠ সেক্স্‌পিয়ার বলিয়াছেন, "সকলকেই ভালবাস, কিন্তু অত্যল্প সংখ্যক লোককে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস কর। তোমার শত্রুর প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহারে তৎপর না হইয়া ক্ষমতাতে তাহার দমন-যোগ্য হও। তোমার বন্ধুকে হৃদয়ানন্দকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং নিজে বাচালতার জন্য তিরস্কৃত না হইয়া বরং নির্ব্বাক্ থাকার জন্য অনুযুক্ত হও।" সাউথ্ বলিয়াছেন, "বন্ধুর দোষ ঢাকিয়া রাখা, অপরাধ ক্ষমা করা, কলঙ্ক অদৃশ্য করা, নিস্তব্ধ ভাবে তাহার দুর্ব্বলতা দূর করা, তাহার গুণ প্রকাশ করা এবং তাহার সুখ্যাতি ঘোষণা করা, মহৎ ও প্রশস্ত চিত্তের কার্য্য।" সুবিখ্যাত গিটা বলিয়াছেন, "যিনি সংসারের লোক সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহার কথায় কে কর্ণপাত করিবে?" ইংলণ্ডের আদি কবি চসার বলিয়াছিলেন, "যদি স্বচক্ষেও বন্ধুর দোষ দেখ, তথাচ সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা ক্ষমা করিবে এবং সুন্দর রূপে ঢাকিয়া রাখিবে।" একটী নীতি-কথা আছে যে, "যদি কোন বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা না থাকে, তবে আমাদিগের নিজের সমস্ত

দোষ ও অন্তরের সমস্ত কথা কখনও অন্যের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়।” সুপ্রসিদ্ধ হাজ্লিট্ বলিয়াছেন, “বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে, এবং যাহাদিগকে তোমার পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা নাই এমন বন্ধুগণের সঙ্গে, কদাচ ঝগড়া করিও না; কারণ এ প্রকার ক্ষত কখনই নির্দ্দোষ হইয়া শুকায় না।” তিনি আরও বলিয়াছেন, “কখনও এমন বিবেচনা করিও না যে, লোকের নিকট নিজের প্রাধান্য দেখাইয়া তুমি তাহাদিগের বন্ধুতা লাভ করিতে পারিবে; অন্য লোকের প্রশংসার জন্য লালায়িত না হইয়া, তাহাদিগের সদিচ্ছা ও ভালবাসা লাভে যত্নশীল হও।”

বন্ধু বিশ্বস্ত হইলে যেমন সুখের কারণ হয়, অবিশ্বাসী হইলে তেমনই ভয়ানক শত্রু হইয়া উঠে। প্রসিদ্ধ উইচার্লি এই বিষয়টী অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন, “প্রধানতঃ বন্ধু নামের আবরণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই ভয়ানক শত্রু হইতে পারে না। যদি তুমি প্রতারণা দ্বারা তোমার আপন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাক, তবে তাহা তোমার বন্ধুরই কার্য্য, কারণ, তোমার সম্পত্তি কখনই তুমি প্রকাশ্য-শত্রু হস্তে ন্যস্ত কর নাই। যদি তোমার সম্মান ও সুখ্যাতির হ্রাস হইয়া থাকে তাহাও তোমার বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ হইয়াছে, কারণ, তুমি তোমার শত্রুর নিকট কখনই এমন কোন কার্য্য কর নাই যদ্দারা তোমার সুনামের উপর কলঙ্ক আসিতে পারে।” বিখ্যাত এরিষ্টকেনিস্ বলিয়াছেন, “জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শত্রু হইতে শিক্ষালাভ করেন। শত্রু তাঁহাদিগের পরিণামদর্শিতাকে সতত প্রহরীস্বরূপ জাগরিত রাখে। এই সদ্গুণ মানবগণ

বন্ধু হইতে শিক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু শত্রুগণের সাক্ষাৎ মাত্রই তাহারা এই গুণ সমন্বিত হন। শত্রু হইতেই নগর-বাসিগণ অতুচ্চ প্রাচীর ও যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, বন্ধু হইতে তাহারা ঐ শিক্ষালাভ করেন নাই।" সুবিজ্ঞ টমাস্ ফুলার্ বলিয়াছেন, "নিতান্ত অধম বলিয়া কোন ব্যক্তিকে রুষ্ট করা উচিত নহে, কেন না, আমরা গল্পের পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে, সামান্য গুবরেপোকাও, উৎক্রোশ নামা বৃহৎ রাজপক্ষীকে ত্যক্ত করিতে পারে এবং ক্ষুদ্র মুষিকও, সিংহকে ফাঁদ হইতে বন্ধনোন্মুক্ত করিতে সমর্থ হয়।" অতএব যখন ক্ষুদ্রকে রুষ্ট করাতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা ঘটে, তখন বলবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে রুষ্ট করিলে আরও কত অধিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়। এজন্যই সেল্‌ডেন্ বলিয়াছেন, "তোমার প্রবল শত্রুর প্রতিও দোষারোপ করিও না, কিন্তু তাহাকে প্রশংসা কর, যেন দৈবাৎ তাহার হস্তে পতিত হইলে সে তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হয়।"

স্পেন্‌দেশীয় কোন এক ব্যক্তির মৃত্যু সময়ে অনুতাপ উদ্দীপিত করিবার জন্য পুরোহিত বলিলেন, "যাহারা পাপ করে তাহারা নরকে সয়তান কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে উত্ত্যক্ত ও দণ্ডিত হয় এবং তাহাদের যাতনার সীমা থাকে না।" তাহাতে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি বলিলেন, "আমার প্রভু সয়তান বোধ হয় এত নিষ্ঠুর নহেন।" পুরোহিত তাহার এই বাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আসন্ন-মৃত্যু হইয়াও সয়তানকে 'প্রভু' নামে সম্বোধন করিতেছ! এযে তোমার ভয়ানক অন্যায়!" মুমূর্ষু ব্যক্তি তাহাতে উত্তর করিলেন, "আমি

জানি না যে, কাহার হস্তে পড়িব, যদি সয়তানের হাতেই পড়িতে হয়, তবে তাহার সুনাম করাতে তিনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন, এই আশায় ঐরূপ উত্তর দিয়াছি।”

লর্ডচেষ্টার্‌ফিল্‌ড্‌ বলিয়াছেন, “যেখানে কোন এক ব্যক্তিকে তুমি নিষ্ঠুর শত্রুতে পরিণত করিতে ইচ্ছা কর না, সেখানে তোমার ঘৃণা, ন্যায়সঙ্গত হইলেও, লুক্কায়িত রাখা উচিত; কারণ, মানবগণ স্বকৃত দুষ্কর্ম্মাপেক্ষাও নিজের দুর্ব্বলতা এবং ত্রুটি অন্যকে জানাইতে অধিকতর অনিচ্ছুক হয়। যদি তুমি ইঙ্গিত দ্বারা জানাও যে, কোন ব্যক্তিকে তুমি নির্ব্বোধ মূর্খ, অভদ্র বা আনাড়ী বলিয়া মনে কর, তবে, তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে দুষ্টলোক বলিলে সে তোমাকে যত ঘৃণা করিত, তদপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা করিবে এবং সেই ঘৃণা অধিক দিন স্থায়ী হইবে।” মাকিয়াভেলি বলিয়াছেন, “শত্রুকে অনিষ্ট করিবার ধমক না দেওয়া ও ভয় প্রদর্শন না করা পরিণাম-দর্শিতার প্রধান উদ্দেশ্য; কারণ, উহাতে শত্রুর কোন অনিষ্ট হয় না, অথচ সে সাবধান হয় ও অতি ঘোরতর শত্রু হইয়া পড়ে, এবং সর্ব্বদা প্রতিহিংসার চেষ্টা করে।” লোকের আপন গৃহের বন্ধুগণ শত্রুতে পরিণত হইলে, তাহারা বড়ই মারাত্মক শত্রু হইয়া উঠে। অতএব আপন গৃহে কদাচ শত্রুতার সৃষ্টি করা উচিত নহে। স্বগৃহে ভৃত্যদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, বন্ধুদিগকে নিজ নিজ কার্য্যের জন্য পুরস্কার করা, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত।

সংক্ষেপতঃ বন্ধুতা ও শত্রুতার উপর আমাদিগের সাংসারিক

সুখ দুঃখ, ভাগ্যাভাগ্য নির্ভর করে। যিনি যথার্থ জ্ঞানী ও পরিণাম-দর্শী, তিনি বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের নিকট হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন; তিনি বন্ধুসমীপে আপন অভিপ্রায় ও চরিত্রের দোষ গুণ ব্যক্ত করিয়া, চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করেন; তাহার বন্ধু অভ্রান্ত ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইবেন, তিনি এরূপ আশা করেন না; কেননা, লোকের ঐরূপ হওয়া অসম্ভব, বিশেষতঃ এরূপ আশা করিলে তাহা কদাচ সফল হয় না এবং বন্ধুতাতে পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি না হইয়া বরং অশ্রদ্ধাই জন্মে। তিনি বন্ধুর দোষ হৃষ্টচিত্তে ক্ষমা করেন; বন্ধুকে বিপদ সম্পদের সহায় জানিয়া সতত তাঁহার সঙ্গে অমায়িক ও সরল ব্যবহার করেন, এবং বন্ধুর জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হন না। 'বন্ধু' এই বাক্য উচ্চারণ মাত্র তাহার নিকট সমস্ত সংসার, সমস্ত পদার্থ, সমস্ত কার্য্য, সমস্ত ভাব অমৃত তুল্য বোধ হয়। আহা! এরূপ ব্যক্তিই যথার্থ ভাগ্যবান! এরূপ ব্যক্তির জীবনই ধন্য! তিনি ইহলোকে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া পরলোকেও সুখী হইবার পথ উজ্জ্বল করেন। বাইবেলে লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, অথচ বলে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, সে মিথ্যাবাদী; কারণ, যে ব্যক্তি দৃশ্যমান ভ্রাতাকে ভাল বাসিতে পারে না, সে অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে কিরূপে ভালবাসিবে?" যিনি বন্ধুকে হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রেম দান করিতে পারেন, তিন ইহপরলোকের প্রকৃত বন্ধু পরমেশ্বরকে প্রেম করিবার উপযুক্ত হন; তাঁহার ইহলোক

পরলোক উভয় স্থানেই সুখ; তিনিই যথার্থ সৌভাগ্যশালী মানব; তাঁহার মানব-জীবনই সার্থক। তিনি বন্ধুগত প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে অপার প্রেম-জলধি মহান্ ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকেন; তাঁহার হৃদয়ে সতত সুখ শান্তি বিরাজ করে; তাঁহার হৃদয় অক্ষয় রত্নভাণ্ডার তুল্য হয়; তথায় কেবল সুখ, কেবল শান্তি, কেবল নির্ম্মলতা, কেবল প্রসন্নভাব, সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে, এবং তাঁহাকে এই পৃথিবীই স্বর্গীয় সুখের আভাস প্রদান করে।

স্ত্রীজাতি।
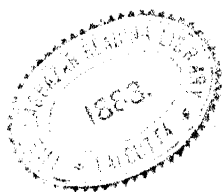
"If God had designed woman as man's master, He would have taken her from his head; if as his slave, He would have taken her from his feet; but as He designed her for his companion and equal, He took her from his side."

Saint Augustine.

"In the husband wisdom, in the wife gentleness."

George Herbert.

এক মহাত্মা স্ত্রীজাতিকে "দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণের স্বর্গীয় দূত" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ফলতঃ স্ত্রীচরিত্র এমনই কোমল, এমনই মাধুর্য্যময় যে, দুর্ব্বল ব্যক্তি দেখিলেই স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ তাহাকে সহায়তা করিতে যত্ন করেন, দুঃখী ব্যক্তির

ক্লেশে তাঁহার অন্তর ফাটিয়া যায়, শোকার্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণে তাঁহার মন এত বিচলিত হয় যে, তিনি তাহাকে সান্ত্বনা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; রোগীর শীর্ণকায় ও মলিন মুখ দেখিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন এবং শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে স্বাস্থ্য-সুখ ভোগে সমর্থ করেন। হস্পিটেল অর্থাৎ ডাক্তারখানা নামে রোগীদিগের যে পরম বন্ধু আমরা এখন সচরাচর দেখিতে পাই, ইহা সর্ব্বপ্রথমে একজন স্ত্রীলোক নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া, তজ্জন্য এত প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহা দ্বারা রোগীদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যয় উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইত।

স্ত্রীজাতির স্বভাব এতই দয়াপূর্ণ যে, অন্যের দুঃখ দর্শন মাত্র তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। একদা প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মঙ্গোপার্ক এফ্রিকা দেশে,—একাকী, বন্ধুবিহীন হইয়া ঘোরতর বিদেশ মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, সন্ধ্যাকালে এক গ্রামে গমন পূর্ব্বক ঐ গ্রামবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন,—তিনি কিছু খাদ্য দ্রব্য এবং রজনীতে শয়নার্থ উপযুক্ত স্থান পাইবার জন্য ইচ্ছাজ্ঞাপন করিলেন,—তাহাতে ঐ অসভ্যগণ কিছুমাত্র দয়া প্রদর্শন না করিয়া, তাঁহাকে রুক্ষ ভাবে তাড়াইয়া দিল। তিনি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই ঘোরতর ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কার মধ্যে, সেই ভয়ঙ্কর সিংস্র জন্তু-পরিপূর্ণ জঙ্গলের মধ্যে এক বৃক্ষের তলায় রাত্রি যাপন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন; এমন সময়ে একটী দরিদ্র নিগ্রো স্ত্রীলোক মাঠে সারাদিন পরিশ্রম করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে, তাঁহাকে সেই ভয়ানক অবস্থায়

রাত্রি যাপনে প্রস্তুত দেখিতে পাইল, এবং সদয় হইয়া তাঁহাকে আপন কুটীরে লইয়া গেল, ও তথায় যাইয়া আহার্য্য বস্তু, শয়নার্থ শয্যা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার ক্ষুধা ও শ্রান্তি দূর করিবার আয়োজন করিয়া দিল। মঙ্গোপার্ক অসভ্য রমণীতে এরূপ অদ্ভুত দয়া ও সৌজন্য দেখিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

রমণীর অত্যুচ্চ গুণ সকল তাঁহার কোমল স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়। তিনি মানব জাতির সর্ব্বাবস্থায় ধাত্রীস্বরূপ। তিনি অসহায়দিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন; আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করেন; এবং তাঁহার নিজ প্রকৃতির কোমলতা দ্বারা শান্তি ও সন্তোষ বিস্তার পূর্ব্বক পুরুষদিগের চরিত্র গঠন করেন। তাহার অন্তরের গঠনই এইরূপ যে তাহা দয়ালুতা, কোমলতা, সাধুতা, সহিষ্ণুতা, প্রেম, আশা ও বিশ্বাস দ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি যে দিকে চক্ষু ফিরান,—যাহাতে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, তাহাই উজ্জ্বলতা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়। তাঁহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি বিষণ্নভাবকে প্রসন্নতায় পরিণত করে, দুঃখীর দুঃখ দূর করে, এবং শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করে।

পুরুষ প্রত্যেক অবস্থায় রমণীগণের দ্বারা পরিচালিত হন। তিনি শৈশব কাল মাতৃক্রোড়ে কাটান; বাল্যাবস্থায় ভগিনীদিগের সঙ্গে খেলা করেন ও তাহাদের নিকট হইতে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন; যৌবনকালে প্রণয়িনী তাহার পরামর্শদাতা ও পথ প্রদর্শক হন এবং পরিণত বয়সে গৃহিণী

তাহার প্রকৃত বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়তমা সখীরূপে বর্ত্তমান থাকেন। এইরূপে দেখা যায় যে, জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত পুরুষ কখন মাতা দ্বারা, কখন বা ভগিনী দ্বারা, কখন বা প্রণয়িনী দ্বারা, কখন বা গৃহিণী দ্বারা, উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট ভাবে পরিচালিত হন, এবং তাহার জীবন ও চরিত্র তদনুসারে সুখময় বা দুঃখময় হইয়া থাকে।

করুণাময় পরমেশ্বর স্ত্রীলোককে পুরুষের সঙ্গী ও সমতুল্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ রকমের গুণ ও তদনুযায়ী কার্য্য আছে। একের কার্য্য অন্য দ্বারা পূরণ হয় না। তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায় পৃথক। সমাজ ও বংশ রক্ষার জন্য উভয়ই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদিও তাহারা সঙ্গী ও সমতুল্য তথাচ তাহাদের ক্ষমতার পার্থক্য আছে। পুরুষ অধিক বলিষ্ঠ, দৃঢ় মাংস-পেশী বিশিষ্ট এবং শ্রমক্ষম; স্ত্রীলোক কোমল, নম্র, স্নেহময়ী ও দয়াশীলা। পুরুষ মস্তিষ্কের কার্য্যে স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; স্ত্রী হৃদয়ের কার্য্যে পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষ বুদ্ধি ও নিপুণতার কার্য্যে তৎপর; স্ত্রী, স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য গুণে নিরুপমা। পুরুষ রুক্ষ শাসন কার্য্যে সমর্থ; স্ত্রী কোমল ভাব দ্বারা অন্তরাকর্ষণ করিতে সক্ষম।

পুরুষের কার্য্য স্ত্রী দ্বারা চলা যেমন অসম্ভব, তেমন স্ত্রীর কার্য্যও পুরুষ দ্বারা চলা অসম্ভব। তবে যে কখন কখন কোন কোন পুরুষকে স্ত্রীসুলভ গুণ বিশিষ্ট অথবা কোন স্ত্রীলোককে পুরুষোপযুক্ত গুণে অলঙ্কৃত দেখা যায়, সেগুলি কেবল বিশেষ ঘটনা মাত্র। এরূপ ঘটনা অতি কদাচিৎ লক্ষিত হয়, এবং তাহা দ্বারাই উভয় জাতি যে পৃথক্ পৃথক্ গুণ বিশিষ্ট তাহা

স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়; নতুবা ঐরূপ ঘটনা অতি কদাচিৎ না হইয়া সচরাচরই দৃষ্টিগোচর হইত। কোমলতা, ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, দয়ালুতা, মমতা, অশ্রুপরতা, প্রভৃতি গুণ দ্বারা স্ত্রীজাতি,—মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা এবং সখীরূপে—পুরুষের রুক্ষ চরিত্রকে কোমল ভাবাপন্ন ও মাধুর্য্যপূর্ণ করেন।

মাতা যাহা শিশুকে স্নেহ পূর্ব্বক শিক্ষা দেন, তাহা সে যেমন আহ্লাদের সহিত শিখে, তেমন আর কিছুই শিখে না। জর্জ্জ হারবার্ট বলিয়াছেন, "একজন সুশিক্ষিতা মাতা একশত শিক্ষকের সমান।" কারণ, মাতা এত সহজে শিশুকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং সে শিক্ষা এত ফলপ্রদ হয় যে, একশত স্কুলের শিক্ষক যত্ন করিয়াও বালককে সেই শিক্ষা তত সফলতার সহিত প্রদান করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। শিশু প্রথমে জন্মিয়াই যাঁহার স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিয়াছে, যাঁহার অঙ্কে স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছে যাঁহার দুগ্ধে শরীর পোষণ করিয়াছে, যাঁহার কথা তাহার নিকট অমৃততুল্য; তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার উদাহরণ, তাঁহার চরিত্র, বালকের জীবনকে পদে পদে অনুরঞ্জিত করে এবং তদ্দ্বারা যে ফল হয়, বিদ্যালয়ে যাবজ্জীবন শিক্ষাতেও সেই ফল হইতে পারে কিনা সন্দেহ।

জননী বাল্যকালে যে সকল উত্তম ও পবিত্র চিন্তা নিজ সন্তানের অন্তরে বপন করেন, তাহা সেই স্নেহময়ীর মৃত্যুর পরেও আজীবন কার্য্য করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সর্ব্বদাই বলিতেন, "বালকের ভবিষ্যতের উত্তম বা অধম চরিত্র সম্পূর্ণরূপে মাতার উপর নির্ভর করে।" তিনি নিজেও মাতা হইতে যে আত্মশাসন, উৎসাহ, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণ শিক্ষা

করিয়াছিলেন, ঐ সকলের প্রভাবেই অবশেষে এত উন্নত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে পাওয়া যায় যে, তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহার গুণবতী মাতা একপ্রকার স্নেহ, কর্কশতা, ও ন্যায়পরতা মিশ্রিত শাসন দ্বারা তাঁহাকে বশ করিয়া জননীকে ভাল বাসিতে, সম্মান করিতে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি মাতার নিকটেই আজ্ঞাধীনতার মর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে জীবনচরিত পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায় যে, ক্রম্‌ওয়েল্, ওয়েলিংটন্, ওয়াসিংটন্, জন্সন্, প্রভৃতি অসংখ্য মহাত্মগণের ভবিষ্যতের উন্নতি ও মহত্বের বীজ স্নেহময়ী জননী দ্বারা তাঁহাদের অন্তরে রোপিত হইয়াছিল। তাঁহাদের জননীগণ যদি ঐরূপ সুশিক্ষিতা ও গুণবতী না হইতেন, তবে ঐ মহাত্মগণ ভবিষ্যতে কথনই এত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন না।

বাল্যকালে পুরুষের স্বভাব স্নেহময়ী জননীর দ্বারা গঠিত হয় এবং যৌবনকালে তাহা পুনরায় ভার্য্যা দ্বারা পরিচালিত হয়। অনেক দুরাচার পশুতুল্য ব্যক্তিকে ভার্য্যার সানুনয় ও স্নেহপূর্ণ অনুরোধে নিজ কদভ্যাস ত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। ভার্য্যার প্রবর্দ্ধনায় কত ব্যক্তি উন্নত ও মহৎ হইয়াছেন এবং তাঁহার সান্ত্বনায় ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। ফলতঃ যৌবনকালে ভার্য্যার সংসর্গে লোকের জীবন অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। ভার্য্যা যদি উচ্চ-প্রকৃতি ও সুশীলা হন, তবে স্বামী নীচ প্রকৃতির লোক হইলেও সর্ব্বদা আপন ভার্য্যার কার্য্য, দৃষ্টান্ত ও মহত্ত্ব

দেখিয়া নিজেও ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে থাকেন। আর ভার্য্যা যদি দুঃশীলা ও নীচপ্রকৃতি হন, তবে স্বামী উচ্চপ্রকৃতির লোক হইলেও নিজ ভার্য্যার অসদুদাহরণ, অসদ্ব্যবহার, নীচাশয়তা প্রভৃতি সর্ব্বদা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার নিজের সদ্‌গুণ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ইহা সততই আমাদের নয়নগোচর হয় যে, ভার্য্যা শিক্ষিতা ও গুণবতী হইলে স্বামী তাঁহার সংসর্গে উন্নত হন, এবং অশিক্ষিতা ও নীচাশয়া হইলে তাহার সঙ্গে স্বামীরও অধঃপতন হয়।

হিন্দু শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়, তদ্রূপ যে স্ত্রী যাদৃক্ গুণ-বিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধিপূর্ব্বক সম্মিলিত হন তিনি তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" এই নীতি-পূর্ণ বাক্যগুলি দ্বারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে, উভয়ের সংসর্গে কিরূপ উত্তম ও অধম হইতে পারেন তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

জ্ঞানী সলোমন্ বলিয়াছেন, "গুণবতী স্ত্রী কাহার ভাগ্যে ঘটে? বহুমূল্য মণি অপেক্ষাও তিনি অধিক আদরণীয়া। তাঁহার স্বামী রাজদ্বারে প্রসিদ্ধ হন এবং দেশীয় উন্নত ও মহৎ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে একাসনে বসিতে সক্ষম হন। হৃদয়ের বল ও আত্মসম্মান এরূপ ভার্য্যার অলঙ্কার; তিনি নিশ্চয়ই পরকালে সুখী হন; তিনি জ্ঞানের সহিত মুখ খুলেন এবং দয়ার সহিত আলাপ করেন। তিনি তাঁহার স্বামীর কার্য্য ও আচরণের প্রতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখেন এবং কখনও আলস্যে সময় নষ্ট করেন না। তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ

উন্নত হইয়া তাঁহাকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী বলিয়া প্রশংসা করেন।"

সুবিখ্যাত এড্‌মণ্ডবার্ক্‌ বলিয়াছেন, "যে মুহূর্ত্তে আমি আমার গৃহে প্রবেশ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার অন্তরের সমস্ত ভাবনা দূরীভূত হইয়া যায়।" ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ লুথার বলিয়াছেন, "আমার দরিদ্রাবস্থা ভার্য্যা দ্বারা অলঙ্কৃত; ধনী-শ্রেষ্ঠ রাজা ক্রিসসের সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গেও, আমার এই ভার্য্যালঙ্কৃত দুরবস্থার বিনিময় করি না।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর প্রদত্ত যাবতীয় সুখের মধ্যে মানবের সর্ব্বপ্রধান সুখ সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীর সংসর্গ। ইহাঁর সঙ্গে তিনি সুখে জীবন যাপন করেন; ইহাঁর উপরে তাহার যথাসর্ব্বস্ব,—নিজের জীবন ও হিতাহিত,—ন্যস্ত করিয়া তিনি সুখী হন।"

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—"স্ত্রীগণ গৃহকে উজ্জ্বল করেন; গৃহে স্ত্রীতে আর শ্রীতে কোন প্রভেদ নাই।" "যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি ও ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য-সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ।" ইংরাজ জাতির মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের অত্যুৎকৃষ্ট নিয়ম এই যে, "সহ্য কর এবং ক্ষমা কর।" এই নিয়ম যে গৃহে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে প্রতিপালিত না হয়, সেখানেই পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের মধ্যে কলহ, অশান্তি ও অসুখ রূপ কীট সকল প্রবেশ করিয়া থাকে।

এক জন জ্ঞানীলোক লিখিয়াছেন,—"গুণবত্যমৃতং ভার্য্যা।"—গুণবতী ভার্য্যা অমৃত—প্রকৃত পক্ষেও তাহাই।

ভার্য্যা যদি গুণবতী হন, তবে তিনি স্বামীর স্বভাব, সন্তানগণের স্বভাব, গৃহের অন্যান্য আত্মীয়, কুটুম্ব, দাস, দাসী প্রভৃতি প্রত্যেকের স্বভাব, অমৃতায়মান করেন। তাঁহার কার্য্য অমৃত, কথা অমৃত, আদেশ অমৃত, ব্যবহার অমৃত, চরিত্র অমৃত। তাঁহার এই অমৃতময় গুণ সকল গৃহের সমস্ত ব্যক্তির কার্য্য ও চরিত্র অনুরঞ্জিত করে। এবং সে গৃহে সন্তোষ, দয়া, সৌজন্য, ক্ষমা, সুখ, শান্তি, সতত বিদ্যমান থাকে।

সংক্ষেপতঃ আমরা দেখিলাম যে, গৃহের স্ত্রীগণ দ্বারা পুরুষের চরিত্র শৈশবাবস্থা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। ইহাঁরা শিক্ষিতা ও গুণবতী হইলে পুরুষের চরিত্র উন্নত ও মহৎ হয় এবং তদ্বিপরীত হইলে বিপরীত ফল জন্মে। যে সকল দেশ অধুনা সভ্যতা ও উন্নতির অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছে, সেই সকল দেশে স্ত্রীশিক্ষার নিতান্ত আদর ও নিতান্ত সম্মান। বস্তুতঃ একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই স্ত্রীগণ গুণবতী হইতে পারেন। শিক্ষা ব্যতিরেকে সদ্‌গুণ সকলের সম্যক্ বিকাশ হয় না; মনের অসৎপ্রবৃত্তি,—দ্বেষ, হিংসা, কলহ-প্রিয়তা প্রভৃতি,--দমনের ক্ষমতা জন্মে না।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "কন্যাকেও প্রতিপালন করিবে, ও অতি যত্নের সহিত বিদ্যাশিক্ষা দিবে।" কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, অত্যল্প লোকেই ঐ নিয়ম কার্য্যে পরিণত করেন। যে দেশের লোকগণ কর্ণাট্ রাজ-প্রিয়া; বিদ্যোত্তমা, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি সুশিক্ষিতা

রমণীগণের গর্ব্ব করিতে পারেন; এবং এখনও যে দেশকে বিদ্যাবতী রমাবাই, স্বর্ণময়ী দেবী, মনোমোহিনী হুইলার, চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী বসুজাদ্বয়, রাধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি অলঙ্কৃত করিতেছেন, সেই দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের অবস্থার বিষয় স্মরণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

স্ত্রীশিক্ষা যে কি অমূল্য ধন তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ঙ্গম হয় না,—অর্থাৎ নিজের ও ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের চরিত্র গঠন যে অতীব বহুমূল্য বস্তু তাহা তিনি বুঝেন না—স্ত্রীশিক্ষার উপর তাহার ও তাহার পরিবারস্থ সমস্ত লোকের সুখাসুখ নির্ভর করিতেছে তাহা জানিয়া শুনিয়াও তিনি দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। 'স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠন হয়, এ কথা উচ্চৈঃস্বরে শতবার তাহার কর্ণে প্রবেশ করাইলেও তিনি বাতুলের ন্যায় তৎপ্রতি ঔদাস্য প্রদর্শন করেন। স্বার্থপরতা তাহার হৃদয় দ্বারকে বজ্রতুল্য কঠিন করিয়া এত দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়াছে যে, শত শত বার, লক্ষ লক্ষ বার, আঘাত করিলে তাহা টলে না। তিনি অচল, অটল, দৃঢ় স্বার্থপরতার দাস, তাহার দুটী চক্ষুই অন্ধ;—তিনি কিরূপে নিজের, সন্তান সন্ততিগণের ও স্বজাতির চরিত্র গঠনের জন্য উদ্যোগী হইবেন?

তিনি কথায় কথায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, কথায় কথায় নিজের প্রভুত্ব দেখাইয়া, কথায় কথায় আপন অসহায়া জননী, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতিকে অপমান করিয়া, নিজ সচ্চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেন! তাহাদিগকে কারাগারে

অবরুদ্ধ রাখিয়া নিজে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। তিনি নিজে সঙ্গীত শ্রবণে গমন করেন, নাটকাভিনয় দেখিতে যান, নদীতীরে পবিত্র বায়ু সেবন করেন, কিন্তু নিজের জননী, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখেন, কারণ, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া স্থানে স্থানে লইয়া যাওয়ার অভ্যাস করিলে কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ স্থানে লইয়া যাইতে বাধা পড়িবে, নিজের চরিত্র ভাল হওয়ার সম্ভাবনা হইবে এবং পরিবারবর্গ সুখী হইবে, এমন কুকর্ম্মে কি তিনি হাত দিতে পারেন? তিনি কুকুরের ন্যায় প্রধান ও পদস্থ ব্যক্তির পদলেহন করিতে কোন কষ্টই বোধ করেন না, কিন্তু অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে তাহার প্রবল পরাক্রম ও সিংহতুল্য সাহস!

তিনি নিজে গৃহ-শূন্য হইলে, দুই, তিন, চারি, অথবা যতবার প্রয়োজন হয়, পরিণয় করিয়া সস্ত্রীক নানাপ্রকার চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, সুখদ বস্তু উদরস্থ করেন, কিন্তু তাহার বিধবা কন্যা যে তাহা হইতে বঞ্চিত রহিল, সে দিকে চক্ষু নাই! তাহার নিজের সুখ হইলেই হইল, কন্যা গোল্লায় যাক্। 'বিধবা-বিবাহ' এই নামটী শ্রবণমাত্র তিনি শিহরিয়া উঠেন। কি! 'পিতৃ-পিতামহের সময়ে যাহা হয় নাই তাহার উল্লেখ!' পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ' নামক গ্রন্থে বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হওয়ার কথা বলিলে, তিনি বলেন, "দেখিয়াছি ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ' ওসব কেবল মন ভুলানের কথা।" হয়ত তিনি 'বিধবা-বিবাহ গ্রন্থের নামমাত্র শুনিয়াছেন, কিন্তু কস্মিন্‌কালেও তাহা পাঠ করেন

নাই এবং তাহা পাঠ করা উচিত বলিয়াও বোধ করেন নাই। কেনই বা করিবেন? এত কুরুচিপূর্ণ নাটক ও নভেল থাকিতে ঐরূপ খারাপ পুস্তক পাঠ করিয়া সময় নষ্ট করে কে? তিনি "মুখেন মারিতং জগৎ",—কথার বেলায় তর্কপঞ্চাননের বাবা—কিন্তু কার্য্যের সময়ই এ! ও! না! ইত্যাদি আরম্ভ করেন।

তিনি মনে করেন, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অপমানের কথা। তিনি মনে করেন, স্ত্রীদিগকে নিজ সুখের-জন্য বন্দিনীর ন্যায় কারাবদ্ধ রাখিতে কোন দোষ নাই, তাহাদিগকে শিক্ষা না দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই, বরং শিক্ষা পাইলেই চক্ষু ফুটিবে এবং নিজের দৌরাত্ম্য করিবার সুবিধা বিনষ্ট হইবে। কিন্তু বিচারপতি ধর্ম্মরাজের নিয়ম এই যে, কেহ তাঁহার রাজ্যে অন্যের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া নিজে সুখী হইতে পারে না। ভারতবাসী স্ত্রীগণকে অশিক্ষিতাবস্থায় অবরুদ্ধ রাখিয়া, তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার ও দৌরাত্ম্য করিয়া, নিজে সুখী হইতে চাহেন, কিন্তু তাহা দ্বারা লাভ করেন কি? নিজে অসুখী হন,—স্বর্গ-সুখের স্থান যে গৃহ তাহা সর্ব্বদা কলহ. ঈর্ষ্যা ও অশান্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। আর কি? সন্তানদিগকে মাতা বাল্যকাল হইতেই জুজুর ভয় দেখাইয়া, অথবা কল্পিত ভূত, প্রেত, রাক্ষস প্রভৃতির গল্প বলিয়া, তাহাদের সাহসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া রাখেন; সুন্দর দ্রব্য দিবার প্রলোভন দেখাইয়া সন্তান-দিগকে মিথ্যা কহিতে শিক্ষা দেন। অশিক্ষিতা স্নেহময়ী জননী যদি জানিতে পারিতেন যে, এই সামান্য বিষয় দ্বারা

তাঁহার সন্তানের চরিত্র এতদূর দূষিত হইবে, ও তাহা হইতে এত বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তবে তিনি ঐরূপ কার্য্য কখনই করিতেন না! কিন্তু তিনি মূর্খতার অন্ধকারে জড়িত, তাঁহার দোষ কি?

যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে স্ত্রীশিক্ষা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবেশ না করিবে, যে পর্য্যন্ত ভারতের ভবিষ্যদ্বংশের মাতৃগণ আপন সন্তানদিগের চরিত্র গঠন করিতে না শিখিবেন, সে পর্য্যন্ত, যত বি, এ, এম, এ দ্বারাই কেন দেশ পরিপূর্ণ না হউক, জাতীয় চরিত্র-গঠন কিছুতেই হইবে না। ভারতবাসী ধনে, জনে, ও বুদ্ধিতে পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু একটী অভাবের গতিকে তিনি মানব জাতির অধস্তন প্রদেশে পতিত রহিয়াছেন,—ভারতবাসীর চরিত্র নাই।

অতএব নিজের চরিত্র, সন্তানসন্ততিদিগের চরিত্র ও জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত বিস্তার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। জননীগণ যদি সুশীলা ও গুণবতী হন, তবে তাঁহাদিগের সন্তানগণ মাতার আদর্শে সচ্চরিত্র এবং গুণবান হইয়া উঠিবেন। স্ত্রীগণ যদি শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা হন, তবে স্বামীর স্বভাব মন্দ থাকিলেও তাহা ক্রমে ভাল হইবে এবং অনেক দুরাচার পাষণ্ডের স্বভাব স্ত্রী কর্ত্তৃক সংশোধিত হইবে; মদ্যপান ব্যভিচার কমিয়া যাইবে, এবং গৃহে প্রকৃত সুখ শান্তি বিরাজ করিবে।

ভারতের ভবিষ্যদ্বংশের চরিত্র যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, তদুপরি ভারতের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যও অবস্থিত রহিয়াছে,

অতএব প্রত্যেকের উচিত যে, এই স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন। স্ত্রী জাতির দুরবস্থায় ভারতের এই দুরবস্থা হইয়াছে এবং যতদিন তাহারা এই ভয়ানক পৈশাচিক নারকীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ না করিবেন, ততদিন ভারতের সৌভাগ্য বহুদূরে রহিয়াছে নিশ্চয় জানিতে হইবে। যতদিন অবরোধ কারাগারে ভারত-রমণীগণ বিষণ্ণভাবে জীবন কাটাইবেন; যতদিন লক্ষ লক্ষ বালবিধবার অশ্রুজলে এই ভারতভূমি সিক্ত হইবে; যতদিন অজ্ঞানতা অন্ধকারে ভারত রমণীর স্নেহ-পূর্ণ সরল হৃদয় আবৃত থাকিবে; ততদিন ভারতের সৌভাগ্য বহুদূরে অবস্থিত রহিয়াছে নিশ্চয় জানিতে হইবে।

আর্য্যসন্তান বলিয়া ভারতবাসিগণ এখনও গৌরব করিয়া থাকেন, কিন্তু আর্য্যজাতির মধ্যে তাহারাই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন না। তাহারা নিজে কেমন চরিত্রবান্ পুরুষ—তাহাদিগের সন্তানগণের চরিত্র গঠনের জন্য কি কি আয়োজন করিতেছেন; প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য তাহারা কিরূপে প্রস্তুত হইতেছেন; সমাজের ও দেশের উন্নতির জন্য তাহারা কি কি কার্য্য করিতেছেন; এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে তাহারা কিরূপে প্রকৃত উন্নতি ও সৌভাগ্য লাভ করিবেন?

আর্য্যসন্তানগণ, আর অলসতায় বৃথা কালক্ষেপ করিও না; আর স্বার্থপরতার দাস হইয়া নিজের দেশ ও ভবিষ্যদ্বংশকে নীচতার গভীরতম দেশে ডুবাইওনা; নিজের অন্তরকে প্রশস্ত কর;

কায়মনোবাক্যে স্বকীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের হিতসাধন কর; মানব নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা কর; যথার্থ আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচিত হও।

চরিত্র।

"Men of character are the conscience of the society to whith they belong"

Emerson.

"Unless above himself he can
Erect himself, how poor a thing is man?

Daniel.

চরিত্র অমূল্য ধন। ইহা মানব জীবনকে অলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত করে। ইহা সংসার-সমুদ্রের ভেলা স্বরূপ। ইহার বলে লোক দেবত্ব লাভ করে। ইহার অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি ও বিচিত্র মহিমা। চরিত্রের সঙ্গে বিদ্যার উপমা হয় না। ইহা বিদ্যাপেক্ষা অনেক উচ্চ অবস্থিত। বিদ্যা লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করে, কিন্তু চরিত্র অন্য লোককে দীক্ষিত শিষ্য করে। বিদ্বান্ ব্যক্তিকে লোকে সমাদর ও সম্মান করে; চরিত্রবান্ লোককে বিশ্বাস ও ভক্তি করে। বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দুশ্চরিত্র হইয়া লোকের ও সমাজের অহিত সাধন করিতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু চরিত্রবান্ ব্যক্তি দ্বারা তেমন কার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার পক্ষে ঐ চিন্তাও সম্ভবপরই হয় না।

বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদ্যার গৌরব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অবসান প্রাপ্ত হয়; চরিত্রবান্ ব্যক্তির গৌরব চিরস্থায়ী.—ইহলোকে পরলোকে তাঁহার আদর। তিনি লোক সমাজের অলঙ্কার ও আদর্শভূমি, পূজনীয় ও সম্মানার্হ; আবার পরলোকেও তাঁহার সুখ,—স্বর্গীয় সুখ—অনন্ত সুখ!

সংসারে কোন কোন ব্যক্তির শিক্ষা কম হয়; কেহ কেহ নিজ ক্ষমতাচালনে অধিক পরিপক্ক হইয়া উঠিতে পারেন না, কেহ কেহ অধিক অর্থসংস্থান করিতে পারেন না; কিন্তু তাহারা যদি চরিত্রবান্ লোক হন, তবে যে তাহাদের ক্ষমতা বহুদূর বিস্তৃত করিতে পারেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে চিরকাল চরিত্রবান্ লোকের আদর চলিয়া আসিতেছে। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং বলিয়াছিলেন,—"আমি চরিত্রের রাস্তায় গমন করিয়া ক্ষমতা লাভ করিব। আমি অন্য কোন পথে গমন করিতে যত্ন করিব না; কারণ, আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে, যদিও এপথ অতি সংক্ষিপ্ত না হউক, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্যতা-লাভ নিশ্চয়।"

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে লোকে প্রশংসা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে, লোকে আরও কিছু তাহাদিগের মধ্যে অন্বেষণ করে,—যাহা না থাকিলে প্রকৃত বিশ্বাসভাজন হওয়া যায় না। লর্ড জন্ রসেল্ এজন্যই বলিয়াছেন,—"ইংলণ্ডে বিভিন্ন দলের লোক সকল সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করে, কিন্তু চরিত্রবান্ ব্যক্তির উপদেশ অনুসরণ করিয়াই চলিয়া থাকে।

পার্লিমেণ্টের সুবিখ্যাত সভ্য ফ্রান্সিস্ হর্ণারের ৩৮ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মৃত্যু হয়। তাঁহাকে আপামর সাধারণ সকলেই এতদূর ভক্তি করিত যে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদে তাহারা সকলেই বজ্রাহত প্রায় হইয়াছিল! পার্লিমেণ্ট মহাসভায় কোন মৃত মেম্বর ইহা হইতে উচ্চতর সম্মান ও প্রশংসা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই। এ পর্য্যন্ত কোন মানুষ তাঁহার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের উপর এরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিয়া যাইতে পারেন নাই। নবীন যুবক, তুমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কিসের মাহাত্ম্যে তিনি এতদূর ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন? তিনি কি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ হেতু এত প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন? না,—তিনি এডিনবরা দেশীয় একজন সামান্য বণিকের পুত্র ছিলেন। তবে কি ধনের দ্বারা? না,—তাঁহার কিম্বা তাঁহার কোন আত্মীয়েরও ধন সংস্থান ছিল না। উচ্চপদের দ্বারা? না,—তিনি সামান্য বেতনে অল্প দিনমাত্র একটী কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা? না,—তাঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল না।—সাবধানতার সহিত ন্যায়পথে থাকা অপেক্ষা তাঁহার আর কোন উচ্চতর আশা ছিল না। বাক্‌পটুতা দ্বারা? না,—তিনি ধীরে ধীরে সুরুচির সহিত বক্তৃতা করিতেন, তাহার মধ্যে প্রলোভনের বা ভয় প্রদর্শনের আভাসও থাকিত না। মনোহর বিনীত ব্যবহার দ্বারা? না,—তাঁহার ব্যবহার সততই নির্দ্দোষ ও ন্যায়সঙ্গত ছিল, তাহাতে তোষামদের লেশও থাকিত না। তবে কিসের দ্বারা? জ্ঞান, পরিশ্রম, সুনীতি ও সদন্তঃকরণের দ্বারাই তিনি এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন; ঐ সকল গুণ ইচ্ছা করিলে সকলেই লাভ করিতে পারেন।

চরিত্র বলেই তিনি এইরূপ উন্নত হইয়াছিলেন। চরিত্র কি স্বভাবতঃ তাঁহাতে নিহিত ছিল? না—উত্তম উত্তম বৃত্তি গুলিকে সতত ন্যায়পথে পরিচালনা করিয়া তিনি নিজের চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন। কমন্‌স্‌-সভাগৃহে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, ও বাক্‌পটু অনেক লোক ছিলেন; কিন্তু ঐ সকল গুণ তাঁহাতে সাধারণ ভাবে থাকিয়াও, তাহারা ন্যায় এবং ধর্ম্মের সংযোগে অত্যন্ত শোভান্বিত হওয়াতে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ হর্ণার জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে এইটী প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সচ্চরিত্র গঠন করেন, তবে কঠোর প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষার মধ্যেও তিনি কেবল চরিত্র বলে লোকের ভক্তিভাজন ও আদর্শস্থান হইতে পারেন।

সুপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন, "আমার অসাধারণ ধীশক্তি নাই, প্রভূত ধনসম্পত্তি নাই, অত্যুচ্চ বংশ-মর্য্যাদা নাই, হৃদয়হারিণী বাক্‌পটুতা নাই, তথাচ যে লোকমণ্ডলী আমার প্রতি বিশ্বাস করে ও আমার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করে, ইহার একমাত্র কারণ চরিত্র।" লর্ড আর্‌স্কাইন্ নামক স্বাধীনচেতা ও সত্যনিষ্ঠ পুরুষ বলিয়াছেন, "আমার যৌবন কালের প্রধান আদেশ ও উপদেশ এই ছিল যে, বিবেকের প্রবর্ত্তনানুসারে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিয়া ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমি যাবজ্জীবন এই পুত্রবৎসলতা-পূর্ণ পিত্রুপদেশ এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবার কথা ভুলিব না। এপর্য্যন্ত সতত এই উপদেশানুসারে কার্য্য

করিয়া আমার কোন প্রকার পার্থিব ক্ষতি হয় নাই, প্রত্যুত সৌভাগ্য ও সম্পত্তি লাভই হইয়াছে। আমিও আমার সন্তান-দিগকে এই পথ অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া যাইব।"

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর বলবান। একজন সত্যবাদী, সদাচার, অমায়িক ব্যক্তির আচার ও কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া অন্যলোকের কার্য্যকলাপ ও আচার ব্যবহার যেরূপ সংশোধিত হয় সহস্র সহস্র নীতি-গর্ভ উপদেশ দ্বারাও তদ্রূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। উদার ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে দেখিলে, মনে স্বভাবতঃ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নির্ম্মলতা আইসে এবং তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে মন আপনা হইতেই প্রবৃত্ত হয়। উদার চরিত্র মহাত্মা জন্‌ষ্টারলিং সম্বন্ধে সুবি-খ্যাত ট্রেন্‌চ্চ বলিয়াছেন, "তাঁহার উচ্চ প্রকৃতির সংসর্গে লোক নিজকে কতক পরিমাণে উন্নত বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং আমি যখন তাঁহাকে অত্যুচ্চ ও মহৎ অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা নিযুক্ত দেখিতাম, তখন নিজেও ঐরূপ বোধ করিতাম।"

সচ্চরিত্র অনুপম রত্ন। সাংসারিক কোন বস্তুর সঙ্গে ইহার উপমা হয় না। সুরম্য অট্টালিকা, মনোহর পুষ্পোদ্যান, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ, পবন-প্রতিযোগী অশ্ব, বরফসন্নিভ শ্বেতহস্তী প্রভৃতি অর্থ ব্যয় করিলেই পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু নির্ম্মল চরিত্র—পবিত্র ও উন্নত জীবন, অর্থ বিনিময়ে পাইবার সাধ্য নাই। ইহা অর্থ অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের বস্তু, এজন্য অর্থ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা।

অর্থ অসাধু ব্যক্তির হস্তগত হইলে নানা অনর্থ উৎপাদন করে। অসৎ ব্যক্তি উহা দ্বারা দুর্ব্বল লোক সকলকে উৎপীড়ন করে, নিজে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া গর্ব্ব করে, এবং সমকক্ষের সঙ্গে বাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয়। এজন্যই সুবিখ্যাত এমার্সন বলিয়াছেন, "মন মহত্ত্ব-সমন্বিত না হইলে ধন সম্পত্তি এক প্রকার অপবিত্র দরিদ্রতা মাত্র।" ফলে যাহার মন পবিত্র নহে, ধন তাহাকে উন্নত ও সুখী না করিয়া বরং তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন করে, ধনসম্পন্ন হইলেই লোক যথার্থ ভদ্র হয় না, ভদ্র হইতে হইলে অন্যান্য অনেক গুণ আবশ্যক হয়।

সচ্চরিত্র যখন পৃথিবীতে এত পূজনীয় হয়, এত সুন্দররূপে ক্ষমতা-বিস্তার করে, বিশেষতঃ যখন ইহার ফলাফল পরকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন জীবনের অতি প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। সুবিখ্যাত ইংলণ্ড-সচিব ডিজ্‌রেলি বলিয়াছেন, "যে যুবক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করে না, সে নিশ্চয়ই নিম্নে দৃষ্টি করিবে। যে আত্মা আকাশে উড্ডীয়মান হইবার জন্য যত্ন করে না, তাহা হয়ত অধোগামী হইয়া হামাগুড়ি দিতে প্রবৃত্ত হয়।" যাহার লক্ষ্য উচ্চ হয় তাহার কার্য্য প্রণালী আচরণ ব্যবহার সকলই উচ্চ দরের হয়, সুতরাং চরিত্রও সেই প্রকারে গঠিত হইতে থাকে। তিনি নীচ কার্য্যের দিকে যাওয়া দূরে থাকুক তৎপ্রতি একবার নেত্রপাতও করেন না। নীচাশয়তা ও দুষ্টবুদ্ধি তাহার মনে কদাচ স্থান পায় না।

অমায়িকতা চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার। বাক্য ও কার্য্যের

সমতার নাম অমায়িকতা। মনে যে সকল সদ্ভাব স্বভাবতঃ উদিত হয়, বাক্য দ্বারা যেরূপ তাহাদিগকে ব্যক্ত করা যায়, তদ্রূপ কার্য্য করিলে লোক সকল কখনও আদর বা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। সত্যনিষ্ঠা অমায়িকতার প্রধান লক্ষণ। বাক্যে যেরূপ সত্যনিষ্ঠা কার্য্যেও সেইরূপ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, "তুমি বাস্তবিক যে প্রকার লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে বাঞ্ছা কর, সততই ঠিক সেই প্রকার ভাব অবলম্বন করিও।" যে ব্যক্তি যথার্থ অমায়িক, তিনি মনুষ্যের নিকটে যেরূপ কার্য্য করেন, গোপনেও ঠিক সেইরূপই কার্য্য করেন; মনুষ্যের চক্ষু বা গোপনত্ব তাহার কার্য্যের ইতর বিশেষ করিতে পারে না। একদা বাগানে একটী বালককে এক ব্যক্তি বলিলেন, "হে বালক, নিকটে কেহ দেখিবার নাই, এই সুযোগে তুমি কেন পকেট ভরিয়া পেয়ারা নেওনা?" বালক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "হাঁ, নিকটে দেখিবার লোক আছে, আমি নিজেই যে নিজকে দেখিতেছি; নিজকে অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিতে আমার ইচ্ছা নাই।" এ প্রকার আত্মসম্মান, এ প্রকার হৃদয়ের বল চরিত্রকে ক্রমশঃ গঠন করিয়া নানাগুণে অলঙ্কৃত ও শোভাসম্পন্ন করে। এ প্রকার আত্ম-সম্মান ও হৃদয়ের বল না থাকিলে সচ্চরিত্র কিছুতেই সুরক্ষিত হইতে পারে না। দিবসে, রজনীতে, প্রত্যেক ঘণ্টায়, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, এই প্রহরীদ্বয় চরিত্রকে নিরাপদে রক্ষা করে।

শঠতা অবিশ্বাসের মূল। মনোগত অভিপ্রায় লুক্কায়িত রাখিয়া লোকের সন্তুষ্টি কি আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্য অন্য ভাব

প্রকাশ করা নিতান্ত দূষণীয়। নীতিগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ মনোহর বক্তৃতা করিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, স্বার্থসিদ্ধি বা ভোগ বিলাসিতা তৃপ্তির জন্য, তদ্বিপরীত আচরণ করিলে লোকে কেন বিশ্বস করিবে? নিজে কার্য্যে পরিণত করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে কেবল বক্তৃতায় কি হইবে? দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ব্যতিরেকে বিশ্বাস ও সম্মানের আশা বৃথা।

ভারতের আধুনিক সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই হিতকর ও নীতিগর্ভ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু কার্য্য-কালেই গোলমাল,—তাঁহারা বাক্যে যাহা বলেন কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারেন না; কার্য্যের বেলা বলেন, "উপদেশ-কের কদাচার দেখিও না, কিন্তু তদীয় উপদেশের সদ্ভাবগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ চরিত্র উন্নত কর।" এরূপ উপদেশকগণ মনে করেন না যে, তিনি নিজ জীবনে যে বিষয়ের সফলতা অনুভব করিতে পারেন নাই, তদ্বিষয়ে তাহার উপদেশ হৃদয়গ্রাহী না হইয়া বরং বিরক্তিজনকই হয় এবং বায়ুর সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। যিনি নিজে আত্মসংযম করিতে পারেন না, তিনি তাহার ফলাফল অন্যকে কেমন করিয়া বুঝাইবেন? যিনি এখনও মিষ্ট বস্তু আস্বাদন করেন নাই তিনি 'মধুরতা কি?' একথা কিরূপে অন্যের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন? এজন্যই জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, "হে বৈদ্যরাজ, অন্যকে আরোগ্য-দান করিবার পূর্ব্বে নিজে নীরোগ হও।"

বস্তুতঃ শঠতা-বর্জ্জিত না হইলে লোকে কখনও স্থিরভাবে উন্নতির পথে গমন করিতে পারে না। একবার, দুইবার না হয় তিনবার, চাতুরি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লওয়া সম্ভব

বটে, কিন্তু চিরকাল লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া উন্নতি লাভ করিতে কাহাকেও এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। বরং সহস্র সহস্র চরিত্রবান ব্যক্তিকেই একমাত্র চরিত্রের বলে ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদা লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব শঠতা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চরিত্রের ক্ষমতা অসাধারণ। চরিত্র মনুষ্যকে দেবভাবাপন্ন করে। সত্যনিষ্ঠা, সাহস, নম্রতা, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুরাগ, অনুচিত সুখে অনিচ্ছা, এই সমস্ত সচ্চরিত্রের লক্ষণ। অভ্যাসের নিকট সকলই পরাস্ত হয়। অভ্যাস সকলই সাধ্যায়ত্ত করে। যিনি সচ্চরিত্র হইতে যত্ন ও একাগ্রতা সহকারে অগ্রসর হন তিনিই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। ইহাতে অর্থ ব্যয় করিতে হয় না কিন্তু আত্মসংযম করিতে হয়। এ জন্যই মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যে, সামান্য কৃষক নির্ধন হইয়াও একমাত্র চরিত্র গুণে অসদাচারী বিদ্বান্ ও ধনী অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। যদি সত্যকে সতত সমাদর করিতে শিক্ষা করা যায়, তাহা হইলে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, কপটতা প্রভৃতি নিশ্চয়ই ঘৃণনীয় ও পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয়। যদি সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করা অভ্যস্ত হয়, তবে অন্যায় ব্যবহার কেমন করিয়া নিকটস্থ হইবে? যদি সর্ব্বদা মানব নামের গৌরব রক্ষা করিতে যত্ন থাকে, তবে নিষ্ঠুর ও নৃশংস আচরণের প্রতি স্বভাবতঃ ঘৃণা জন্মে। ফলতঃ সত্যানুরাগ, সাহস, নম্রতা, সৌজন্য ও উৎসাহ প্রভৃতি মনুষ্যের প্রকৃত ক্ষমতার পরিচায়ক। যিনি এই সকল গুণদ্বারা অলঙ্কৃত হন, তাহাকে দুঃখ ও বিপদ অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিলেও তিনি অভিভূত

হইয়া পড়েন না। তিনি কলোনার ষ্টিফেনের ন্যায় দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া "এখন তোমার দুর্গ কোথায়?" এরূপ উপহাস দ্বারা অপমানিত হইলেও, বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া বলিতে পারেন "এই আমার দুর্গ, ইহা কখনও আক্রমণ করিতে পারিবে না।" তিনি স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে ও চরিত্রের মাহাত্ম্যে পৃথিবীর অসৎ লোকমণ্ডলীকে পরাজয় করিয়া প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় নির্ভীক হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকেন।

যে যে উপায়ের দ্বারা লোকের চরিত্র জানা যাইতে পারে, তন্মধ্যে একটী উপায়ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অব্যর্থ, তাহা এই যে—সেই ব্যক্তি তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন? তিনি পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি, আপন সন্তানসন্ততিদিগের প্রতি, ভৃত্যের প্রতি, শিষ্যের প্রতি, দুর্ব্বলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন? ইহাদের সকলের প্রতি কিরূপ ক্ষমাশীল হন? কিরূপ সহিষ্ণুতার সহিত ইহাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করেন? কি প্রকার সদয় ব্যবহার দ্বারা সকলকে বশীভূত রাখেন? কিরূপে তিনি ইহাদিগকে কুপথ-গমন হইতে নিরস্ত করেন? কি প্রকার তিনি সতত ইহাদিগের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করেন? এই সমস্ত দ্বারা তাহার চরিত্র যেমন পরীক্ষিত হয়, আর কিছুতেই সেইরূপ হইতে পারে না। স্বর্ণের বিশুদ্ধতা যেমন অনলদ্বারা পরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ এখানে নানা অবস্থায় নানা ব্যক্তিদিগের সহিত ব্যবহার দ্বারা তাহার চরিত্রের বিশুদ্ধতার পরীক্ষা হয়।

স্বদেশীয় ভ্রাতঃ, এখন একবার তোমার নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখ। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তোমার ব্যবহার

সর্ব্বাশেক্ষা প্রশংসনীয় ও চমৎকার। কারণ, স্বার্থপরতার দাস হইয়া তাহাদিগকে পিঞ্জরবদ্ধ পাখী অপেক্ষাও অধমাবস্থায় রাখিয়াছ। পুত্রকন্যাগণের প্রতি তোমার ব্যবহার চমৎকার কারণ, তাহারা তোমার রুদ্রমূর্ত্তির নিকটস্থ হইতেই ভয় পায়। ভৃত্যগণের প্রতি তোমার আচরণ চমৎকার! কারণ, ভৃত্যের যাহাই কেন না হউক, তোমার কার্য্যোদ্ধার হইলেই তুমি পরিতৃপ্ত হও। শিষ্যের প্রতি তোমার ব্যবহার চমৎকার! কারণ, শিষ্যের উন্নতি হউক আর না হউক, নিজের কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইলেই মঙ্গল। বাহিরের লোকের প্রতি তোমার ব্যবহার চমৎকার! কারণ, তুমি মুখে বল এক, কার্য্যে কর আর। তোমার চরিত্রের স্থিরতা নাই। তুমি বহুরূপী। তুমি নানা সাজে সাজিয়া বেড়াও, তাই তোমার এত দুর্দ্দশা, তাই তোমার জন্মভূমির এত দুর্দ্দশা।

ভ্রাতৃগণ, আর বিলম্বের সময় নাই। একবার নিজের দিকে চাহিয়া, স্বদেশের দিকে চাহিয়া, চরিত্রবান হও। ধনে, জনে, বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, পৃথিবীর কোন্ জাতি তোমাদিগের অতিক্রম করিতে পারিয়াছে? তবে কেন তোমাদিগের প্রকৃত উন্নতি নাই? ফলতঃ যাহাদিগের চরিত্র নাই, তাহাদিগকে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুতেই উন্নত করিতে পারে না। চরিত্র-গঠনই প্রকৃত উন্নতি। সে দিকে তোমরা চক্ষু ফিরাও। উদারতা, সাহস, সৌজন্য, সত্যনিষ্ঠা, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, তোমাদের হৃদয়ের ভূষণ হউক। প্রাণপণে চরিত্র গঠন কর, যাহার বলে সহস্র সহস্র প্রলোভনের মধ্যেও অচল, অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতে

পারিবে। একবার ভাবিয়া দেখ, তোমাদের জীবন কেমন মূল্যবান! তোমরা চরিত্রবান হইলে পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিই তোমাদিগকে অনুকরণ করিয়া চরিত্রবান হইবেন; দেশীয় ভ্রাতৃগণ তোমাদিগের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন; তোমরা ভবিষ্যদ্বংশ-পরম্পরার নেতা স্বরূপ হইয়া জীবন সার্থক করিবে এবং তোমাদিগের গৌরবে সন্তান সন্ততিগণ গৌরবান্বিত হইবে।

আত্ম-সংযম।

> "Brave conquerers! for so you are,
> That war against your own affections,
> And the huge army of the world's desires.
>
> *Shakespeare.*

"The government of one's self is the only true freedom for the individual."

Frederic Parthes.

আত্মসংযম চরিত্রের ভিত্তিভূমি। ইহা ব্যতিরেকে যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। পশু ও মনুষ্যের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই আত্ম-সংযম দ্বারাই হইয়াছে। মানব যদি নিজ প্রবৃত্তির দাস হন, তাহা হইলে তাহার নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীনতা থাকে না; তাহার উগ্র প্রবৃত্তির স্রোত তাহাকে যেদিকে আকর্ষণ করে, পশুর ন্যায় তিনি সেই দিকেই ধাবিত হন।

জীবন-যুদ্ধে যিনি কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে চাহেন, তিনি সর্ব্বদা আত্মসংযম দ্বারা শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত থাকিবেন। শত্রুগণ সততই ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত আছে, যদি তাহারা যোদ্ধার কোন দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রাপ্ত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরাস্ত করিবার আয়োজন করে। যিনি আত্ম-শাসন দ্বারা সুরক্ষিত নহেন, তিনি অচিরে শত্রু-হস্তে পতিত হইয়া, নিজের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হন।

বাইবেল নামক ইংরেজদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে, "যিনি নিজকে জয় করিতে পারেন তিনি দিগ্বিজয়ী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।" বস্তুতঃ তিনিই যথার্থ বলবান, যিনি নিজের চিন্তা, কার্য্য, ও বাক্য সমূহের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করিতে পারেন। যে সকল পাপপূর্ণ ইচ্ছা মানবসমাজকে অহরহঃ কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার দশাংশের একাংশও থাকিতে পারে না, যদি প্রত্যেক মানব সত্য-নিষ্ঠা, আত্মগৌরব ও আত্মসংযমের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। এই সকল গুণকে পোষণ করিতে পারিলে মন পবিত্র ও সাহসপূর্ণ হয় এবং সততা, ধর্ম্ম, ও মিতাচারে জীবন অতিবাহিত হয়।

প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের অসৎ প্রবৃত্তিগুলি সংযত করা উচিত। যত শীঘ্র তাহাদিগের হস্ত হইতে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারেন ততই মঙ্গল; কারণ, তাহাদিগকে অধিক দিন প্রশ্রয় দিলে তাহারা সিন্ধবাদ নাবিকের স্কন্ধ-স্থিত বৃদ্ধের ন্যায় এত দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরে যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল ভগ্ন করা যায় না। একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন যে, সুখ দুঃখ মনুষ্যের

নিজের ইচ্ছাধীন; যিনি কুভাব ও কুচিন্তা দ্বারা নিজের মন পরিপূর্ণ করেন, অথবা স্বয়ং কুকার্য্যে রত হন, তিনি নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন, আর যিনি সদ্ভাব ও পবিত্রতায় নিজের মনকে সতত উন্নত করিতে চেষ্টা করেন ও সর্ব্বদা সৎকার্য্যে রত থাকেন, তিনিই সুখী হন। বস্তুতঃ সুখ দুঃখ মানবের স্বকৃত কর্ম্মের ফল। একজন বঙ্গবাসী কবি সংসারের সুখ দুঃখকে,—উন্নতি অবনতিকে,—স্বকর্ম্ম-ফল বলিয়া অতি চমৎকাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই :—

"কুপকারী যেমন ক্রমশঃ নীচে যায়।
স্থপতি সকল ক্রমে ঊর্দ্ধে স্থান পায়॥
তদ্রূপ মানবগণ নিজ কর্ম্ম ফলে।
ক্রমশঃ ক্রমশঃ উচ্চনীচ পথে চলে॥
নিজ কর্ম্ম দোষে জীব নানা ক্লেশ পায়।
তবে কেন দোষী করে জগৎপিতায়?

কুপ্রবৃত্তি সংযমের ন্যায় বাক্যসংযমও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কারণ, অনেক বাক্য এমন আছে যে, তাহারা অসি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর; অনেক বাক্য এত ভয়ঙ্কর যে, তাহারা বিষ উদ্গীরণ করে, লোকের মনে ভয়ানক আঘাত করে, অত্যন্ত বেদনা করে, এবং সেই সকল লোককে শত্রুতে পরিণত করে। কথা সকল এত ভয়ানক হইতে পারে যে, তাহারা সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীরের ন্যায় লোকের অন্তরে বিদ্ধ হয়!

এই বাক্যসংযম ক্ষমতা না থাকাতে কত ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছেন; কত ব্যক্তি পুত্রস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছেন;

কত ব্যক্তি বন্ধু কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন; কত রাজা স্বরাজ্য চ্যুত হইয়াছেন; কতলোক নিজের সুখ সম্পদ হারাইয়াছেন,—কত পরিবার গৃহ-বিবাদে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ সলোমন বলিয়াছেন, "জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ তাহার অন্তরের মধ্যে, কিন্তু নির্ব্বোধের অন্তর তাহার মুখ মধ্যে স্থাপিত।" ফলতঃ জ্ঞানী ব্যক্তি কটু বাক্য বলিয়া অন্যের অন্তরে আঘাত প্রদান করেন না। তিনি কোন বেদনা জনক কথা উচ্চারণ না করিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গে কাহারও শত্রুতা নাই। তিনি কটু কথা বলিবার অনুরোধে বন্ধুতা হারাইতে ইচ্ছুক হন না। কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যক্তির যাহা মনে আইসে, পাগলের ন্যায় তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলে। সে বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করে। বিদ্রূপ ও কটু বাক্যকে সে বন্ধুতা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করে; উপহাসচ্ছলে সে বন্ধুর গুপ্ত কথা সকল প্রকাশ করে এবং তাহাকে লোকের নিকট উপহাসাস্পদ ও কখন কখন ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলে।

সুবিখ্যাত কারলাইল বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মনের কথা গুপ্ত রাখিতে পারে না, তাহা দ্বারা কোন সৎকার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।" প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পিথাগোরাস্ বলিয়াছেন, "চুপ করিয়া থাক, অথবা তদপেক্ষা উপকারজনক কোন কথা বল।" জর্জ হার্বার্ট বলিয়াছেন, "উপযুক্তরূপে কথা বল, অথবা জ্ঞানীর ন্যায় চুপ করিয়া থাক।" ওয়েল্‌সদেশে এ সম্বন্ধে একটী নীতি কথা আছে, তাহা এই যে, "সুখী

ব্যক্তিদিগের রসনা স্বর্ণময়।" ফলতঃ রসনা যদি শাসনে রাখা যায়, তবে শত্রুর সংখ্যা ও সংসারের বাদ বিসম্বাদ অনেক কমিয়া যায়। যিনি মিষ্টভাষী, তিনি একটী মিষ্ট কথার বলে যাহা করিতে পারেন, অনেক লোক বহুল অর্থব্যয় করিয়াও তাহা করিতে পারে না। মিষ্ট কথার বলে কত ব্যক্তি জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। মিষ্টভাষী ব্যক্তি একদিকে যেমন নিজের মনকে শান্ত রাখিতে যত্ন করেন, অপর দিকে তিনি অন্যের মনকেও উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করেন না; তাঁহার মূল-মন্ত্র এই যে

"পরের কটূক্তি যদি সহিতে না পার,
তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর।"

জীবনযুদ্ধে আত্মসংযম অভেদ্য কবচের ন্যায় যোদ্ধাকে রক্ষা করে। সাংসারিক কার্য্যকলাপ যখন ঝড়ের ন্যায় প্রবল বেগে আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলে, তখন তাহাকে এই কবচের সাহায্যে সাহস পূর্ব্বক, স্থিরচিত্তে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে এবং কথনও কোন কারণ বশতঃ নিরাশাকে মনে স্থান দিতে হইবে না। যদি দুঃখ, দারিদ্র্য, প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, তথাচ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে। ভীরু কাপুরুষগণই পশ্চাদনুসরণকারী শত্রুর পদধ্বনি শুনিয়া ভয়ে অভিভূত হয়। কিন্তু যিনি যথার্থ যোদ্ধা,—সাহসী বীর-পুরুষ,—তিনি ভীমনাদে শত্রুকে আক্রমণ করেন এবং যে পর্য্যন্ত জয় লাভ না হয় ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হন না।

পৃথিবীতে যদি দারিদ্র্য, দুঃখ, বিপদ, প্রভৃতি না থাকিত, তবে মানবগণের চরিত্র ও গুণাগুণ কিসের দ্বারা পরীক্ষিত

হইত? চুম্বকপ্রস্তর না হইলে লৌহকে কিসে আকর্ষণ করিবে? বিপদ, দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যতিরেকে নিজের ক্ষমতা ও সদ্‌গুণের পরিচয় কিরূপে পাওয়া যাইবে? সমুদ্র যখন প্রশান্ত থাকে তখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া সামান্য ব্যক্তিগণও তাহার বক্ষের উপর গমনাগমন করিতে সাহসী হয়; কিন্তু ঝড়-প্রসূত-উত্তাল-তরঙ্গ মধ্যে যিনি সমুদ্রবক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া নিজ তরণী চালনা করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ নিপুণ নাবিক।

যিনি প্রভূত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, তিনি বিনা ক্লেশে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করেন, সন্দেহ নাই। সকল লোকেই তদবস্থাপন্ন হইতে ইচ্ছা করে বটে; কিন্তু যিনি দরিদ্রতার সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করিয়া নিজ ক্ষমতাতে জয়লাভ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হন, তাঁহার সুখের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির সুখের তুলনা কদাচ হইতে পারে না। তাঁহার আত্মসংযম, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং প্রশংসা-জনিত আত্মপ্রসাদ তাঁহার মনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে।

অতএব যে ব্যক্তি আত্ম-সংযম সহায় করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাঁহার উদ্যম যদি সৎ হয় এবং অন্তরে যদি যথার্থ উৎসাহ ও সাহস থাকে, তবে তিনি সামান্য কারণে নিজের ঈপ্সিত কার্য্য ত্যাগ করেন না, পুনঃ পুনঃ নিরাশ হই-লেও যে পর্য্যন্ত যথার্থ কৃতকার্য্যতা লাভ না হয় সে পর্য্যন্ত স্বকার্য্য পরিত্যাগ করেন না। শত্রুদের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভয় পান না, ঝড়ের সময় তিনি নৌকার হাল ছাড়িয়া দেন না। কুপ্রবৃত্তিকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দেন না এবং মানবদিগের মনে অনর্থক কষ্ট দেন না। এরূপ ব্যক্তিই যথার্থ

আত্মসংযমী, তিনিই নিজ মনকে যথার্থরূপে আপন বশে আনিয়াছেন।

স্থির-প্রতিজ্ঞা।

"When I take the honour of a thing once, I am like your tailor's needle, I go through.

Ben Jonson.

ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়াছেন,—"তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর এবং অঙ্গীকৃত কার্য্য নিশ্চয়রূপে সম্পন্ন কর।' কবিশ্রেষ্ঠ সেক্স্‌পিয়ার্ বলিয়াছেন, প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখ তোমার অভিপ্রায় উত্তম ও ন্যায্য কি না; যদি তাহাই হয়, তবে এক মনে তাহার অনুসরণ কর। যাহা করিতে তুমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, একবার মাত্র তাড়িত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিও না।"

স্থির-প্রতিজ্ঞা চরিত্রের প্রধান গুণ। ইহা না থাকিলে শক্তি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সূর্য্যের আকর্ষণে যেরূপ সৌর-জগতের গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে সুশৃঙ্খলায় অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার প্রভাবে অন্যান্য মানসিক শক্তি সমূহও স্ব স্ব স্থানে সুশৃঙ্খলায় অবস্থিতি করে। স্থির-প্রতিজ্ঞা সৈন্যাধ্যক্ষ; সহিষ্ণুতা, সাহস, দক্ষতা প্রভৃতি তাহার আজ্ঞাকারী সেনাপতি। স্থির-প্রতিজ্ঞা রাজা; সহিষ্ণুতা

প্রভৃতি তাহার অমাত্যবর্গ। স্থির-প্রতিজ্ঞা প্রভু; সহিষ্ণুতা প্রভৃতি তাহার অনুচরবর্গ।

প্রসিদ্ধ কবি সিলার্ বলিয়াছেন, "মানব আমার এই বাক্যে বিশ্বাস কর, তোমার আপন বক্ষের ভিতরেই তোমার অদৃষ্টের শুভাশুভ নির্ণায়ক নক্ষত্র রহিয়াছে। স্বকীয় শক্তিতে বিশ্বাস এবং অগৌণে স্থির-প্রতিজ্ঞারোহণ তোমার শুভাদৃষ্টের প্রতিভা তারা, এবং তাহাতে সন্দেহই তোমার দুরদৃষ্টের একমাত্র অপকারি ও জিঘাংসু নক্ষত্র।" কোঙ্গারলুচ্ বলিয়াছেন, "তোমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিও না, নানা প্রকার কার্য্যে হস্ত দিওনা এবং আসুরক্তির মধ্যে চঞ্চলতাকে স্থান দিওনা। পূর্ব্বেই এমন সাবধানতার সহিত বিবেচনা করিবে যেন তুমি স্থির-প্রতিজ্ঞা করিতে পার; এমন ভাবে স্থির-প্রতিজ্ঞা করিবে যেন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার; এমন ভাবে কার্য্য করিবে যেন তাহা রক্ষা করিতে পার। পরিবর্ত্তন দুর্ব্বলতার চিহ্ন।"

সার ফাউয়েলবকৃষ্টন্ স্থির-প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে এই উপদেশ দিয়াছেন, "মনুষ্যদিগকে জানিতে দেও যে, তুমি বাক্যে যাহা বল কার্য্যেও তাহাই হইবে—এই তোমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি—ইহাতে কোন দ্বিধা নাই। তাহাদিগকে আরও এই জানিতে দেও যে, একবার তুমি স্থির-প্রতিজ্ঞা করিলে, তোমাকে ভুলাইয়া বা ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহা হইতে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব।" এই মহাপুরুষ আরও বলিয়াছেন, "যতই আমি অধিক দিন বাঁচিব ততই আমার এই বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইবে যে, দুর্ব্বল ও ক্ষমতাপন্ন, মহৎ ও অকর্ম্মণ্য লোকদিগের মধ্যে পার্থক্যের কারণ একমাত্র উৎসাহ এবং অজেয় স্থির

সঙ্কল্প—একবার অভিপ্রায় দৃঢ়রূপে স্থিরীকরণ, তৎপরে মৃত্যু অথবা জয়—এই গুণ, পৃথিবীতে মানবের যাহা করা সম্ভব, সেই সমস্তই করিতে পারে—ইহা ব্যতিরেকে কোন অবস্থা, কোন সুবিধা, কোন গুণ, দ্বিপদপশু মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সংস্থাপন করিতে পারে না।"

এই অগ্নিময় বাক্যগুলি যাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং কিরূপ তেজস্বিনী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা অন্তরে পোষণ করিতেন, তাহা অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ফলতঃ যে ব্যক্তি স্থির-প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন করিতে সমর্থ হয় না, তাহার অন্তর নিতান্ত দুর্ব্বল। সে যতই বার বার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করে ততই তাহার মন অধিক দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন উত্তম কার্য্য সুসম্পন্ন করা যায় না। কঠিন কার্য্য সম্পাদন, মনের কুপ্রবৃত্তি শাসন, কদভ্যাস দুরীকরণ, সমস্তই স্থির-প্রতিজ্ঞার কার্য্য। ইহা যাহার নাই সে প্রকৃত মানব নামের উপযুক্ত নহে। সে কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না; সে তাহার কুপ্রবৃত্তির দাস; তাহার কদভ্যাস তাহাকে যে দিকে আকর্ষণ করে সে স্রোতের তৃণবৎ সেইদিকেই চলিয়া যায়। এমন ব্যক্তির এ সংসারে উন্নতি কখনও সম্ভবপর হয় না। সে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তির, কদভ্যাসের, দাসত্বশৃঙ্খলে অধিকতর দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়। সে ক্রমেই পাপে, দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া অধোগমন করে এবং মানব নামের উপরে কলঙ্ক আনয়ন করে।

যে ব্যক্তি দুই কার্য্যের কোন্‌টী পূর্ব্বে করিবে তাহা লইয়া সতত ইতস্ততঃ করে, সে উভয় কার্য্যের কোন একটীও সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় না। বায়ু-গতি-নিরূপক-যন্ত্র যেমন বায়ুর গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিক্‌ পরিবর্ত্তন করে, তদ্রূপ, যে ব্যক্তি স্থির-প্রতিজ্ঞা করিয়া বন্ধুর পরামর্শ পাইবা-মাত্র তাহা পরিবর্ত্তন করে, যে ব্যক্তি লোকের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া আপন চঞ্চল চিত্তের পরিচয় দেয় এবং মত হইতে মতান্তরে, এক সঙ্কল্প হইতে অন্য সঙ্কল্পে, গমন করে, সে কখনও কোন বৃহৎ কি ব্যবহার্য্য বিষয় সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সংস্কৃতাধ্যায়ী একটী ছাত্রের বিষয় বিবেচনা করা যাউক। একজন বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "তুমি এই অমূল্য সময় কেন বৃথা নষ্ট করিতেছ? সংস্কৃত এতদ্দেশে এখন কে আদর করে? সংস্কৃতজ্ঞ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ উন্নতি করা দূরে থাকুক, নিজের উদরান্নের সংস্থানও করিতে পারেন না।" এই কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া, গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য একজন বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে গম্ভীর ভাবে বলিল, "তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতার জন্য যত্ন করিতেছ? নতুবা গণিতশাস্ত্র সংসারে তোমার কি কার্য্যে লাগিবে?" তিনি [illegible] গণিতাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সাহিত্য আরম্ভ করিলেন। এই রূপে সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিতে করিতে জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয়িত হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশ অনুতাপের দাসত্বে [illegible]র্ত্তন করিতে হয়।

না, এ প্রকার করিলে চলিবে না। ভ্রাতঃ, তুমি উত্তম রূপে বিবেচনা পূর্ব্বক কোন এক পথ অবলম্বন কর। একবার সেই পথে গমনারম্ভ করিয়া কোন কারণেও ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা করিও না। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সহিত বীরদর্পে গমন কর, দেখিবে, বিঘ্ন বাধার অত্যুচ্চ দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত সকল তোমার নিকট মস্তক অবনত করিবে। তুমি দেখিবে, বিস্তৃত জ্ঞান-রাজ্য তোমার সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, তুমি ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছ, কিন্তু যাহারা তাহাদের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিতেছিল, তাহারা তোমার অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। যতই এপথে অগ্রসর হইবে, ততই অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া মানব নামের গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইবে।

স্থির-প্রতিজ্ঞা কুপ্রবৃত্তি ও কদভ্যাস দমনের প্রধান উপায়। বাইবেল গ্রন্থ দিগ্বিজয়ীর প্রশংসা না করিয়া রিপুজয়কারীকে প্রশংসা করিয়াছে, কেন না, দিগ্বিজয়ী অপেক্ষা রিপুজয়ীর মনের বল অত্যন্ত অধিক। যত প্রকার দোষ মানব সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার অধিকাংশই কদর্য্য অভ্যাস ও কুৎসিত ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি মানবগণ সাহসপূর্ব্বক স্থির-প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে দমন করে, তবে মনুষ্যসমাজ কি সুখপ্রদ হয়! যে ব্যক্তি রিপুপরতন্ত্র অথবা কদভ্যাসের দাস, সে একবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করে, পুনর্ব্বার তাহা ভঙ্গ করে; সে মনে মনে ভাবে, আর একবার এ কার্য্য করিয়া জন্মের মত ছাড়িব, কিন্তু 'আর একবার' আর শেষ হইতে চাহে না। এইরূপে যতই সে বার বার প্রতিজ্ঞা

ভঙ্গ করে, ততই তাহার মন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া অধোগমন করে।

জ্ঞানিগণের উপদেশ এই যে, যদি যথার্থই তোমার নিজকে জয় করিবার ইচ্ছা থাকে তবে সিংহ গর্জ্জনে বল 'আর একর্ম্ম করিব না।' 'প্রাণান্তেও এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না'। দেখিবে, তুমি মানুষ হইয়াও ক্রমে ক্রমে দেবতুল্য হইতেছ। সতত একথা হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিবে যে, সংসারে কোন ব্যক্তি স্থির-প্রতিজ্ঞা ব্যতীত উন্নত ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না।

সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা।

"The honest man, through e'er so poor,
Is king o' men for a' that."

Burns.

"Honesty and truthfulness go well together. Honesty is truth and truth is honesty.

Smiles.

সচ্চরিত্র ব্যক্তি যত সদ্গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত হন, তন্মধ্যে সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা সর্ব্বপ্রধান। এই ভগিনীদ্বয় যমজ; সর্ব্বদাই একত্র থাকে, এবং একের অভাবে অপর থাকিতে পারে না।

সাধু চরিত্র হইলে কেবল যে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এমন নহে উহা দ্বারা বিলক্ষণ ধন সম্পত্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা-লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই গুণ দ্বারা লোকের উচ্চ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা তিনি আপন প্রভু অথবা ভৃত্যদিগের বিশ্বাস পাত্র হন। এই গুণ ও অমায়িকতা, স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের মূলীভূত কারণ। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ প্লেটো বলিয়াছেন, "যিনি সুখে এই জীবন অতিবাহিত করিতে চাহেন, তিনি সর্ব্বপ্রথমে সাধু হউন। কেবল এই একমাত্রগুণ দ্বারাই তিনি দুঃখ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবেন, সাধুব্যক্তি সর্ব্বদা অতি সাবধানে নিজ সম্মান রক্ষা করেন; কদাচ কোন নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না; তাঁহার বাক্য ও কার্য্য সাধুতাতে পরিপূর্ণ; তিনি বাক্যে এক প্রকার বলিয়া কার্য্যে অন্য প্রকার করেন না; তিনি কোন কথার সন্দেহজনক উত্তর দিতে জানেন না; 'হাঁ', 'না', স্পষ্টরূপে বলা তাঁহার অভ্যাস; যখন তিনি 'হাঁ' বলেন, তখন আর কিছুতেই তাঁহার সেই বাক্য লঙ্ঘন হয় না; এবং উপযুক্ত সময়ে তিনি সাহস পূর্ব্বক 'না' বলিতে বিমুখ বা লজ্জিত হন না।

রোম ও কার্থেজের মধ্যে যখন ভয়ানক সমরাগ্নি প্রজ্জলিত ছিল, তখন কার্থেজবাসিগণ সন্ধি স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া, রোম দেশীয় রেগুলস্‌কে কারামোচন পূর্ব্বক কয়েকজন রাজদূত সহ রোম নগরে পাঠাইলেন। রেগুলস্ এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, যদি তিনি সন্ধি স্থাপনে যত্ন না করেন ও অপারগ হন, তবে পুনর্ব্বার কার্থেজে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি রোম নগরে গমন• পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন না করিয়া স্বদেশীয়দিগকে

অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ চালাইবার জন্য এবং বন্দিগণকে পরস্পর পরিবর্ত্তন না করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। এবম্বিধ কার্য্য দ্বারা তিনি নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে কার্থেজে পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাইতে বাধ্য ছিলেন; কিন্তু রোমদেশের প্রধান পুরোহিত ও সেনেটারগণ তাঁহাকে বলিলেন যে, এরূপ প্রতিজ্ঞাভঙ্গে দোষ নাই, কেননা কার্থেজবাসিগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছে। রেগুলস্ তাহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা কি আমাকে অসম্মানিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আমি জানি যে, আমার জন্য কার্থেজে ভয়ানক যাতনা ও মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু অসৎকার্য্য ও তদানুষঙ্গিক অনুতাপের তুলনায় তাহারা কিছুই ভয়ঙ্কর নহে; আমি কার্থেজের দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার চরিত্র এখনও রোমদেশীয় লোকের ন্যায় আছে। আমি ফিরিয়া যাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব ফিরিয়া যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য। দেবতাগণ দেশীয় অন্য ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করুন।" এই তেজোময় বাক্যগুলি বলিয়া রেগুলস্ পুনর্ব্বার কার্থেজে গমন করিলেন, এবং তথায় অশেষবিধ যাতনার সহিত মৃত্যুকে নির্ভয় চিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। কি জ্বলন্ত দেশহিতৈষিতা! কি অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা! কি অপূর্ব্ব সাহস! রোম যে এক সময় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহার মূল কারণ রোমনিবাসীদের অজেয় সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতা। যখন যে জাতির মধ্যে এই গুণদ্বয়ের অভাব হয়, তখনই সেই জাতির অধঃপতন হইয়া থাকে।

সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা জীবনের অতি ক্ষুদ্র কার্য্যেও প্রকাশ পায়। বাজারে যখন ক্রয় বিক্রয় হইতে থাকে, তখন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ক্রেতাদিগকে কদাচ ঠকাইতে চেষ্টা করেন না। তিনি সম্পূর্ণ মাপ ও যথার্থ নমুনা দ্বারা লোকের বিশ্বাস-ভাজন হন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার সংখ্যাও অধিক হয়। তিনি সাধুতা দ্বারাই ধনী ও সুখী হন। অসৎ ও দুষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষ্যাযুক্ত ও বিস্ময়াপন্ন হয় এবং মনে মনে ভাবে যে, "সমস্ত লোকেই কেন ঐ ব্যক্তির দোকানে যায়?" তাহাদের মন তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, "কারণ, তিনি সৎ।"

অধুনা ইংরেজগণও সত্যনিষ্ঠা হারাইয়াছেন। মেঞ্চেষ্টার বণিক্‌গণ যে কাপড়ের উপরে ৫ গজ চিহ্ন করিয়া দেন, তাহা মাপিলে ৪॥ গজ মাত্র পাওয়া যায়। ১০ হাতেই এক হাত চুরি! শতকরা ৯০ হাত মাত্র! ইংলণ্ডের যে কাপড়ের উপর ৫০ গজ লিখা আছে তাহা মাপিলে ৪৫ গজ পাওয়া যায়! এরূপ অসত্য ব্যবহারে পসার কমিয়া যায়। কিন্তু ভারত-বাসীর আর ত উপায় নাই, কাজেই তাহারা শতকরা ৯০ হাত পাইয়াই কৃতার্থ হন। একমাত্র বম্বে-কল, এবং জোলা ও তাঁতি তাহাদের সহায়। জোলা ও তাঁতির কাপড় উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী হইলেও মূল্য অধিক বলিয়া সাধারণ লোকে প্রায়ই তাহা ব্যবহার করে না। ১০ হাতে ৯ হাত পাইয়াই সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে গমন করে। বম্বে-কলের এবং জোলা ও তাঁতির কাপড় পরিধান করিলে তাহা যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে, অথচ দেশীয় শিল্পীদিগকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে, সেই দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

সাধুতার দ্বারা কেবল যে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এমন নহে, উহা দ্বারা অর্থ লাভও হইয়া থাকে। ইহা যথার্থ হইতে পারে যে, সৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তির ন্যায় অতি শীঘ্র ধনী হইতে পারে না, কিন্তু সৎ ব্যক্তি যতটুকু অগ্রসর হন, তাহাতে কৃতকার্য্যতার নিশ্চয়তা থাকে, অথচ তিনি কাহারও প্রতি অন্যায় বা প্রবঞ্চনা করিয়া নিজে লাভ করেন না। যদি কোন ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া কিয়ৎকালের জন্য কৃতকার্য্য না হন, তথাচ তাহার সৎপথেই থাকা উচিত। চরিত্র বিনাশ অপেক্ষা বরং অন্যান্য যথাসর্ব্বস্ব বিনাশ হয় সেও ভাল; কেননা, সৎস্বভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন, "যে আমার অর্থ অপহরণ করে, সে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু হইতে আমাকে বঞ্চিত করে; কারণ, তাহা অনেকের দাসত্ব করিয়া আসিয়াছে; অদ্য এই অর্থ আমার, কল্য তাহার, এবং পূর্ব্বেও সহস্র লোকের অধিকারে ছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার সুনাম অপহরণ করে, সে তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া নিজেও ধনী হয় না, অথচ আমাকে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন করে।"

মহাশয় ও উন্নতমনা ব্যক্তি যদি সাহস পূর্ব্বক সৎপথে অবিচলিত ভাবে গমন করিতে থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হন এবং সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার হইতেও তিনি বঞ্চিত থাকেন না। প্রসিদ্ধ কবি ওয়র্ডস্ওয়র্থ্ নিম্নলিখিত রূপে তাহার "সুখী যোদ্ধা" সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, "তিনি নিজের উপরে ন্যস্ত বিশ্বাস উত্তমরূপে বুঝেন এবং তাহাই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিশ্বস্তভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। তিনি ধন, মান, অথবা সাংসারিক সুখের জন্য

লালায়িত হন না, তাহারাই নিজে তাঁহার অনুসরণ করে এবং পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাঁহার উপরে পতিত হয়।” ফলতঃ সত্যনিষ্ঠা লোকের পরম ধন। ইহা যাঁহার আছে, তিনি দরিদ্র হইয়াও রাজা। আর ইহা যাহার নাই, তিনি রাজা হইলেও দরিদ্রাপেক্ষা অধম।

যৌবনকালেই লোকের সত্যনিষ্ঠ, অমায়িক ও সাধু হইতে যত্ন করা উচিত, কারণ যে ব্যক্তি যৌবনকালেই মধুরালাপ দ্বারা মনোগত হলাহল লুক্কায়িত রাখিতে শিক্ষা করে, সেই ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় আরও যে কতদূর ভয়ঙ্কর হয় তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। একজন জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি যৌবনকালে কপটতা শিক্ষা করে, সে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক হয়।” লোকের যতই অধিক বয়স হয়, ততই অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা ও চতুরতা প্রভৃতির দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইতে থাকে। এজন্যই অনেক বৃদ্ধ লোককে এরূপ দেখা যায় যে, একদিকে মৃত্যু তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে তাহারা ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য সকল করিতেছেন, যেন মৃত্যুর পরে ঐ সকল কার্য্যের বিষময় ফল তাহাদিগকে সুখী করিবে। এমন ব্যক্তির হৃদয় নরক তুল্য; কবি চূড়ামণি মিল্টন্ বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি তাহার শরীরের মধ্যে কলঙ্কিত আত্মা ও ভয়ানক কুচিন্তা সকল পোষণ করে, সে নিজেই আপন কারাগার।” বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা লোকের অনিষ্ট চিন্তা করে, সে তাহাদিগকে যত যন্ত্রণা দেয় তাহার দ্বিগুণ যন্ত্রণা নিজে ভোগ করে। তাহার অন্তর তাহাকে এই সংসারেই নরক যন্ত্রণা ভোগ

করাইয়া লয়। অতএব যাহার সুখী হইবার ইচ্ছা থাকে যৌবনকাল হইতেই তাহার সাধু, সত্যনিষ্ঠ ও অমায়িক হওয়া নিতান্ত উচিত।

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সুখ অশেষ প্রকার। তাঁহার অন্তর সুখের একটী প্রস্রবণ। তাঁহার পথ সরল, নিরাপদ ও সুখজনক। যাহার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন, সে ব্যক্তিই তাঁহাকে বিশ্বাস করে, এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। তাঁহার শত্রু নাই, কেননা, ভাল মন্দ সকল লোকেই সাধুতার পক্ষপাতী। যদি তিনি হঠাৎ কোন অপরাধ করেন, তথাচ লোক সকল তাঁহাকে ক্ষমা করে; দৈবাৎ যদি কোন কার্য্যবশতঃ তাঁহার কারাবাসের আদেশ হয়, তবে দেশের সমস্ত লোক একত্র হইয়া চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে।

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সতত সাহসপূর্ণ অন্তরে কার্য্য করেন। ধমকে বা ভৎসনায় তিনি সৎপথ পরিত্যাগ করেন না। রোমনগরে হেল্‌ভিডিয়স্ নামে একজন সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ সভ্য ছিলেন। একদা রোম-সম্রাট ভেস্পেসিয়েন সিনেটসভা দ্বারা কোন একটী অন্যায় বিধি প্রচলিত করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া, হেল্‌ভিডিয়স্‌কে প্রথমে সেই দিনের সভায় যাইতে বারণ করেন, এবং তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হইবেন না জানিয়া, সম্রাট লিখিয়া পাঠান যে, যদি তিনি সেই দিনের সভাতে যাইয়া প্রস্তাবের বিরোধী হন, তবে নিশ্চয়ই তাহার শিরশ্ছেদ হইবে। হেল্‌ভিডিয়স্ প্রকৃত সাহসী পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি নম্রভাবে সম্রাটকে

লিখিয়া পাঠাইলেন,—"মহাশয়, আমি কি কখনও আপনাকে বলিয়াছি যে আমি অমর? দেবতাদিগের প্রতি ও স্বদেশের কর্ত্তব্যপালন জন্য যদি আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা উচিত মনে করি, তবে আপনি কখনই এমন মনে করিবেন না যে আপনার ক্রোধ ভয়ে আমি তাহা হইতে বিরত হইব। এবং যদি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য আপনি আমার শিরশ্ছেদ করেন, তবে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণ আমাদের উভয়ের কার্য্যের বিচার করিবে।' কি অপূর্ব্ব ন্যায়পরতা! কি অদ্ভুত সাহস! এমন লোক দুইটী একদেশে থাকিলে সে দেশের দুঃখ অচিরে ঘুচিয়া যায়।

মিথ্যাবাদীর অশেষ দুঃখ! তাহার মন যন্ত্রণার আগার; পথ অত্যন্ত বক্র ও বিঘ্নজনক। সে ঈপ্সিত কার্য্যে অতি শীঘ্র কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য প্রথমে একটী অসৎ উপায় অবলম্বন করে, পরে সেই উপায়ের দোষ ঢাকিবার জন্য নানা প্রকার মন্দ ও কুটিলতাপূর্ণ বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে; এইরূপে সে ক্রমে নিজের জালে এত জড়িত হইয়া পড়ে যে, তাহা হইতে আর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন তাহার সমস্ত মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অমনি সকল লোক তাহাকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং মিথ্যাবাদী, নীচ, কুটিল ও স্বার্থপর বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতে থাকে। একজন জ্ঞানীলোককে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,— "মহাশয়, মিথ্যা কথায় লোকের কি লাভ হয়?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"সত্য বলিলেও লোকে প্রত্যয়

করে না।” জর্জ্জ হারবার্ট বলিয়াছেন,—“মিথ্যা যত উৎকৃষ্ট-রূপে সজ্জিত হউন না কেন, তাহা চিরকালই পরাস্ত হয়।”

মিথ্যাবাদী নিজেও মিথ্যাকে ঘৃণা করে, কারণ সে সর্ব্বদা অতিশয় সতর্কতা সহকারে তাহার মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়া থাকে। তাহার অন্তর সর্ব্বদা ভয়ে পরিপূর্ণ; পাছে কেহ টের পায়, পাছে সে ধরা পড়ে, পাছে সে বিশ্বাস হারায়, বা তাহার দুর্নাম হয়। অপরদিকে বিবেক তাহাকে ভৎসনা করে এবং তাহার নীচতা ও পাপের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপে সকল দিকেই মিথ্যাবাদীর অসুবিধা, অসুখ ও যন্ত্রণা।

সুবিখ্যাত জর্জ হারবার্ট বলিয়াছেন,—“সর্ব্বদা সত্যনিষ্ঠ হইবার জন্য সাহসী হও, সংসারে এইরূপ কোন বিষয়ই নাই যাহাতে কখনও মিথ্যার প্রয়োজন হয়।” বস্তুতঃ সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা নির্ব্বিঘ্নে সংসার-সাগর উত্তরণের বাষ্পীয়পোত, ব্যবসায় ও বাণিজ্য কার্য্যের জীবন, এবং প্রকৃত সুখের নিদান। অতএব সৌভাগ্যেচ্ছু ও সুখাভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব প্রযত্নে সাধু ও সত্যনিষ্ঠ হইতে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্টাচার।

"A beautiful behaviour is better than a beautiful form; it gives a higher pleasure than statues and pictures; it is the finest of the fine arts."

Emerson.

শিষ্টাচার সৎস্বভাবের দর্পণ স্বরূপ। নির্ম্মল ও প্রশান্ত সলিলে যেমন তীরস্থিত বৃক্ষ লতাদির প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ বাগ্‌বিন্যাস, আচার ও ব্যবহার দর্শন করিয়া লোকের আভ্যন্তরিক ভাব সকল অনুমিত হইয়া থাকে। যিনি যে অবস্থাপন্ন হউন না কেন, শিষ্টাচার দ্বারা যে তিনি প্রশংসা লাভ করিতে পারেন, ইহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই।

মানবগণ অন্যের শিষ্টাচারদ্বারা কতদূর লাভ করিল তাহা লক্ষ্য করেনা কিন্তু সে ব্যক্তি ঐ শিষ্টাচার কেমন অন্তঃকরণের সহিত প্রদর্শন করিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া থাকে। সবিনয় ও সদয় ব্যাবহার করিতে নিজের কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, অথচ তাহা দ্বারা লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করা যায় এবং ভালবাসা পাওয়া যায়। দয়া ও সৌজন্য চরিত্রের প্রধান গুণ। তাহারা আমাদের সামাজিক আলাপ, ব্যবহার ও সভ্যতা প্রভৃতিকে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করে। লেডিমণ্টেগু বলিয়াছেন,—"শিষ্টাচার ব্যয় সাধ্য নহে, অথচ তাহাদ্বারা সমস্তই লব্ধ হইয়া থাকে।" লর্ডবার্‌লি রাজ্ঞী এলিজাবেথ্‌কে বলিয়াছিলেন,—"লোকের অন্তঃকরণকে পরাজিত করুন, তাহা হইলে তাহাদের অর্থ ও ভালবাসা উভয়ই প্রাপ্ত হইবেন।"

দয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ পদার্থ। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে অধিক কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। যদি সকল লোকই সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবার অভ্যাস করে, তাহা হইলে সামাজিক ভদ্রতা ও সুখ কতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিনিটের সমবায়ে যেমন মূল্যবান দিবস গঠিত হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়ার কার্য্যসমূহ একত্রিত হইয়া সামাজিক-সুখরূপ বহুমূল্য পদার্থ উৎপন্ন করে।

শিষ্টাচার বাক্য ও কার্য্যের অলঙ্কার স্বরূপ। ইহা তাহাদিগকে মাধুর্য্য ও শোভায় উজ্জ্বল করে। এই প্রকার সদয়ভাবে কথা বলা ও কার্য্য করা যায় যে, তাহাতে তাহাদের মূল্য অনেক বৃদ্ধি হয়। সাধারণ লোকগণ বিদ্যা কিংবা বুদ্ধির মাহাত্ম্য বুঝে না, কিন্তু ভদ্র ব্যবহারের সৌন্দর্য্য ও মধুরতায় তাহারা বিলক্ষণ বশীভূত হয়। শিষ্টাচারী ব্যক্তিকে প্রতিবেশিগণ শ্রদ্ধা করেন ও পরিচিত ব্যক্তিগণ সমাদর করেন। তিনি অন্যের মনোগত ভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হেতু নিজেও অন্যদ্বারা সম্মানিত হন। বাইবেলে এই উপদেশ আছে যে, "অন্যের নিকট হইতে যেরূপ আচরণ আকাঙ্ক্ষা কর, তুমিও অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে।" বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন,—

"যদি কারো ভালবাসা পেতে তুমি চাও।
আগে তব ভালবাসা তাহারে বিলাও।"

ফলতঃ যিনি কখনই অন্য ব্যক্তির মনে ব্যথা দেন না, তিনি সর্ব্বত্র লোককর্ত্তৃক সমাদৃত হন।

কি কথা বলা হইতেছে তাহার দিকে অধিক মনোযোগ

না করিয়া, কি ভাবে ঐ কথাগুলি বলা হইতেছে তদ্বিষয় বিচার পূর্ব্বক লোক মুগ্ধ অথবা বিরক্ত হয়। এক ব্যক্তিকে এমন ভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, তাহাতে সে উপকৃত বোধ না করিয়া বরং বিরক্তই হয়; পক্ষান্তরে এক ব্যক্তিকে কোন বিরক্তিজনক কথাও এমন সুন্দরভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাহাতে সে নিতান্ত উদ্বেজিত না হইয়া বরং নিজের দোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়। লোক সকল ধনী অথবা বিদ্বান্ ব্যক্তির অনুসরণ করে না, কিন্তু শিষ্টাচারীর অনুগমন করিয়া থাকে, এজন্য শিষ্টাচারী সর্ব্বদা সকল স্থানে প্রাধান্য লাভে সমর্থ হন।

সচরাচর দেখা যায় যে, অভদ্র ব্যক্তি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, নির্দ্দয় তিরস্কার ও ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি দ্বারা অন্য লোকের মনে কষ্ট দেয়; কিন্তু সে বিবেচনা করিয়া দেখে না যে, এরূপ কার্য্যে তাহার নিজের কোন লাভ না হইয়া বরং অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে—কারণ, ঐরূপ আচরণে বন্ধুগণও ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করে। অনেক ব্যক্তির মনে এরূপ সংস্কার আছে যে, পরিবার কিংবা বন্ধুগণের নিকট সৌজন্য প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সংস্কার যে অত্যন্ত ভ্রমাত্মক তাহা অতি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কারণ যে আচরণ তাহারা নিজে ভাল বাসেন না, সেই আচরণ তাহাদের পরিবার ও বন্ধুবর্গ কেন ভাল বাসিবেন? অধিক প্রণয় আছে বলিয়া কি তাহারা কর্কশ বাক্যে অথবা অনাদরে বিরক্ত হইবেন না? যে ব্যক্তি বন্ধুদিগের নিকট নিজের অধিক বিদ্যা বুদ্ধি আছে বলিয়া অহঙ্কার প্রদর্শন করেন, এবং আপনাকে

তাহাদের অপেক্ষা বড় বলিয়া আত্মশ্লাঘা করেন, তিনি যদি এমন কথা মনে করেন যে, এই আচরণের পরেও তাহাদের বন্ধুতা ও প্রণয় পূর্ব্ববৎ থাকিবে, তবে তাহাকে বাতুল না বলিয়া আর কি বলা যায়? যে হতভাগ্য ব্যক্তি আপন স্ত্রীর প্রতি সতত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, সন্তানদিগকে কর্কশ বাক্যে যন্ত্রণা দেয়, বৃদ্ধ পিতা মাতার অপমান করে, সেই ব্যক্তি যদি পরিবার মধ্যে স্ত্রীর হৃদয়ঢালা প্রেম, সন্তানগণের অবিচলিত শ্রদ্ধা, পিতা মাতার অবিকৃত স্নেহ প্রত্যাশা করে, তবে তাহাকে উন্মত্ত না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? যিনি প্রকৃত ভালবাসার পাত্রদিগকে ভাল বাসেন না, ও তাহাদের সন্তোষ ও বিরক্তির প্রতি লক্ষ্য করেন না, তিনি যে মানব-সমাজকে কতদূর সুখী করিতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কর্কশ ভাষায় উত্তর, অপমান, নিষ্ঠুরতা, ভৎর্সনা, কলহ ও বিসম্বাদিতা যেখানে প্রবল হয়, সেখানে কোমল বন্ধুভাব, স্নেহ ও মমতা কিরূপে অব্যাহতভাবে স্থান পাইবে? অতএব যাঁহার যথার্থ শিষ্টাচারী ও সুখী হইবার বাসনা থাকে, তিনি সাবধানতার সহিত প্রথমে পরিবার ও তৎপরে বন্ধুবর্গের মধ্যে সতত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবেন এবং তাহা অভ্যাসে পরিণত হইলে, ক্রমে উহা মানব-সমাজে বিস্তার করিতে আরম্ভ করিবেন।

মনুষ্য অভ্যাসের দাস। শিষ্টাচার একবার অভ্যস্ত হইলে উহা আপনাপনি কার্য্য করিতে থাকে। যত্ন ও আগ্রহ থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই শিষ্টাচারী হইতে পারেন। উচ্চ বংশীয় অথবা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইলেই যে লোক ভদ্র

হয় এমন নহে। এবিষয়ে অত্যুচ্চ সিংহাসনারূঢ় মহারাজাধি-রাজ হইতে হলবাহক কৃষক পর্য্যন্ত সকলের সমান অধিকার। সৌজন্য, সদাচার, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণে সকলেই বিভূষিত হইতে পারেন এবং হওয়াই উচিত। বিনয় সহকারে সদ্ব্যব-হার, হাস্যপূর্ব্বক সম্ভাষণ, প্রণয়ের সহিত হস্তধারণ, সদয়-ভাবে মস্তকচালন, প্রভৃতি কার্য্য নিতান্ত কঠিন নহে। অতি সামান্যভাবে মনোযোগ করিলেই তাহাদিগকে অভ্যাস করা যাইতে পারে। ইহাদের বলে ভুবন-বিজয়ী হওয়া যায়, ও প্রকৃত সুখ লাভ হয়।

লর্ড চেষ্টারফিল্‌ড বলিয়াছেন,—“এক ব্যক্তি প্রথমতঃ লোক-সমাজে যে ভাবে বক্তৃতা করেন, তাহা দ্বারাই তাহার ভবিষ্যৎ ভাগ্যাভাগ্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যদি ইহা লোক-দিগের সন্তোষ-জনক হয় তবে হয়ত, যে গুণ তাহাতে নাই, তাহাও তাহাকে প্রদান পূর্ব্বক, তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। আর যদি তাহার বাক্য বলিবার রীতিনীতিগুলি কদর্য্য ও অসন্তোষ-জনক হয়, তবে তাহার যথার্থ যে সকল গুণ আছে, তাহাদিগকেও স্বীকার করিতে অথবা তজ্জন্য প্রশংসা করিতে তাহারা ইচ্ছুক হন না।”

বস্তুতঃ কিরূপে কথা বলিলে লোকের সন্তোষ জন্মে, কি প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা তাহারা পরিতুষ্ট হয়, কি প্রকারে সকলের নিকট আত্মশ্লাঘা গোপন করিতে হয়, এই সমস্ত যদিও নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বটে, কিন্তু ইহাদের সমবায়ী ক্ষমতা নিতান্ত কম নহে। অন্যের সন্তুষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে তাহার প্রতি সদিচ্ছা প্রকাশ পায় এবং নিজেও সুখী হওয়া

যায়। লর্ড চেথাম্ ও লর্ড মেকলে শিষ্টাচারকে "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সদিচ্ছা" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত পণ্ডিত এমার্সন বলিয়াছেন,—"যাবতীয় কার্য্য, এমন কি একটী ডিম্বসিদ্ধ করিবার ন্যায় সামান্য কার্য্যও উত্তমরূপে সপন্ন করিবার উপায় আছে। শিষ্টাচার তাহাই মানবদিগকে শিক্ষা দেয়। শিষ্টাচার স্পর্শ-সংক্রামক এবং অগ্নির ন্যায় অগোপনীয়। কোন ব্যক্তি ইহার ক্ষমতা অতিক্রম করিতে পারেন না। একটী বালক শিষ্টাচারিতা ও বিদ্যাশিক্ষা সহকারে যেখানেই যাউক না কেন, সেখানেই সৌভাগ্য ও রাজবাটীর অধিকারী হইবে। সে নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে লাভ করিতে চাহে না, কিন্তু লোক সকল তাহাকে বিনয়পূর্ব্বক অনুরোধ করিয়া তাহাদের স্বামিত্ব প্রদান করে।" সুপ্রসিদ্ধ লর্ড বেকন বলিয়াছেন,—"যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন না, তিনি মহৎলোক হইতে পারেন বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে অজ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করেন।"

শিষ্টাচারী ব্যক্তি মানবগণকে উচিত মর্য্যাদা ও সমাদর করিয়া তাহাদের মনে সন্তোষ প্রদান করেন; তিনি কর্কশ বাক্য বলিয়া লোকের অপ্রিয় হন না ও তাহাদিগকে মনঃপীড়া দেন না; তিনি নিজকে অত্যন্ত কীর্ত্তিমান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অন্য লোকদিগকে তাহাদের হীনাবস্থার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেন না, তিনি তর্ক-বিতর্কে হঠাৎ চটিয়া উঠেন না; অন্যের কথা বলিবার সময় তাহাকে বাধা দিয়া নিজের বাহাদুরী দেখাইতে চাহেন না, তিনি অন্যের কথার

প্রতি অমনোযোগ করিয়া তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না; তিনি অন্যের নিন্দা বা অনিষ্ট করিতে ভাল বাসেন না; তিনি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেন না, ও নিজের লঘুচিত্ততা ও নীচতার পরিচয় দেন না। তিনি বিকৃত মুখ কি অঙ্গভঙ্গি দ্বারা লোকের মনে কষ্ট দেন না; তিনি পত্রোত্তর না লিখিয়া পত্র লেখকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না; কিন্তু সততই সহাস্যমুখে অভ্যর্থনা ও মুখের দিকে চাহিয়া আলাপ করেন। তিনি শিষ্টাচারের অনুরোধে লোক সকলকে তোষামদ করেন না, প্রত্যুত কাহারও ঔদ্ধত্য, দেখিলে অথবা কর্কশ ও ঘৃণাজনক বাক্য শ্রবণ করিলে, তিনি অসন্তোষ ও রাগ প্রদর্শন করেন না, তিনি দীনতা স্বীকার করেন না, তিনি প্রধানপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট নীচ ব্যক্তির ন্যায় কাতরতা প্রদর্শন করেন না, কিন্তু প্রকৃত তেজস্বী বীর-পুরুষের ন্যায় তিনি প্রভুকেও উচিত বাক্য বলিতে কুণ্ঠিত হন না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যাহারা উচ্চ পদাভিষিক্ত লোকদিগের পদ-চুম্বনে তৎপর, তাহারাই অধস্তন লোক-দিগের উপরে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি যথার্থ ভদ্রলোক, তিনি কদাচ ঐরূপ নীচতা অবলম্বন করেন না।

অসাধারণ বিদ্যা ও গুণ উভয়ই লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে। ডাক্তার জন্সন্ সাধারণ পণ্ডিত ও অতিশয় ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া, অপ্রিয়ভাষী হওয়া সত্ত্বেও, লোকে তাঁহাকে সমাদর করিত বটে, কিন্তু সেইরূপ বিদ্বান ও বুদ্ধি-মান্ হওয়া সাধারণ লোকের ভাগ্যে কখনই ঘটিয়া উঠে না।

বিশেষতঃ যিনি ক্ষমতাপন্ন হইয়াও সেই ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার না করিয়া, তাহার সঙ্গে বিনয়, শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের যোগ করেন, তিনি মণিকাঞ্চনযোগে শোভমান হারের ন্যায় অতিশয় রমণীয় মনোমুগ্ধকারী হন ; তাঁহার ক্ষমতা যে কতদূর পরাক্রান্ত, উচ্চ ও বিস্তৃত হয় তাহা বর্ণন করা অসম্ভব।

ফলতঃ সততই লোকের সঙ্গে এইরূপে আলাপ করা যাইতে পারে, এবং তাহাদের উপকার এই ভাবে সাধন করা যাইতে পারে যে, তাহাতে উপকৃত ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ আনন্দে ও কৃতজ্ঞতা-রসে অভিষিক্ত এবং নিজ মনেও সুখের সঞ্চার হয়। শিষ্টাচার সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অতি সাধারণ পদার্থকেও উজ্জ্বল ও তেজোময় করে এবং পুষ্পসৌরভের ন্যায় নেত্রগোচর না হইয়াও আনন্দ প্রদান করে। এমন উৎকৃষ্ট পদার্থ যিনি অবহেলা করেন তিনি আপন দোষে নিজের উন্নতি ও সুখের পথ অবরুদ্ধ করেন, সন্দেহ নাই।

নিয়মনিষ্ঠা।

He who holds to his appointment and does not keep you waiting for him, shows that he has regard for your time as well as for his own."

Smiles.

"Punctuality is the oil which lubricates the wheels of commerce."

D. Adams.

নিয়মনিষ্ঠা কৃতকার্য্যতালাভের একটী প্রধান উপায়। ইহা লোকের ভদ্রতা ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করে। যিনি সর্ব্বদা নিয়ম রক্ষা করেন এবং কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া যথাসময়ে সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহাকেই নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি বলা যায়। নিজের সময়ের প্রতি তাহার অত্যন্ত সমাদর, এবং তিনি অন্য ব্যক্তির সময়ও নষ্ট করিতে ভাল বাসেন না। অন্য ব্যক্তিকে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না; তিনি ঠিক সময়ে আপন কার্য্যে উপস্থিত হন। তাঁহার বাঙ্‌নিষ্ঠা ও সুসময়ে কার্য্যানুষ্ঠান ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, তিনি লোকদিগকে যথেষ্ট সম্মান করেন, এবং তাহাদের কার্য্যের প্রতি ও সময়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে; এজন্যই, যাহাতে তাহাদের সময় নষ্ট অথবা কার্য্যের বিঘ্ন হয়, তাহা তিনি কদাচ করেন না; সুতরাং তিনি সকল লোকের বিশ্বাস ভাজন ও আদরের পাত্র হন।

যে ব্যক্তি নিজ বাক্যানুসারে যথাসময়ে কার্য্য করে না,

সে নিজ চরিত্রের উপর কলঙ্ক আনয়ন করে; কারণ, ইহা স্বভাবতঃ সকলেরই বিশ্বাস যে, যিনি সময় সম্বন্ধে তত সতর্ক নহেন তিনি কার্য্য সম্বন্ধেও সেইরূপ; সুতরাং এমন ব্যক্তির উপরে কোন প্রধান কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক জর্জ্জ ওয়াসিংটন্ তাঁহার সেক্রেটরীকে স্বকার্য্যে বিলম্ব আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "মহাশয়, ইহা আমার ঘড়ীর দোষ।" তখন ওয়াসিংটন বলিলেন, "তবে, হয় আপনাকে একটী নূতন ঘড়ী, নতুবা আমাকে একটী নূতন সেক্রেটরী আনিতে হইবে।"

দীর্ঘ-সূত্রী ব্যক্তি মনে করে 'অদ্য আমার এ কার্য্যে একটু গৌণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কি? এই প্রথম বার মাত্র, আর এমন হইবে না।' পুনরায় দেখে, কোন কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে, তখন ভাবে, 'আচ্ছা, এইত প্রথম বার, আর এরূপ হইতে দিব না।' কিন্তু অদ্য এই একটু বিলম্বে, অথবা একটীমাত্র কার্য্য অসম্পন্ন থাকাতে, তুমি কত কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিগণের কতদূর পশ্চাতে রহিলে এবং ইহার পরিণাম তোমার পক্ষে কতদূর অনিষ্টজনক হইবে, তাহা কি তুমি ঠিক করিয়া বলিতে পার? এ সংসারে কত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বিলম্ব হেতু নিজের সৌভাগ্য-পথে কণ্টক দিয়াছেন, কত ব্যক্তি সামান্য একটী কার্য্যে অবহেলার জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। ঘোড়ার নালে একটী কাঁটা না লাগাইবার দোষে যোদ্ধার মৃত্যু বৃত্তান্ত 'ক্ষুদ্র বস্তু সমূহ' মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি প্রথমতঃ আহারে বিলম্ব করিতে আরম্ভ

করে, তৎপর প্রত্যেক কার্য্যে ঐ অভ্যাস এত বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে, সৌভাগ্য পথে যাইতেও সে বিলম্ব করিয়া ফেলে। তাহার নিজ জীবন দুঃখপূর্ণ হয় এবং লোক সকলও তাহাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে। অনিয়মী লোককে কেহ শ্রদ্ধা করে না, কারণ সে সমাজের কণ্টক ও দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ, এজন্য লোক-সমাজ তাহাকে দূর করিয়া ঠেলিয়া দেয়। সে কেবল যে নিজের সময় নষ্ট করে এরূপ নহে, কিন্তু অন্য ব্যক্তিরও ঐ মহামূল্য সময় নষ্ট করিয়া থাকে যাহা সে পুনঃ প্রদান করিতে পারে না। দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি কেবল নিয়মিতরূপে অনিয়ম করিতেই তৎপর। তাহার কোন কার্য্যই একেবারে অথবা সুসময়ে সম্পন্ন হয় না। সে রেলের গাড়ীতে আরোহণ করিবার মনস্থ করিয়া ষ্টেসনে গমন পূর্ব্বক দেখে ট্রেন্ ছাড়িয়া গিয়াছে; ডাক মেল্ রওনা হইয়া গেলে সে ডাকের বাক্সে চিঠী দেয়; আহার্য্য বস্তু শীতল হইবার পরে সে আহার করিতে আইসে; সে অসময়ে আফিসে যাইয়া শেষে এত গৌণ করে যে, তাহাতে কেরাণিগণ বিরক্ত হয়; সে নিজের দোকান খুলিতে এত গৌণ করে যে, ক্রেতৃগণ বিরক্ত হইয়া ভবিষ্যতে তাহার দোকানে যায় না; সে অন্য স্থানে যাইবে বলিয়া তোমার সঙ্গে কথা বলিতে সময় পায় না; পরে—সেখানে যাইয়া দেখে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; অবশেষে তাহার অন্য এক কার্য্যের কথা স্মরণ পড়ে এবং সেদিকে দৌড়িয়া যাইয়া দেখে তাহার যাওয়ার অনেক পূর্ব্বে সেই কার্য্যও সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। সে চতুর্দ্দিকের গোলমালে জড়িত হইয়া ক্রমে অধোগামী হইতে থাকে; নিজের অঙ্গীকৃত সময় ও কার্য্যে অন্যথা হওয়াতে

তাহার উৎকৃষ্ট বন্ধুগণ ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হয়; সে আলস্যকে প্রশ্রয় দেয়, নিজের স্বভাব চিড়্‌চিড়ে করে, বিশ্বাস-চ্যুত হয়, বন্ধুতা বিনষ্ট করে এবং সমস্ত লোক ও সমস্ত বিষয় নিজের বিরুদ্ধে স্থাপিত করে। এই সকল কষ্ট তাহাকে কিসের জন্য সহ্য করিতে হয়? 'কেবল একটু বিলম্ব দোষে।' এজন্যই জ্ঞানিগণ অগৌণে নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য উপদেশ দেন। ফলতঃ দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি কখনই উন্নতি করিতে পারে না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাতেই নিরাশ হয়। হিতোপদেশের মধ্যে একটী শ্লোক আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, "এই সংসারে সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তিকে ছয়টী দোষ পরিত্যাগ করিতে হইবে যথা; -নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রিতা।" অতএব প্রত্যেক সময়ে ও প্রত্যেক বিষয়ে বাক্যানুযায়ী কার্য্য করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে কল্য অমুক সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে, তবে তাহা কখনই অবহেলা না করিয়া ঠিক সেই সময়ে তোমাকে গাত্রোত্থান করিতে হইবে। যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে অদ্য আহারের পূর্ব্বে এই কার্য্যগুলি করিবে, তবে তাহা দিগকে সম্পন্ন না করিয়া কদাচ আহার করিতে যাইও না। যদি তুমি মনে কর অদ্য অমুক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত, তবে তাহা না করিয়া কখনও ক্ষান্ত থাকিও না। নিজের প্রতিজ্ঞা যে রক্ষা করে, তাহাকে সকলেই বিশ্বাস করে, ও আদর করে এবং কোন গোলমালে জড়িত হইয়া তাহাকে নিজ সুবিধা নষ্ট করিতে হয় না।

ক্রয়ারুনামক একটী ছাত্র অধ্যাপকের নিকট অত্যন্ত নিয়ম-

নিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এক দিবস উপাসনার সময় সকলে একত্রিত হইলে, অধ্যাপক দেখিলেন ক্রুয়ার্ তথনও আইসে নাই; তজ্জন্য তিনি উপাসনার কার্য্য আরম্ভ না করিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে সেই ছাত্র আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলে অধ্যাপক বলিলেন, "ক্রুয়ার্, তোমাকে স্বস্থানে না দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে ঘড়ী দ্রুত চলিয়াছে।" বাস্তবিকই ঘড়ি সে দিন কয়েক মিনিট দ্রুত চলিতেছিল। আমেরিকাতে ঠিক এইরূপ একটী ঘটনা হইয়াছিল; তথায় জন কুইন্‌সি এডেম্‌স্ নামক রাজনীতিজ্ঞ ও সদ্বংশজাত এক ব্যক্তি এতদূর নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন যে, প্রতিবেশিগণ তাঁহার যাতায়াতের দ্বারা সময় ঠিক করিয়া লইত। একদা ওয়াসিংটন নগরে প্রতিনিধি-সভাগৃহে মেম্বরগণের নাম ডাকিয়া কার্য্যারম্ভ করা স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু কুইন্‌সি এডেম্‌স্ তাঁহার আসনে না থাকাতে, এই আপত্তি উত্থাপিত হইল যে, কথনও কার্য্যারম্ভের ঠিক সময় হয় নাই; বাস্তবিকও সেদিন ঘড়ীটী তিন মিনিট দ্রুত চলিতেছিল, ঐ সময়ের মধ্যেই দেখা গেল এডেমস্ গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক চুপ করিয়া তাঁহার আপন আসনে উপবেশন করিলেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা মূলক যুদ্ধ সময়ে হেসি দেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেলরাল্ নিম্নলিখিত কারণে ট্রেণ্টনের যুদ্ধে সম্মান ও স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন,—তিনি তাস্‌ক্রীড়াতে মত্ত ছিলেন, এমন সময়ে একথানা পত্র আসিয়া পৌঁছিল। ঐ পত্রে 'ওয়াসিংটনের ডিলাওয়ার্ নদী পার হইবার মনস্থ আছে' এই সংবাদ লিখিত ছিল, কিন্তু তিনি তাস খেলার মত্ততায় সেই

পত্র তখন খুলিলেন না এবং আমেরিকার সৈন্যাধ্যক্ষ ওয়াসিং-টনকে বাধা দেওয়ার সুযোগ নষ্ট করিলেন। যদি তিনি যথাসময়ে ঐ পত্র খুলিয়া পাঠ করিতেন, তবে আমেরিকার স্বাধীনতা মূলক যুদ্ধফল যে অন্য রকমের হইতনা তাহা কে জানে ?

ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্ অতি সাবধানে যথাসময়ে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তাবৎ কার্য্য করিতেন এবং এজন্যই তিনি রণ-কেশরী নেপোলিয়ন্‌কেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; কারণ, তিনি উত্তমরূপে জানিতেন যে, যুদ্ধে জয় ও পরাস্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হইয়া থাকে। লর্ড নেল্‌সন্ বলিয়াছিলেন,—"আমি সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পনর মিনিট পূর্ব্বে কার্য্যস্থানে উপস্থিত থাকি এবং ইহা দ্বারাই আমি মানুষ হইয়াছি।"

যখন এরূপ দুইটী কর্ম্ম উপস্থিত হয় যে তাহার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অপরটী বাঞ্ছনীয় ; তখন সর্ব্ব প্রথমে অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয় সমাধা করিয়া, সময় থাকিলে বাঞ্ছনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, সেতারপ্রিয় এক ব্যক্তি অতিশয় আনন্দ সহকারে সেতার বাদনে নিযুক্ত আছেন, অথচ অদ্যই তাহার কোন পীড়িত বন্ধুর নিকট অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে। এখন সেতার বাদন বন্ধ করিয়া, যত শীঘ্র পারেন তাহার পীড়িত বন্ধুর নিকট অর্থ প্রেরণ করা উচিত ; কারণ, সেতার বাজাইতে বাজাইতে ডাকের সময় চলিয়া গেলে, অদ্য অর্থ প্রেরণ করা হইবে না ; তদ্দরুণ বন্ধু কত কষ্ট পাইবেন, কত বিপদে পড়িবেন, কে জানে ? হয়ত যথাসময়ে এই অর্থ না পৌছিলে তিনি চিকিৎসক আনাইতে পারিবেন না, উত্তম ঔষধ সেবন করিতে পারিবেন

না এবং সেই হেতু তাহার মৃত্যুও হইতে পারে। অতএব সকল সময়েই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সর্ব্ব প্রথমে সম্পন্ন করিয়া, পরে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত।

একজন জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন,—"সময় নামক বৃহৎ ঘড়ীর উপরে একটী মাত্র শব্দ লেখা আছে—তাহা 'এখন।' জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই তিনটী অক্ষর দ্বারা জীবন পথে চালিত হন এবং পরিণামদর্শী ব্যক্তি তাহাদিগকে আপন ধ্বজাতে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। 'পশ্চাৎ' শব্দটী মূর্খ ও নির্ব্বোধদিগের অধিকৃত। জ্ঞানিগণ ইহার সঙ্গে অপরিচিত। তাঁহাদের সকলই 'এখন' কারণ, ইহার উপর তাঁহাদের হাত আছে। 'পশ্চাৎ' যে আসিবে তাহার বিশ্বাস কি? অনিশ্চিত রত্নের আশায় নিজ হস্তস্থিত রত্ন ত্যাগ করা কি নির্ব্বোধের কার্য্য নহে?"

ভারতবাসী সময় সম্বন্ধে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন না। তিনি বিজ্ঞাপন দেন 'অদ্য অপরাহ্ন ৭॥ টার সময় অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি বক্তৃতা দিবেন।' তথায় ৭॥ টার সময় যাও, দেখিবে, শ্রোতৃগণের উপবেশনার্থ আসনের বন্দোবস্ত হইতেছে। তিনি তোমাকে বলিলেন কল্য ৯ টার সময় তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ পরামর্শ করিতে আসিবেন, কিন্তু ১০ টার সময়,—যখন তুমি আফিসে চলিয়াছ,—তিনি আসিয়া দেখা দিলেন। তুমি হয়ত ভদ্রতা করিয়া সন্ধ্যার সময় আসিতে বলিয়া দিলে, কিন্তু তিনি রাত্রি ৮ টার সময় আসিয়া তোমার আবশ্যকীয় কার্য্যের ক্ষতি করিতে লাগিলেন; অথচ সন্ধ্যাকালেও তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তুমি নিজের অনেক সময়

নষ্ট করিয়াছ। এইরূপে তিনি যে কেবল আপন কার্য্য একবারে সম্পন্ন করেন না এমন নহে, অন্যের সময়ও নষ্ট করেন এবং কার্য্যের ক্ষতি করিয়া থাকেন।

এক ব্যক্তি বলিলেন সাতদিনের মধ্যে তোমার অমুক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন, কিন্তু দশ দিন যায়, তথাচ তাহা হয় না; তুমি যদি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার কথা কেন ঠিক রহিল না; সে তৎক্ষণাৎ নির্লজ্জের ন্যায় বলিবে, "মহাশয়, এত মিক্তির ওজনে কি সংসারে কাজ কর্ম্ম করা যায়? কলিকাতায় এরূপ ঘটনা সচরাচর হয় না। তথায় সভাতে সাহেবদিগের আগমন হয়, লোকের সদাসর্ব্বদা সাহেবদিগের সঙ্গে কারবার করিতে হয়, সুতরাং তথায় সময় ও কার্য্য সম্বন্ধে কিছু ঠিক রকমের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মফঃস্বলে, আমি যেরূপ বর্ণন করিলাম, ঠিক এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

অনিয়মী হইয়া সতত সময় নষ্ট করা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম। ইহা উন্নতি, বিশ্বাস, বন্ধুতা, সৌভাগ্য প্রভৃতি বিনাশ করে এবং মানবকে নানাপ্রকার দুঃখে ও নিরাশায় বিষণ্ণ করিয়া ফেলে। যতদিন প্রত্যেক ভারতসন্তান যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদন এবং অঙ্গীকার পালনের মূল্য না বুঝিবেন, ততদিন তিনি কিছুতেই প্রকৃত উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন না।

কৌশল।

"Tact clinches the bargain;
Tact wins in the fight,
Gets the vote in the Senate
Spite of Gladstone or Bright."

D. Adams.

কেবল বিদ্যা ও বুদ্ধি থাকিলেই লোক এসংসারে সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না; এ দুয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌশল থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই গুণ লোকের অন্যান্য সদ্গুণ সকলকে এত সুন্দর ভাবে কার্য্যে প্রয়োগ করে যে, তাহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্যতা লাভ হয়। অনেকে মনে করেন, কৌশলের সঙ্গে শঠতার সম্পর্ক আছে, কিন্তু আমরা এখানে যে গুণকে কৌশল নামে অভিহিত করিলাম; ইহার সঙ্গে শঠতার সংশ্রব মাত্র নাই।

অনেক ব্যক্তিকে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, তাহারা অত্যন্ত গুণ সম্পন্ন ও সচ্চরিত্র হইয়াও কেবল কৌশলের অভাব নিবন্ধন সংসারে উন্নতিলাভে সমর্থ হন নাই। উৎকৃষ্ট সুযোগ সমূহ তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তদ্দ্বারা অণুমাত্রও লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিদ্বান্, গুণবান ও সচ্চরিত্র বটে, কিন্তু কৌশলমানভিজ্ঞ হওয়াতে, তাঁহারা প্রিয়বন্ধুদিগকে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত করিয়া তাহাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পড়েন; উপকারী ও আশ্রয়দাতা অভিভাবকগণকে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট ও সদয়

ভাবাপন্ন রাখিতে পারেন না; কাজেই, সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দুরবস্থায় নিপতিত থাকেন; তাঁহাদিগের উৎসাহ, অধ্যবসায়, প্রভৃতি সদ্গুণ আছে বটে, কিন্তু কৌশল না থাকাতে তাঁহারা সাংসারিক উন্নতি হইতে বঞ্চিত থাকেন। পক্ষান্তরে এই দেখা যায় যে, সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও এই কৌশলের সাহায্যে গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া উচ্চ ও সম্মানিত পদলাভে সমর্থ হন।

একজন জ্ঞানী লোক গুণ ও কৌশলকে এইরূপে তুলনা করিয়াছেন,—"গুণ ক্ষমতা বিশেষ, কিন্তু কৌশল নিপুণতা; গুণ তুলাযন্ত্রের পরিমাণ, কিন্তু কৌশল তুলাদণ্ড মধ্যস্থ রজ্জু; গুণী জানে কি করা উচিত, কিন্তু কৌশলী জানে তাহা কি প্রকারে করা উচিত; গুণ দ্বারা লোক সম্মান-যোগ্য হয়, কিন্তু কৌশল দ্বারা সে সম্মানলাভ করে; গুণ স্থাবর সম্পত্তি বিশেষ, কিন্তু কৌশল নগদ সম্পত্তি; গুণ শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি করে, কিন্তু কৌশল বন্ধুর সংখ্যা বিস্তৃত করে। কৌশলী জানে সুযোগমতে কখন কার্য্য সম্পন্ন হইবে, কিন্তু গুণী অবহেলা পূর্ব্বক সেই সুযোগ পরিত্যাগ করে।

ফলতঃ কৌশল যে কি পদার্থ তাহা বাক্য দ্বারা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ইহা শিষ্টাচার অপেক্ষাও উচ্চতর গুণ, অথচ ইহা শিষ্টাচারিতায় পরিপূর্ণ। উদ্যোগ, সত্বরতা, সৌজন্য, স্বচ্ছন্দতা, নম্রতা প্রভৃতি গুণের সমষ্টিই এখানে কৌশল নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা লোককে বিরক্ত বা রাগান্বিত করে না; অন্যের হিংসা বা প্রতিযোগিতা উৎপন্ন করে না; অন্যের পদ দ্বারা গমন করে না

এবং উচিত সময়ে উচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ডেভেন্‌পোর্ট এডেম্‌স্‌ বলিয়াছেন—"গুণকে কার্য্যে পরিণত করা কৌশলের কর্ম্ম। কৌশল মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করে, কার্য্যে সত্বরতা ও নিপুণতা শিক্ষা দেয় এবং চরিত্রকে শিষ্টাচার পূর্ণ করে। ইহাকে অভিজ্ঞতাপূর্ণ আভ্যন্তরিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি বলা যাইতে পারে। ইহা কোন অভাব দেখিয়া নিরাশচিত্তে বিলম্ব করে না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণে নিযুক্ত হয়; ইহা যখনই একটী সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা দ্বারা উপকার লাভ করে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"জীবনের কার্য্যকলাপের মধ্যে কৌশল যাহা সুসম্পন্ন করে, গুণ তাহার দশাংশের একাংশও সম্পন্ন করিতে পারে না। গুণী ব্যক্তি বিচারকের প্রশংসা লাভ করেন, কিন্তু কৌশলী ব্যক্তি এটর্নি ও মক্কেল হইতে ফিস্‌ গ্রহণ করেন; গুণী ব্যক্তি বাক্য দ্বারা বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু কৌশলী ব্যক্তি বাক্য দ্বারা জয়লাভ করেন; সংসারে গুণী ব্যক্তির উন্নতি লাভ করিতে বিলম্ব দেখিয়া লোক যেমন বিস্ময়াপন্ন হয়, কৌশলী ব্যক্তির অতি শীঘ্র উন্নতি দর্শনে তদ্রূপই চমৎকৃত ও মোহিত হয়।"

কৌশল অতি চমৎকার পদার্থ। কৌশলী ব্যক্তি কখনও বৃথা ভার বহন করে না; ভ্রমবশতঃ অযোগ্য পথে গমন করে না; কোন সময় বা সুবিধা নষ্ট করে না; কিন্তু তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উপকার লাভ করে এবং সর্ব্বদা বায়ু-গতি-নিরূপক যন্ত্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বায়ুর আনুকূল্য লাভে

সমর্থ হয়। আমরা কখনও একথা অস্বীকার করিনা যে, গুণই কৌশল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতর; কিন্তু তজ্জন্য কৌশলও অবহেলার বস্তু নহে। গুণী ব্যক্তি যাহা আবিষ্কার করেন, কৌশলী ব্যক্তি তাহা মানব সমাজের উপকারার্থ প্রয়োগ করেন; গুণী ব্যক্তি চন্দ্র. সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করেন কিন্তু কৌশল ব্যক্তি সেই গণনার সাহায্যে প্রভূত-বাণিজ্য-দ্রব্য-পরিপূর্ণ সমুদ্রপোতকে নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয় স্থানে বা বন্দরে লইয়া যান। গুণী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু চেষ্টা করিলেই লোক কৌশলী হইতে পারে। পরিদর্শন, স্থিরচিন্তা, আত্মসংযম, সৌজন্য প্রভৃতি কৌশলের অঙ্গীভূত।

গুণী ও কৌশলী ব্যক্তিগণ মধ্যে কোন্ শ্রেণীর লোক মানব সমাজের অধিক উপকার করিয়াছেন, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিব না। গুণী ব্যক্তি একটী নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কৌশলী ব্যক্তি অমনি সেই নিয়মটী সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু যিনি নিয়মকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না তাঁহার কেবল মাত্র গুণ দ্বারা মানবমণ্ডলীর কি উপকার হইবে? যদি পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক কোন স্থান হইতে নিরাপদে গৃহে গমন করিতে না পারি তবে আমরা তেজস্বী ও বেগবান্ অশ্বদ্বারা কি করিব? ফলতঃ কৌশল মানবের জীবনচক্রকে এত সহজে চালিত করে যে, মূর্খ ও অকৃতজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কেহই এই গুণের পক্ষপাতী না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা মানবের ক্ষমতা সকলকে একত্রে গ্রথিত করিবার সুবর্ণ-সূত্র। কেবল ধন মান উপার্জ্জন করা মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি না, তাহা আমরা এখানে বিচার করিতেছি না, কিন্তু

একথা সত্য যে চিন্তাশীল ব্যক্তি অপেক্ষা কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিই অধিক পরিমাণে ধন মান লাভে সমর্থ হয়।

যথার্থ কৃতকার্য্যতালাভেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তি অতিশয় সাবধানতা সহকারে পরিদর্শন করেন যে, তাহার চতুর্দ্দিকে কিরূপ ঘটনা সকল আসিতেছে, এবং তিনি কি উপায়ে ন্যায় পথে থাকিয়া তাহাদিগের উপযুক্ত হইতে পারেন। তিনি অন্যের সুখদুঃখভাগী হন এবং তাহার সুখ দুঃখে অন্য ব্যক্তি সমবেদনা প্রকাশ করিলে, তিনি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ সহকারে তাহাকে আদর করেন। তিনি প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করেন; বক্তৃতার সময় এমন কিছু বলেননা যাহাতে শ্রোতৃবর্গ বিরক্ত হইবেন; তিনি এরূপ সময়ে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না, যখন তাহা সম্পন্ন করিলে সুফল না ফলিয়া বরং অনিষ্ট জনক হইবে। কেবল কার্য্য করিলেই উন্নতি লাভ হয় না, কিন্তু উহা সুসময়ে যথাস্থানে সম্পন্ন করিতে পারিলে কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়া থাকে।

মহাত্মা ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট্, জর্ম্মেণ-সম্রাট্ দ্বিতীয় জোজেফ্ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "তিনি প্রথম একবার পদবিক্ষেপ না করিয়াই দ্বিতীয়বার পদবিক্ষেপ করিতে চাহিতেন।" বস্তুতঃ সংসারের অধিকাংশ অপটু লোকই এই জন্য অকৃতকার্য্য হন যে, তাহারা চতুর্দ্দিকের অবস্থা দর্শন না করিয়া, একবারেই লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইতে চাহেন; সুতরাং বিফলকাম হইয়া নানা কষ্ট ও দুর্দ্দশায় নিপতিত হন। সংসারে যে সকল লোক কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন না, তন্মধ্যে অধিকাংশই কৌশলানভিজ্ঞ। কেবল গুণসম্পন্ন হইলেই কোন ব্যক্তি

সংসারে যথার্থরূপে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হন না। গুণের সঙ্গে কৌশল যোগ হইলে মানব অতি শোভান্বিত হন এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সকল কার্য্যেই কৌশলের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। ইহা প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই অত্যন্ত আবশ্যকীয়। তিনিই প্রকৃত কৌশলী ব্যক্তি যিনি আপন জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনায় এই গুণের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হন। তিনি উৎকৃষ্ট মহাজন, উৎকৃষ্ট বণিক্, উৎকৃষ্ট অতিথি, উৎকৃষ্ট বন্ধু, উৎকৃষ্ট শাসনকর্ত্তা, উৎকৃষ্ট পরামর্শদাতা, উৎকৃষ্ট পিতা, উৎকৃষ্ট শিক্ষক, উৎকৃষ্ট গৃহস্থ ও উৎকৃষ্ট স্বামী। যে কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করেন, তাহাই সুবর্ণময় ফল প্রসব করে। এরূপ ব্যক্তি উন্নতিশীল ও সৌভাগ্যশালী না হইলে সংসারে জয়ী হইবে কে?

ক্রোধ।

—:০:—

"Anger is like a full hot horse, who being allowed his way, self-mettle tires him."

Shakespeare.

"Anger is like a ruin, which breaks itself upon what it falls."

Seneca.

কোন ব্যক্তিকে অসৎ কর্ম্ম করিতে বা অন্যায় পথে চলিতে দেখিলে, আমাদিগের মনে অসন্তোষ ও ক্রোধ উপস্থিত হয়,—সুতরাং ক্রোধ, অন্যায় ও অত্যাচার প্রভৃতি অসৎকর্ম্ম

নিরাকরণের এক উপায় বিশেষ। আমরা যে সকল ব্যক্তিকে ভালবাসি ও সম্মান করি, তাহাদিগকে অপমানিত কি নিন্দিত অথবা তিরস্কৃত হইতে দেখিলেই আমাদিগের ক্রোধোদয় হয় এবং হওয়াই উচিত। এরূপ অবস্থায় ক্রোধোদয় না হইলে আমরা নিতান্ত অসার ও কাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতাম।

যদিও ক্রোধ সময়বিশেষে দূষণীয় নহে, তথাচ ক্রোধাক্রান্ত হইলে লোকের বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত। ক্রোধে অন্ধ হইয়া হঠাৎ প্রতিহিংসা লওয়া অথবা কোন অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কদাচ উচিত নহে। ক্রোধের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিয়ম থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। পুরাকালের দৈববাণী আছে যে, "ক্রোধ কর, কিন্তু পাপ করিও না।" "তোমার ক্রোধোপরি সূর্য্যাস্ত হইতে দিও না।" অর্থাৎ ক্রোধ করিয়া পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া যেমন নিতান্ত অন্যায় তদ্রূপ ক্রোধকে অন্তরে পুষিয়া রাখাও অতীব গর্হিত কর্ম্ম। ক্রোধের কারণ চলিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে মনকে মুক্ত করা উচিত; নতুবা, অভ্যন্তরস্থ কীট যেমন মনোহর পুষ্পকে নষ্ট করে, তদ্রূপ ক্রোধ মানব হৃদয়ের সদ্গুণ সকল বিনাশ করে এবং তাহাকে পাপ-পথে লইয়া যায়।

ক্রোধ দুর্ব্বলতা ও নীচতার চিহ্ন বিশেষ। বালক, বৃদ্ধ ও রুগ্নদিগের উপরই ইহার অধিক আধিপত্য। ইহা যে কি প্রকার পদার্থ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে অধিক দূর যাইতে হয় না। ক্রোধী ব্যক্তির আকৃতিতেই ইহার

ভয়ানকত্ব উত্তম রূপে প্রকাশিত হয়। লোক ক্রোধ দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত নাক, মুখ ও চক্ষের দিকে প্রধাবিত হয়, শরীরে কম্প উপস্থিত হয় এবং তখন তাহাকে রাক্ষসের মত দেখায়। সে তর্জ্জন, গর্জ্জন, কটুবাক্য, ভর্ৎসনা, প্রহার প্রভৃতি দ্বারা শত্রুকে জব্দ করিতে চেষ্টা করে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ক্রোধ প্রশমিত না হয় ততক্ষণ সে কোন কার্য্যই স্থিরভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারে না। অপস্মাররোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি মূর্চ্ছান্তে যেরূপ নিজ শরীর অবসন্ন বোধ করে, ক্রোধী ব্যক্তিও সেইরূপ তর্জ্জন, গর্জ্জন, প্রহার প্রভৃতি হেতু ক্রোধান্তে আপনাকে ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করে। অপস্মার-গ্রস্ত ব্যক্তি এই ভাবিয়া দুঃখিত ও ভীত হয় যে, কখন কি ভাবে তাহার প্রাণ যায় ঠিক নাই; ক্রোধী ব্যক্তিও ক্রোধের মূর্চ্ছান্তে অনুতাপে ও দুঃখে নিতান্ত লজ্জিত হয় এবং মনে মনে ভাবে যে, এতদূর না করিলেও চলিত। ক্রোধী ব্যক্তি যদি মূর্চ্ছার (অর্থাৎ ক্রোধের আবেগের) সময়ে নিজ মূর্ত্তি খানি দর্পণে দেখে, তবে তখনই সে বুঝিতে পারে কেমন ভয়ানক শত্রু তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ক্রোধ দ্বারা অন্যের অনিষ্ট করিতে চাহে, কিন্তু অপরের অনিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রোধাগ্নি তাহার আপন অন্তরকেও দগ্ধ করে এবং পরমায়ুঃ ক্ষয় করে।

ফলতঃ যে ব্যক্তি যত অধিকবার ক্রোধ করে, ও যত অধিক সময় তাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখে, সে কেবল যে নিজের অন্তরে ক্রোধের অবস্থান হেতু তত কষ্ট পায় এরূপ নহে, তাহার

আয়ুও সেই পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এজন্যই জ্ঞানিগণ ক্রোধকে রিপু শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

জ্ঞানীব্যক্তিগণ ক্রোধী ব্যক্তিকে পাগলের সঙ্গে তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে অতি চমৎকার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, যথা ;—পাগলের ন্যায় ক্রোধী ব্যক্তির মন ন্যায়পরতা ও বুদ্ধির শাসন অতিক্রম করে, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চঞ্চল হয়, কথাগুলি অতি শীঘ্র শীঘ্র বিশৃঙ্খল ভাবে উচ্চারিত হয়, এক রকমের একটী-মাত্র ভাব দ্বারা মন অত্যন্ত আলোড়িত হয়, গতি দ্রুত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ ও ঘন হয়, এবং দন্ত কড়মড়ি উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ক্রোধ অনেকাংশে উন্মত্ততা রোগের তুল্য ; সুতরাং ঐ রোগের যেমন চিকিৎসা আবশ্যক, ক্রোধেরও তদ্রূপ চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

ক্রোধ দ্বারা আক্রান্ত হইবামাত্রই ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ঐ রিপু তাহার মনকে কতদূর ব্যাকুল করে, কত কষ্ট দেয়, এবং কিরূপে অজ্ঞাতসারে তাহার পরমায়ুঃ ক্ষয় করে। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, "ক্রোধাক্রান্ত হইলে মনে মনে একশত গণনা না করিয়া বাক্য বলা উচিত নহে।" আমাদিগের বন্ধু-গণকে বলিয়া রাখা উচিত যে যখনই আমরা ক্রুদ্ধ হই, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা যেন আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। ক্রোধের প্রতি আমাদিগের ঘৃণা হওয়া উচিত, এবং বাস্তবিকও ইহা ঘৃণনীয় পদার্থ ; কারণ, ইহা অন্য ব্যক্তিকে জব্দ করিবার, বা প্রতিফল দিবার, অথবা তাহার অনিষ্ট করিবার নীচকামনা-প্রসূত। অতএব প্রথমতঃ ক্রোধ কিরূপ অনিষ্ট-জনক ও মনের বিকৃতি-কারক, এবিষয়ের চিন্তা, দ্বিতীয়তঃ একশত পর্য্যন্ত

গণনা, তৃতীয়তঃ সতর্ক করিবার জন্য বন্ধুদিগকে অনুরোধ, চতুর্থতঃ ক্রোধের প্রতি ঘৃণা, এই চারিটী এই রোগের প্রধান ঔষধ; ইহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে ক্রোধশান্তির উপায়ান্তর নাই।

ক্রোধ এই সংসারে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, বন্ধুতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে, অজ্ঞাতসারে আয়ুঃক্ষয় করে, মনের মধ্যে নানা প্রকার অসুখ আনয়ন করে, এবং নানাবিধ অপ্রিয় ও অনিষ্টজনক ঘটনার মূলীভূত কারণ হইয়া পড়ে। ক্রোধ সম্বন্ধে অনেক নীতি-গর্ভ উপদেশ প্রচলিত আছে। কেটো বলিয়াছেন, "ক্রুদ্ধ ব্যক্তি আপনার মুখ খুলিয়া দেয়, কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করে।" ডাক্তর জন্‌সন্ বলিয়াছেন, "গ্রীস্‌দেশের সাতজন সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানীলোকের মধ্যে করিন্‌থ্ দেশীয় পেরিএণ্ডার নামক মহাত্মা তাঁহার জ্ঞান ও সদিচ্ছার চিহ্নস্বরূপ একটী নীতিপূর্ণ উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই যে,—"তোমার ক্রোধের উপর প্রভুত্ব লাভ কর।" পব্‌লিয়স্ সাইরস্ বলিয়াছেন, "ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধের উপশম হইলে, সে পুনরায় নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়।" মণ্ডার বলিয়াছেন, "ক্রুদ্ধ ব্যক্তি এরূপ এক দুর্দ্দম্য অশ্বে আরোহণ করে যে, সেই অশ্ব তাহাকে লইয়া নিজের ইচ্ছানুসারে একদিকে দ্রুতগমন করে;" তিনি আরও বলিয়াছেন, "ক্রোধ অজ্ঞানতা হইতে আরম্ভ হইয়া অনুতাপে অবসন্ন হয়।" "ক্রোধ উন্মত্ততা বিশেষ।" ফিল্‌ডিং বলিয়াছেন, "পুরদ্বার দিয়া ক্রোধ প্রবেশ করিলে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া সদ্‌জ্ঞান পলায়ন করে।" সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পিথাগোরাস্ বলিয়া-

ছেন, "যিনি নিজকে শাসন করিতে পারেন না তিনি স্বাধীন নহেন।"

বস্তুতঃ ক্রোধকে যে ভাবেই পরীক্ষা করা যাউক না কেন, ইহা সকল প্রকারেই অনিষ্টকারী। ঝড় যেমন হালশূন্য নৌকাকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে লইয়া যায়, তদ্রূপ হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য ক্রুদ্ধব্যক্তি প্রতিহিংসারূপ ঝড় দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। একজন জ্ঞানী লোক বলিয়া-ছেন, "কোপান্বিত ব্যক্তি আপন বৃশ্চিক কর্ত্তৃক দংশিত হয়, কারণ, সে অন্যের অনিষ্ট করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া নিজের অনিষ্ট সাধন করে।" গ্রীশ দেশীয় সুবিখ্যাত বৈজ্ঞা-নিক মহাত্মা সক্রেটিসের ন্যায় ক্রোধসংযমী লোক অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। একদা কোন ব্যক্তি তাঁহার কর্ণমূলে মুষ্টাঘাত করাতে তিনি হাস্য মুখে বলিয়াছিলেন, "কোন্ সময়ে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে হয় তাহা না জানা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।" তাঁহার স্ত্রী জান্টেপী অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণা ও উগ্রস্বভাবান্বিতা ছিলেন। তিনি সততই স্বামীকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিতেন এবং তাঁহার প্রতি কটুক্তি ও কুব্যবহার করিতেন। একদা জান্টেপী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া পতিকে নানা প্রকার কটুক্তি ও ভৎর্সনা করিতেছিলেন, সক্রেটিস্ তাহাতে একটী কথাও না বলিয়া গৃহের বাহিরে আগমন পূর্ব্বক দ্বারদেশে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু জান্টেপী তাঁহার এ প্রকার উপেক্ষা দেখিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধা হইলেন এবং দুর্গন্ধপূর্ণ এক কলসী ময়লা জল আনিয়া তাঁহার মস্তকের উপর ঢালিয়া দিলেন; তাহাতে সক্রেটিস্ ঈষদ্ধাস্য মুখে বলিলেন,

"এত গর্জ্জনের পর যে কিছু বর্ষণ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি?"

অতএব যদি এই পৃথিবীতে কাহারও যথার্থ সুখী হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহার সক্রেটিসের ন্যায় অক্রোধী ও ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। ক্রোধের অশেষ দোষ। উহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। পৃথিবীতে সুবিখ্যাত মহাত্মগণ একবাক্যে ক্রোধের দোষ-কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং অতি যত্নে এই রিপুকে বশীভূত রাখিয়াছেন। সক্রেটিস্, পিথাগোরাস্, সোলন্, পেরিএণ্ডার, নিউটন, গেলিলিও প্রভৃতি তাহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। ক্রোধ হইতে এই পৃথিবীতে যে কত পাপ আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই ক্রোধের বশীভূত হইয়া কত লোক আত্মহত্যা করিয়াছে; এই ক্রোধ কত দেশে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া শত শত গ্রাম, নগর ভস্মসাৎ করিয়াছে; এই ক্রোধ কত সুখী পরিবারকে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছে; এই ক্রোধের বশীভূত হইয়া কত বলিষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ফলতঃ এই ক্রোধ সংসারে দুঃখের স্রোত কতদূর বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার পরিমাণ করা অসম্ভব।

মহাত্মগণ এই সকল কারণে এ দুর্দ্দান্ত রিপুকে সর্ব্বদা আপন বশে রাখেন। কখনও কোন কারণ বশতঃ এই অশেষ দোষকর ক্রোধকে নিজের উপরে সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে অথবা তাঁহাদিগের প্রশান্ত ও পবিত্র চিত্তকে কলঙ্কিত করিতে দেন না। তাঁহারা প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় এই রিপুকে

আপন বশে রাখিয়া যথার্থ সুখ শান্তির পথ অবলম্বন করেন এবং প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হন।

আশা।

"True hope is swift, and flies with swallow's wings,
Kings it makes gods, and meaner creatures kings."

Shakespeare.

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক থেলিস্ বলিয়াছেন, "যে সকল ব্যক্তির কিছুই নাই তাহাদেরও আশা আছে।" আশা দরিদ্রের পরমবন্ধু ও জীবনোপায়। দরিদ্র ব্যক্তি যখন পৃথিবীর সমস্ত লোক ও সমস্ত ঘটনাকেই তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান দেখে, যখন নানা দুঃখ, ক্লেশ ও যন্ত্রণায় তাহাকে নিতান্ত অভিভূত করিয়া তুলে, যখন সমস্ত পৃথিবী তাহার নিকট ভয়ানক অন্ধকার-পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; তখন সেই ভীষণ ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যেও এক পরমবন্ধু তাহাকে মধুর স্বরে আহ্বান করে এবং নানাপ্রকার সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাহার দুঃখের লাঘব করে—ইহারই নাম আশা।

ইহারই মন্ত্রণায় ও উত্তেজনায় মানবগণ বৃহৎ ও মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি উদ্যোগ ও যত্নের প্রসূতি। ইনি মানব-জীবনের জড়তাকে জীবন্তভাবে পরিণত করেন; মনকে অনু-

দ্যোগ ও শিথিলতা হইতে অন্তর রাখেন, এবং তাহাতে প্রসন্নতা ও স্থিরতা আনয়ন করেন। ইনি মানবাত্মার জীবন্ত তেজ। ইনি মানবকে সন্তোষ ও আনন্দে অভিষিক্ত করেন; তাহার দুঃখ কষ্ট সহনীয় করেন এবং পরিশ্রমকে তুষ্টিকর করিয়া দেন। প্রাচীন কবি লাইনস্ বলিয়াছেন, "সকল প্রকার উৎকৃষ্ট পদার্থের জন্যই আশা করা উচিত; কারণ, এমন কোন পদার্থই নাই যাহার জন্য আশা করা যায় না, অথবা ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দিতে পারেন না।"

পৃথিবীতে আমরা যে সুখভোগ করি তাহা এত অল্প ও ক্ষণস্থায়ী যে, আশা যদি আমাদিগকে তাহার মধুময় প্রলোভন দেখাইয়া ক্রমাগত উৎকৃষ্ট বস্তু লাভের ইচ্ছা প্রদান না করিত, তবে এই মানবজীবন কি ভয়ানক দুঃখ ও বিপত্তিময় বলিয়া বোধ হইত! সমুদ্রগর্ভে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতসমুদ্ভূত ভীষণ তরঙ্গমালার মধ্যে জাহাজ জলমগ্ন হইলে নিপুণ নাবিক যেমন জীবন-বয়া* অবলম্বনপূর্ব্বক ভাসিতে থাকেন, তদ্রূপ সংসার-সাগরের বিপদাপদ ও দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি দ্বারা আহত হইয়া, মানব তাহার যথাসর্ব্বস্ব হারাইলেও, আশারূপ জীবন-বয়ার আনুকূল্যে প্রাণ ধারণ করিতে থাকেন।

ঈশ্বর প্রদত্ত সমস্ত সুখের মধ্যে এই আশাই অন্তিম ও সর্ব্বপ্রধান সুখ। ইহার উপরে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্দ্ধন, সুখী, দুঃখী, সুস্থ, রুগ্ন, ধার্ম্মিক, পাপী, সকলের সমান অধিকার। আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট্ তাঁহার পিতৃসিংহাসনে অধি-

* Life-buoy

রোহণ করিয়া যখন তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশই বন্ধুদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন, তখন পারডিকাস্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তবে নিজের জন্য কি রাখিয়াছ?" আলেক-জেণ্ডার গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "আমি মানবের সর্ব্বোচ্চ অধিকার আশাকেই নিজের জন্য রাখিয়াছি।"

ফলতঃ সংসারে যত প্রধান প্রধান কার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদিগকে সম্পন্ন করিবার যত্ন ও পরিশ্রম রূপ অগ্নি কেবল আশাবায়ুর ব্যজনেই প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। আশা ব্যতীত সন্তোষ লাভ করা সম্ভব হয় না। সর্ব্বদা আশাপূর্ণ জীবন কি সুখজনক। যখন কোন ব্যক্তি উচ্চ বিষয়ে আশা সংস্থাপিত করেন এবং তাহা পূর্ণ করিবার জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতে থাকেন, তখন যতই ঈপ্সিত বস্তু নিকটস্থ হইতে থাকে ততই অধিক বেগে আনন্দ স্রোত তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত হয়।

কিন্তু পৃথিবীতে সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু হস্তগত হইবার সম্ভা-বনা মাত্রই নাই। এজন্য সকল ব্যক্তিরই পূর্ব্বে একথা জানিয়া রাখা উচিত যে সকল আশা পূর্ণ হইবার নহে। যদি আমরা আশাকে অনেক দূর বিস্তৃত হইতে দেই, তবে সেই আশা পূর্ণ না হইয়া বরং দুঃখ ও যাতনার কারণ হইবে। যদি আমরা অতি দূরবর্ত্তী পদার্থের জন্য আশা করি, তবে হয়ত আমরা সেই বস্তুর নিকটবর্ত্তী না হইতেই মৃত্যু আমা-দিগের গতিরোধ করিবে। যদি আমরা এরূপ পদার্থের জন্য আশা করি যাহার মূল্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছুমাত্র চিন্তা করি নাই, তবে সেই আশা সফল হইলে যত সন্তোষ লাভ হয়, বিফল হইলে, নিরাশা তদপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। যদি আমরা

এরূপ কোন পদার্থের জন্য আশা অথবা চিন্তা করি যাহা কখনই পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে আমাদিগের চিন্তা ও কার্য্য নিষ্ফল হয় এবং জীবনকে অনর্থক কতকগুলি স্বপ্নবৎ বৃথা পদার্থ ও ছায়া দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়।

আশাকে ন্যায়ানুসারে সীমাবদ্ধ করা উচিত। এরূপ না করাতে অনেক জীবন অবিমৃষ্যকারিতা দোষে দুঃখ ও দুর্দ্দশাপূর্ণ হইয়াছে। অতি তীব্র কল্পনা ও অত্যুচ্চ আশা বিশিষ্ট অনেক ব্যক্তি, নিকটের সৌভাগ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দূরস্থিত মনোহর ও উজ্জ্বল বস্তুর জন্য লালায়িত হইয়া, সেই দিকে অতি বেগে গমন করিতে থাকেন; তাহাতে তাহাদিগের এই লাভ হয় যে, তাহারা দূরস্থিত মনোহর সুখলাভের আশায়, নিকটের উৎকৃষ্ট সুখ হইতে বঞ্চিত হন এবং যাহা দূরে অবস্থিত তাহাও লাভ করিতে সমর্থ হন না। হিতোপদেশের মধ্যে একটী শ্লোক আছে তাহার মর্ম্ম এই যে, "যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তাহার নিশ্চিত বিষয়টী ও অনিশ্চিতের সঙ্গে নষ্ট হয়।"

আশার প্রলোভনে লোক দীর্ঘজীবী হইবার উপায় উদ্ভাবন করে; কল্পিত সুখের অনুসরণ করে; অসম্ভব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে; এবং এইরূপে আশার ফাঁদে পতিত হইয়া দারিদ্র্য, ভিক্ষা, ও অসম্মানের ভাগী হয়। আমাদিগের পক্ষে যাহা কখনও সম্ভব নহে, এরূপ আশা মনে স্থান দেওয়া, ও তাহার অসম্পূর্ণতা বশতঃ খেদ করা, নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ। গুইক্‌সিয়ার্‌ডিনাই বলিয়াছেন, "কতকগুলি জ্ঞানীলোক

ঈপ্সিত বস্তুর জন্য আশাকে মনে স্থান দেন, অন্য কতকগুলি জ্ঞানীলোক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভের নিশ্চয়তা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আশাকে বিশ্বাস করেন না। বস্তুতঃ আশার সংযমন করা নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা অতিশয় আশা আমাদিগের পরিশ্রমকে শিথিল করে এবং ঈপ্সিত বস্তু লাভে অকৃতকার্য্য হইলে, আমাদিগকে অধিকতর দুঃখে নিমগ্ন করে।”

যখন মানব এক বিষয়ে নিরাশ অথবা সিদ্ধকাম হয়, অমনি অন্য একটী নূতন আশা তাহার মনকে অধিকার করে। এইরূপে মনুষ্য যতই সফলকাম বা নিরাশ হউক না কেন, আশা-কুহকিনী সতত তাহার সঙ্গী হইয়া নানা প্রকার সুখের সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করে।

আশা যে মানবের কত হিত সাধন করে তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। ইহা রোগীর ঔষধ, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, দরিদ্রের ধন; ইহা মানবকে দুরূহ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে; বিপদে অভয়দান করে; দুঃখের বোঝা লঘু করে এবং তাহার সমস্ত আশ্রয় বিনষ্ট হইলেও এই বন্ধু তাহাকে কদাচ ত্যাগ করে না।

বস্তুতঃ আশা মানব জীবনে সুখসাধনের একটী প্রধান সহায়। যদি মানবকে এই পরমবন্ধু পরিত্যাগ করে, তবে তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সে দুঃখে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া সমস্ত অন্ধকারময় দেখে, জীবনের প্রতি তাহার ধিক্কার হয়, এবং উদ্বন্ধনে বা অন্য উপায়ে সে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু এই মনোহারিণী আশা-কুহকিনীর মধুর স্বরে মুগ্ধ হইয়া মানব সতত সুখান্বেষণে ব্যস্ত হয় এবং কোন দুরবস্থা, কোন বিপদ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারে না। এই আশা-যন্ত্র পৃথিবীর সমস্ত মানবকে স্ব স্ব কার্য্যে পরিচালিত করিতেছে। আশা না থাকিলে ভবিষ্যৎ কি? বর্ত্তমান সময়ে যে আশানুরূপ সুখ ভোগ হইতেছে না তাহা সকলেই বুঝিতে পারে; জীবনের গত অংশে যে ইচ্ছানুরূপ সুখ ভোগ হয় নাই, তাহা প্রায় সকল ব্যক্তির স্মরণ পথেই আইসে; তবে আমরা কিসের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেছি?—'ভবিষ্যতে সুখী হইব' এই আশায়। আশা ভবিষ্যৎকে এরূপ মনোহর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে যে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া মানব আপনার শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য অতিক্রম পূর্ব্বক সততই তাহার নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। ফলতঃ আশাই মানব জীবনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন, সর্ব্বপ্রধান বন্ধু ও সর্ব্বপ্রধান সুখ। ঐ দেখ, মানবের সমস্ত কার্য্যোপরি বৃহৎ স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে—আশা, আশা, আশা!

সন্তোষ।

"True happiness is to no place confined,
But still is found with a contented mind."

Sonnets.

"Poor and content is rich, and rich enough;
But riches endless are as poor as winter,
To him that ever fears he shall be poor."

Shakespeare.

"Contentment opes the source of every joy."

Beattie.

সন্তোষ স্পর্শমণি। ইহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই সুবর্ণে পরিণত হয়। ইহার জ্যোতিঃ এমন তেজোময় ও পবিত্র যে, তাহা যাহার উপরে পতিত হয়, তাহাকেই দীপ্তি, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে অলঙ্কৃত করে। ইহা নিস্তেজ অন্তরকে তেজস্বীতায় পরিপূর্ণ করে; দুঃখী ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করে; মূর্খ ব্যক্তির অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোকে তাহার মনকে উজ্জ্বল করে; শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহার চিত্ত-বৈক্লব্য দূর করে; দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ব্যক্তিকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়; এবং হৃদয়ে এমন এক অপূর্ব্বভাব প্রদান করে যে, তাহার জ্যোতিঃ মানবকে সাংসারিক নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও নির্ব্বিবাদে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। সন্তুষ্ট ব্যক্তির চিত্ত একটী প্রস্রবণ-তুল্য। সততই তাহা হইতে

সন্তোষ-বারি উত্থিত হইয়া, প্রত্যেক অবস্থায় তাহাকে অভিষিক্ত করিতে থাকে।

সন্তোষ অমূল্য রত্ন। ইহা জীবনকে সুখময় করে; চরিত্রকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করে; অন্তরে সততা ও ধর্ম্মের বীজ বপন করে; আত্মাকে উজ্জ্বল ও সাহসপূর্ণ করে; ইহা দয়ার সহচর, সহিষ্ণুতার পোষক এবং জ্ঞানের উৎপাদয়িতা। ইহা নৈতিক ও মানসিক বলবর্দ্ধক মহৌষধ। ডাক্তর মার্সেল হল তাঁহার একজন রোগীকে বলিয়াছিলেন, "সন্তোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর ঔষধ।" জ্ঞানী সলোমন্ বলিয়াছেন, "সন্তুষ্ট-চিত্ত ঔষধের ন্যায় উপকার করে।" সুবিখ্যাত আডিসন্ বলিয়াছেন, "সন্তোষ যদিও শারীরিক, মানসিক ও অবস্থাগত অসুখ দূর করিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা মানবকে সেই অসুখ সহজে বহন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাহা আনন্দ-জনক করিয়া তুলে; হৃদয়ের বিরক্তি, খেদ ও অকৃতজ্ঞতা রূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত করে এবং অপরিমিত উচ্চ আশা খর্ব্ব করে। সন্তুষ্ট ব্যক্তি যে সম্প্রদায়-ভুক্ত তন্মধ্যে তাঁহার দোষে কোন অনিষ্টপাতের সূত্র প্রবেশ করিতে পারে না। সন্তোষ তাঁহার বাক্য সকলকে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করে, তাঁহার মনোগত চিন্তা সকলকে প্রসন্নতা ও স্থিরতা প্রদান করে। সন্তোষ লাভ করিবার যে যে উপায় আছে, তন্মধ্যে আমি দুইটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি,—প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যথার্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাপেক্ষা তাহার কত অধিক দ্রব্য আছে; দ্বিতীয়তঃ, তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ আছেন তদপেক্ষাও কত অধিক

অসুখী হওয়া সম্ভব হইতে পারে।” এই মহাত্মা আরও বলিয়াছেন, “সন্তুষ্ট-চিত্ত ব্যক্তি কেবল যে নিজেই মিষ্টভাষী ও শিষ্টাচারী হন এমন নহে, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সংসর্গে থাকেন তাহাদিগকেও তিনি মধুময়ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন। সন্তুষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে লোকের মন অজ্ঞাতসারে আনন্দাভিষিক্ত হয়। আকস্মিক সূর্য্য-কিরণের ন্যায় সন্তোষ অজ্ঞাতসারে মনের গুপ্ত প্রসন্নতাকে হঠাৎ তেজোময় করিয়া তুলে, অন্তর তখন আপনা হইতেই আনন্দিত হয় এবং যে ব্যক্তির মধুময় প্রভাবে ইহার ঐ রমণীয় অবস্থা হয়, তাঁহার দিকে স্বভাবতই বন্ধুতা ও সদিচ্ছার উপহার লইয়া ধাবিত হয়।”

সন্তোষ মধুমক্ষিকার ন্যায় গুণাগুণ বিচার না করিয়া প্রত্যেক পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে; ইহা বস্তু-নিচয়ের দোষ ও কলঙ্ক অন্বেষণ না করিয়া তাহাদিগের সদ্‌গুণ ও শোভা দর্শন করে; যে বস্তুর মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট থাকে তাহা লইয়া সুখী হইতে অভ্যাস করে। সংসারে অবিমিশ্র সুখ কি দুঃখ একেবারেই নাই। সকলই দোষ-গুণ-মিশ্রিত; সকলের মধ্যেই অন্ধকার ও উজ্জ্বলতা আছে। যিনি অন্ধকার দিকে না যাইয়া উজ্জ্বল দিক পরিদর্শন করেন তিনিই সন্তোষের রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার জন্সন্ বলিয়াছেন, “বস্তু সমূহের উজ্জ্বল দিক দর্শন করিবার ক্ষমতা বৎসরে লক্ষ মুদ্রা লাভাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।”

একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, সন্তোষ একটী তেজোময় ক্ষমতা বিশেষ। ইহা ভার বহনে ও দুর্ব্বলকে আশ্রয় দানে

সমর্থ হয় এবং হৃদ্গত মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করে। ইহা সাংসারিক দুঃখকে গোপন করেনা অথবা তাহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেনা, কিন্তু তাহার সহিত স্থিরভাবে সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করে এবং অন্যকেও ঐরূপ করিতে শিক্ষা দেয় কতকগুলি সদ্গুণের সমবায়ে সন্তোষ উৎপন্ন হয়,—স্থির প্রকৃতি নির্ম্মল জ্ঞান, তিক্ষ্ণবুদ্ধি, উপযুক্ত ক্ষমতা, ইহার প্রধান অঙ্গ। সন্তুষ্ট ব্যক্তির প্রসন্ন মুখ তাঁহার চিত্তের রমণীয়তা ব্যঞ্জক। তিনি সকল ঘটনার প্রতিকূলেই সাহস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত; যে সকল উপায় তাঁহার ক্ষমতাধীন, তাহাদিগকে অগৌণে অবলম্বন করিয়া, তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন; তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া সময় নষ্ট করেন না; বর্ত্তমান সময় সুখে অতিবাহিত করিবার জন্য সততই তিনি কোন সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। সন্তোষের মনোহর জ্যোতি সকল বস্তুকেই তাহার নিকট রমণীয় বর্ণে অনুরঞ্জিত করে। কোন বস্তু তাঁহার নিজের অধিকারে আছে বলিয়া তিনি তাহার অধিক আদর করেন এবং যাহাতে ঐ বস্তু হইতে আনন্দলাভ করিতে পারেন, তৎপক্ষে যত্ন করেন। নিরাশা তাঁহার মনকে স্পর্শও করিতে পারে না। তাঁহার গোপনীয় কথার সংখ্যা অত্যল্প। তিনি নিগূঢ় ব্যাপারের আলিঙ্গনে বৃথা সময় নষ্ট করেন না।

কবিকুল শিরোমণি সেক্সপিয়ার্ বলিয়াছেন, "জীবন পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও এবং সন্তুষ্ট-চিত্তে উচ্চ-নীচ সোপান সকল অতিক্রম কর্। সন্তুষ্ট ব্যক্তি জীবন-পথে সমস্ত দিন ভ্রমণেও শ্রান্ত হন না, কিন্তু ক্ষুব্ধ ব্যক্তি এক মাইল গমন

করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।” সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এমার্সন বলিয়াছেন, “মিষ্ট বাক্য সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় অন্তরের গভীরতম দেশে প্রবেশ করিয়া, তাহা হইতে সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া দেয়। তোমার জ্ঞানকে সন্তোষ দ্বারা আচ্ছাদিত কর, এবং ধনুর্ব্বাণ লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে লক্ষ্য ভেদ কর। জ্ঞানের যত প্রকার ব্যবহার আছে তন্মধ্যে অজ্ঞানীর সংসর্গে সুখী হইবার ক্ষমতাই সর্ব্বপ্রধান। তোমার নিজের সামান্য ভূমিখণ্ড ও সামান্য অবস্থা লইয়া সন্তুষ্ট থাক; বর্ষ চক্র ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মধ্যেই সুফল ও সদ্‌গুণ সমূহ যথাক্রমে আনয়ন করিবে। নির্ব্বোধ এবং বিরোধী ব্যক্তিগণ সন্তোষ কামনায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রেমিক ও প্রিয় ব্যক্তিগণ স্বদেশে থাকিয়াই সুখী হন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হয়; আমোদাহ্লাদের জন্য অত্যল্প সময় অবশিষ্ট থাকে। যিনি যথার্থ সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সকল মানব ও সকল ঘটনার প্রতি বন্ধুভাবে প্রসন্ন নয়নে নিরীক্ষণ করেন, তিনি জীবন পথকে কাহারও সংসর্গে বা কোন অবস্থাতেই ক্লান্তিকর বলিয়া অনুভব করেন না।”

ফলতঃ সন্তোষ ঈশ্বর প্রদত্ত মহৌষধ। প্রত্যেক ব্যক্তির ইহা সেবন করা উচিত। ভাবনা, বিষণ্ণতা, বিরক্তি, উদ্বেগ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রোগ এই মহৌষধ দ্বারা অতি সহজেই দূরীকৃত হয়। সন্তোষকে গাড়ীর স্প্রিং বলা যাইতে পারে; কেননা, যে গাড়ীতে উহা না থাকে তাহার আরোহী উচ্চ-নীচ পথে গমন করিতে বারম্বার আঘাত প্রাপ্ত হন, কিন্তু যে গাড়ীতে

উহা থাকে, তাহার আরোহী দুলিতে দুলিতে উচ্চ নীচ পথেও সুখে গমন করেন। জীবন পথে সন্তোষবিহীন ব্যক্তি, দুঃখ দারিদ্র্যরূপ উচ্চ নীচ স্থান সমূহে, নানারূপ আঘাত প্রাপ্ত হন, কিন্তু যিনি সন্তোষ অবলম্বন করিতে পারেন তিনি বিপদ, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া সচ্ছন্দচিত্তে গমন করেন। এমন ব্যক্তিই সংসারে যথার্থ সুখী। তাহার অপূর্ব্ব সুখ রাজকীয় সুখের সঙ্গেও তুলনা হয় না। তিনি কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপিয়ারের সন্তুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে একবাক্যে বলিতে পারেন, "আমার মুকুট অন্তরের মধ্যে, মস্তকোপরি নহে ; ইহা ভারতবর্ষীয় মণিমাণিক্য খচিত নয় কিন্তু তদপেক্ষাও বহুমূল্য। ইহা বাহ্য-সৌন্দর্য্য দ্বারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু অন্তরে অনুপম সুখ প্রদান করে। আমার এই মুকুটের নাম সন্তোষ। এই মুকুট-ধারণ-সুখ নৃপতিগণের ভাগ্যে প্রায়শঃ ঘটেন, অথচ সামান্য ব্যক্তিগণ এই সুখ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হয় ও মানব-জীবন সফল করে।"

কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সন্তোষকে সততার চিহ্নস্বরূপ মনে করেন। বোমণ্ট্ ও ফ্লেচার্ নামক কবিদ্বয় বলিয়াছেন, "যে দরজী সেলাই করিবার সময়ে গান না করে, তাহাকে কদাচ বিশ্বাস করিও না ; কেননা, তাহার মন কেবল কাপড় চুরির দিকে ন্যস্ত রহিয়াছে।" ফলতঃ সন্তুষ্ট ব্যক্তির চিত্ত সতত আনন্দে নৃত্য করে। তিনি আপন কার্য্য প্রফুল্লান্তঃকরণে নির্ব্বাহ করেন। তিনি সর্ব্বদা সত্যের পথে থাকেন নতুবা তাঁহার মন বিকল হইয়া পড়ে। তিনি কোন আকস্মিক ঘটনায় অভিভূত হইয়া পড়েন না কিন্তু সাহস ও সহিষ্ণুতা

অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করেন। তিনি কোন দুঃখজনক ব্যাপারে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া নিরাশার সমুদ্রে ঝাঁপ দেন না, কিন্তু প্রশান্তভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় অনুসন্ধান করেন। তিনি হঠাৎ একদিনের মধ্যে কোন দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র হন না, কিন্তু ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি যদি সংসারের সমস্ত সুখে বঞ্চিত হন,—যদি তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, প্রভৃতি সকলই কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়, তথাচ তিনি বাইবেলোক্ত ধার্ম্মিক মহাপুরুষ যবের ন্যায় বলেন, "ঈশ্বর দিয়াছিলেন, ঈশ্বরই নিয়াছেন। ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক।"

অসন্তুষ্ট ব্যক্তি কিছুতেই সুখ প্রাপ্ত হয় না। কিছুতেই তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা ও লোভের তৃপ্তি সাধিত হয় না। সে যতই অধিক পরিমাণে অর্থ ও উচ্চপদ লাভ করে ততই ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা ও লোভ অধিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সে নেপোলিয়নের ন্যায় কেবল মাত্র সম্রাট-হইয়া সুখে থাকিতে পারে না, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে একাধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক অদ্বিতীয় এবং প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ হইতে ইচ্ছা করে এবং তাহাকে নেপোলিয়নের ন্যায়ই শেষ দশায় কারাগারে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতে হয়। প্রবল প্রলোভনে সতত তাহাকে কুপথগামী করে, পাপপঙ্কে নিমগ্ন করে, অবশেষে তাহাকে অপযশরূপ মৃত্যুতে অধিকার করে, "লোভাৎ পাপম্, পাপান্মৃত্যুঃ।" সে সততই ক্ষিন্নভাবে থাকে।

যে বস্তু সে সুখের আশায় ধরে, তাহাই তাহাকে দুঃখে নিমগ্ন করে; সে দেখে, এই পৃথিবী মহা অসুখের স্থান। যেমন কামলা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষে সকল বস্তুই হরিদ্রাবর্ণ দেখায়, তদ্রূপ অসন্তুষ্ট ব্যক্তি নিজ মনের আত্মম্ভরিতা, দুরাকাঙ্ক্ষা, লোভ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সততই নিরাশ হয় এবং মনোহর পৃথিবীকে দুঃখ-পূর্ণ মনে করে। যাহা তাহার নিজ দোষে ঘটে, তাহা অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। সে নিজ হস্তে সন্তোষের দ্বার বন্ধ করিয়া বিষণ্ণতা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। তাহার অন্তর দুঃখের কারাগার স্বরূপ হইয়া উঠে। বিরক্তি, নিরাশা, কষ্ট, স্বার্থপরতা, কলহপ্রিয়তা, আশু কোপনস্বভাব প্রভৃতি মনোবিকার তাহার জীবনকে অসুখ-পূর্ণ করে। সে লোক সমাজে গমনাগমন করিতে ভাল বাসে না; অন্য ব্যক্তির গুণ-ব্যাখ্যা তাহার কর্ণে শূলের ন্যায় বিদ্ধ হয়; সে অন্য ব্যক্তিকে কটুবাক্য বলিবার সময়ে তাহার ফলাফল সম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা করে না; সে অন্যের সুখ সহ্য করিতে পারে না; সে নিজে অসুখী, কাজেই অন্যকেও তাহার সঙ্গে এক পথের পথিক করিতে ভালবাসে।

কিন্তু সকল অবস্থাতেই কি সন্তুষ্ট থাকা উচিত? যখন আমরা দেখি যে, আমাদের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হইতেছে; অপরিষ্কৃত ও অশুষ্ক গৃহে বাস করাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে; পরিবার মধ্যে পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা হইতেছে না; পুত্র কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে; অথচ আমাদের নিজের এরূপ বুদ্ধি ও ক্ষমতা আছে যে, আমরা

ইচ্ছা করিলেই ঐ সকল অসুবিধা ও ক্লেশ দূর করিতে পারি, তখন কি আমরা হস্তপদ গুটাইয়া বসিয়া থাকিব? তখন কি আমরা বলিব যে নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ? না, তাহা কখনই হইবে না। এরূপ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা নিতান্ত অনুচিত ও কাপুরুষতাব্যঞ্জক।

সন্তোষের সঙ্গে অলসতা ও নিশ্চেষ্টতার কোন সংশ্রব নাই। এ সংসারে মানবগণ ঘোরতর পরিশ্রম ও যত্ন না করিয়া যদি কষ্টকর অবস্থাতেও সন্তুষ্ট থাকিত, তবে কি পৃথিবী এরূপ উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধির ভাণ্ডার হইত এবং লোকদিগকে নূতন নূতন সুখে সুখী করিতে পারিত? ফলতঃ ন্যায়ের সীমা অতিক্রম না করিয়া, নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতানুসারে অবস্থার উন্নতি করিতে প্রাণপণ যত্ন করিয়া তৃপ্তিলাভ করা, এবং যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা যে সকল অনিষ্টজনক ঘটনা নিবারণ করিতে পারা যায় না তাহাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করা, এই উভয়বিধ গুণকে প্রকৃত সন্তোষ বলা যায়। যিনি পৃথিবীর সহস্র ভোগাভিলাষ বিনিময় করিয়াও এই অমূল্য রত্ন লাভ করিতে পারেন তিনি অতি চতুর বণিক্। নম্রতা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, দয়া, মিষ্টভাষা, শিষ্টাচার প্রভৃতি তাঁহার অঙ্গভূষণ। তিনিই এসংসারে প্রকৃত সৌভাগ্যশালী, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী ও সুখী ব্যক্তি।

ধর্ম্ম।

"Know then this truth, enough for man to know,
Virtue alone is happiness below."

Pope.

"The true spirit of religion cheers as
well as composes the soul."

Palmer.

পথিকগণ, কোন্ পথে যাইতেছ? তোমাদের গম্য স্থান কোথায়? কি জন্য তোমরা জীবন-পথে পরিভ্রমণ করিতেছ? কি লাভ করিলে তোমাদিগের আশা পূর্ণ হইবে? তোমাদিগের জীবনের লক্ষ্য কি? এই প্রশ্নগুলি কি তোমরা কখনও স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আলোচনা করিয়াছ?

মানবগণের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই পরিলক্ষিত হয় যে, তাহারা সকলেই এক উদ্দেশ্যে প্রধাবিত রহিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য কি? সুখ। কিসে তাহাদিগের শারীরিক সুখ হইবে, কিসে তাহাদিগের ধন মান বৃদ্ধি হইবে, কিসে তাহারা ঘরে বসিয়া সপরিবারে সুখ-সচ্ছন্দতা সহকারে জীবন-যাপন করিতে পারিবেন, কিসে তাহাদিগের ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এই সকল চিন্তা ও তদনুযায়ী কার্য্যের অনুসরণেই মানবগণ সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু তাহারা দেখিতে পান যে, ইহাতেও তাহাদিগের মনের তৃপ্তি হইল

না; কারণ তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এমন একদিন আসিবে, যেদিন সাংসারিক সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে; যেদিন আপন গৃহ আত্মীয় পরিজনের হাহাকার রবে পরিপূর্ণ হইবে; স্নেহের পুত্র কন্যা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, স্নেহময়ী জননী প্রভৃতির শোকাশ্রুতে ধরাতল অভিষিক্ত হইবে; শরীরের তেজ, বল, বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিবে; কি ভয়ানক ব্যাপার! তাহারা স্পষ্ট দেখিলেন, সাংসারিক পদার্থের উপরে প্রীতি স্থাপন করিলে প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ করা যায় না।

তবে প্রকৃত সুখ কোথায়? প্রকৃত সুখ ধর্ম্মে,—ঈশ্বর সেবায়, ঈশ্বরের দাসত্বে, ভক্তিতে, প্রীতিতে, এবং তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণে। সুবিখ্যাত কবি বিটি বলিয়াছেন, "প্রকৃত সুখ তাঁহারই, যাঁহার প্রশান্ত মন ধর্ম্ম কর্ত্তৃক সাংসারিক বস্তু অপেক্ষা উচ্চতর দেশে স্থাপিত হইয়াছে।" কটন বলিয়াছেন, "মনের পবিত্রতাতেই প্রকৃত সুখ।" কাউপার বলিয়াছেন, "যিনি সতত ঈশ্বরের সঙ্গে ভ্রমণ করেন তিনিই প্রকৃত সুখী।" পোপ বলিয়াছেন, "উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-পরায়ণতাই মনুষ্যের উৎকৃষ্ট সুখ।" কবিশ্রেষ্ঠ মিল্‌টন বলিয়াছেন, "যাঁহার পবিত্র অন্তরে ধর্ম্মের জ্যোতি আছে, তিনিই এই পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট সুখ উপভোগ করেন।" বাইবেলে লিখিত আছে,—"ধর্ম্মের পথ অতি মনোহর, অতি সুখকর।" হিন্দু শাস্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন, "বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হন।" "অতএব আপনার সহায়ার্থে ক্রমে

ক্রমে ধর্ম্ম নিত্যসঞ্চয় করিবেক, মানব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসারান্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হন।” “প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্মপথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হন এবং তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে।” “যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, তিনি ধর্ম্মকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হন; অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবে না, ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন।” “ধর্ম্মই কেবল একমাত্র মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী হন, আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।”

আমরা কাহার রাজ্যে বাস করিতেছি? কাহার জলবায়ু সেবন করিতেছি? কাহার হস্ত হইতে আহার পাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছি? কাহার হস্ত হইতে রাশি রাশি সুখ-সম্পদ প্রতিনিয়ত সম্ভোগ করিতেছি? কে তিনি? গম্ভীরস্বরে আত্মা বলিয়া উঠে, “সেই ভূমা বিশ্বপতি মহেশ্বর।” কোন ঘটনা বা বৃত্তান্তের সত্যতা জানিতে হইলে ইতিহাস ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রমাণ গ্রহণ করা হয়, পরে তৎপ্রতি বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্ম আত্মার প্রকৃতি-মূলক। ইহা ভুবনোজ্জ্বলকারী সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং উদিত হইয়া উজ্জ্বল কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক মানবের মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়াছে। অতি অসভ্য ও মূর্খ উলঙ্গ জাতি হইতে সভ্যতার অত্যুচ্চ শৃঙ্গস্থিত শিক্ষিত জাতি পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই ধর্ম্ম আছে।

প্রত্যেক মানবের নীতি ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি

আছে। ইহাদিগের অস্তিত্বের প্রমাণ কোন ইতিহাস দ্বারা গ্রহণ করিতে হয় না। বর্ত্তমানতা ও স্বভাবই এবিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারেন, অন্ধ বা দুঃখীকে দেখিয়া তাহার দয়া হয় না? কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারেন, বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখিলে তাহাকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা হয় না? এই সকল উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি মানব-প্রকৃতির অবস্থানের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র জগতের উৎপত্তি করিয়া দেয়। চর্ম্মচক্ষুদ্বারা সে জগৎ দেখা যায় না—আন্তরিক জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষী-ভূত হয়। ইহারই নাম পরলোক। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য-জগতের যেমন নূতন নূতন ভাব দর্শন করা যায়, তদ্রূপ অদৃশ্য পর-লোকের নূতন নূতন ভাব ধার্ম্মিক ব্যক্তির জ্ঞান-সন্নিধানে প্রকাশ পায়।

বস্তুতঃ ধর্ম্মের ভাব মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ, এবং একমাত্র মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন এরূপ ভাব কুত্রাপি দেখা যায় না। মনুষ্য আদিম অসভ্যাবস্থাতেই থাকুক, অথবা উচ্চদরের সভ্যই হউক, তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্ম সে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না। যতদিন মানবজাতির সম্পূর্ণ বিনাশ না হইবে তত-দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিলোপ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যেখানে মনুষ্য থাকিবে সেখানেই ধর্ম্মভাব লক্ষিত হইবে। বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তা প্রভৃতি যেমন তাহার স্বভাব-সিদ্ধ, ধর্ম্মও তদ্রূপ। অতি পুরাতন কালের ইতিহাসে ধর্ম্মের যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভবিষ্যতের ইতিহাসেও ধর্ম্ম-বিবরণ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

স্বাভাবিক পদার্থ সকল যেমন আপনা হইতেই উৎপন্ন ও

বর্দ্ধিত হইতে থাকে তদ্রূপ ঈশ্বরের সত্তা ও আত্মার অবিনাশিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস আপনা হইতেই আমাদিগের অন্তরে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়। যাহারা এতদূর অসভ্য যে, হিতাহিতের প্রভেদ করিতে পারে না এবং পশুদিগের ন্যায় কেবল স্বাভাবিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহাদিগের চিত্তেও কখন কখন ঐরূপ বিশুদ্ধ চিন্তা প্রবাহিত হয়; তাহারাও অন্তরের গূঢ়ভাব সকলের রসাস্বাদন করিতে পারে। যেমন ভূমি হইতে শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, আকাশে যেমন অসংখ্য নক্ষত্র বিরাজ করিতেছে, তদ্রূপ সেই ভূমা মহেশ্বর আপনা হইতেই মনুষ্যের হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করিতেছেন। মানব যদি ঈশ্বরের সত্তা, আত্মার অবিনাশত্ব ও পরকাল বিশ্বাস না করিত, তবে সে এই সাংসারিক অনিত্যতা, দুঃখ, শোক, কষ্ট, যন্ত্রণাদ্বারা আহত হইয়া নিতান্ত নিরাশ হইত এবং জীবনকে দুর্ব্বহ ভার বলিয়া বোধ করিত।

ইংরেজী ভাষাতে ধর্ম্মের অপর নাম "বিশ্বাস"। হিন্দু শাস্ত্রেও উক্ত আছে, "বিশ্বাসো ধর্ম্ম মূলংহি।" এক মহাত্মা বলিয়াছেন, "যদি বিশ্বাস না থাকে, ধর্ম্মের সমুদায় ব্যাপার অসত্য বলিয়া বোধ হইবে। শরীর সম্বন্ধে চক্ষু যেমন, আত্মা সম্বন্ধে বিশ্বাস সেইরূপ। চক্ষুবিহীন হইলে মনুষ্য সকল দিক অন্ধকার দেখে; অন্ধের নিকট জগৎ থাকা না থাকা প্রায় সমান। এই বিশাল বিশ্বের শোভা ও শিল্প নৈপুণ্য; ভূলোকে, গম্ভীর গিরি পর্ব্বত, সুবিস্তৃত সাগরবক্ষ, বিচিত্র তরুরাজি, সুকোমল পুষ্পমালা; এবং মনুষ্য হস্তরচিত সভ্যতা ও সুখের সহস্র নিদর্শন; দ্যুলোকে, অসীম আকাশ, তেজোময় সূর্য্য,

সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমা, অগণ্য গ্রহতারা; এ সমুদায় অন্ধ ব্যক্তির নিকটে কিছুই নহে, তাহার পক্ষে ইহার সত্তাই নাই। আধ্যাত্মিক জগৎ অবিশ্বাসীর নিকটে এইরূপ; উহার সত্য সকল জাজ্বল্য-রূপে দীপ্তিমান, উহার সুন্দর শৃঙ্খলা ও শাসনপ্রণালী স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু অবিশ্বাসী কিছুই দেখিতে পায় না। ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্ম উহার নিকট অসত্য। সে চক্ষু খুলিয়া দেখে চারিদিকে কেবল জড় পদার্থ, কোথাও ঈশ্বর নাই; যতই তাঁহাকে অনুধাবন করে ততই কেবল শূন্য ও অন্ধকার দেখে। আবার নিমীলিত নয়নে সে যখন আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে, সেখানেও সেই অন্ধকার দেখে। অন্ধের যেমন দুর্দ্দশা তাহারও সেইরূপ দুর্দ্দশা। অন্ধের আর সমুদায় অঙ্গ সুস্থ ও সবল থাকিলেও কেবল চক্ষু না থাকাতে তাহার অবস্থা এত শোচনীয়। অবিশ্বাসী ব্যক্তিরও সেইরূপ; তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও সাধুভাব সকলই আছে, অথচ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অতি সামান্য তত্ত্বও সে বুঝিতে অক্ষম। সৃষ্টির কৌশল সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়াও তন্মধ্যে জ্ঞানময়, দয়াময় স্রষ্টাকে সে দেখিতে পায় না। ধর্ম্মরাজ্যের নিয়মাদি দেখিয়াও তাহা পালন করিতে সক্ষম হয় না। বিশ্বাস-চক্ষু না থাকাতে তাহার বুদ্ধি বল কিছুই কার্য্যকর হয় না। যেখানে বিশ্বাসী ও ভক্তবৃন্দ পিতার সহ-বাসে আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করেন এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করেন, সেখানে অবিশ্বাসী কেবল শূন্য দেখিয়া কষ্টভোগ করে।”

“পরলোক সম্বন্ধেও এইরূপ। অবিশ্বাসীর পক্ষে মৃত্যু একটী অভেদ্য প্রাচীর, তাহার অপর দিকে যে কিছু আছে বা

থাকিতে পারে ইহা সে মনে করিতে পারে না, কেননা, সে অন্ধ। সে মনে করে মৃত্যুকালে জীবন-দীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সংসার ক্রীড়া নিঃশেষিত হয়। যতই সে পরকাল ভাবিতে যায় ততই সে অন্ধকারে জড়িত হয়। কিন্তু বিশ্বাসীর নেত্র মৃত্যুর প্রাচীর অতিক্রম করিয়া পরলোকে ধর্ম্মরাজ্যের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সন্দর্শন করে; পাপের দণ্ড ধর্ম্মের পুরস্কার, দণ্ডের উৎপীড়নে পাপীর পাপত্যাগ, পুরস্কারের উৎসাহে পুণ্যাত্মার পুণ্য বৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের ন্যায় ও প্রেমের শাসনে তাঁহার সকল সন্তানের অনন্ত উন্নতি, এ সমুদায় তাহার চক্ষুতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। যে জগৎ ও সাংসারিক সুখ অবিশ্বাসীর পক্ষে সর্ব্বস্ব ও পরম পদার্থ, তাহা বিশ্বাসীর নিকট অসার ও অকিঞ্চিৎকর; এবং ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্ম যাহা অবিশ্বাসীরা ছায়া ও অন্ধকার জ্ঞান করে, তাহা বিশ্বাসীর নিকটে উজ্জ্বল, জীবন্ত ও সার।"

ধার্ম্মিকের সুখ কত! তিনি সাংসারিক কার্য্য সকলের মধ্যে, সতত ঈশ্বরের সহবাসে, পাপ হইতে অন্তর থাকেন; বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াও তিনি অধর্ম্ম পথে গমন করেন না। তাঁহার সুখই যথার্থ সুখ! রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হন না, তিনি যৎ সামান্য কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর সুখ লাভ করেন। সুরম্য রাজ-প্রাসাদে বাস করিয়া রাজা যে সুখ লাভে সমর্থ হন না, তিনি পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখভোগ করেন। তিনি সতত পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত থাকেন; অজ্ঞান ও মুর্খ ব্যক্তিদিগের বিদ্বেষে তাঁহার মুখ মলিনভাবাপন্ন হয় না,

কেবল স্বার্থ সাধন তাঁহার কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য নহে; তিনি যশের জন্য লালায়িত হন না; তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য যত্নশীল হন না; তিনি লোকের নিকটে স্বকৃত কার্য্যের পুরস্কার প্রত্যাশা করেন না; তিনি বলেন, "হে ঈশ্বর তোমাছাড়া যে সম্পদ সে ত বিপদ, তোমাছাড়া যে সুখ সে ত দুঃখ।" তিনি বলেন, "কিসের সে জীবন, যৌবন, তোমা বিহনে; কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই?"

ফলতঃ ধন, মান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ, কিছুতেই লোককে প্রকৃত সৌভাগ্যশালী করিতে পারে না, যদি প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে তিনি ধর্ম্ম ভাবের যোগ না রাখেন। যেমন শরীরের উত্তমাঙ্গ না থাকিলে অন্যান্য অঙ্গ সকল সুন্দর ও বলিষ্ঠ হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না, তদ্রূপ ধর্ম্মের প্রতি আস্থা না থাকিলে লোক নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও প্রকৃত সুখ, ও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃত সুখ, সৌভাগ্য ও উন্নতির কেন্দ্র স্বরূপ। কেন্দ্র না থাকিলে চক্রের গতি কি প্রকারে নিষ্পাদিত হইবে?

ধর্ম্ম অমূল্য রত্ন। ইহা ব্যতিরেকে মানব কদাচ প্রকৃত সুখ শান্তি লাভে অধিকারী হয় না, প্রকৃত সৌভাগ্য-পথ অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা মানবকে যে সুখ প্রদান করে পার্থিব বস্তুগত সুখ তাহার সঙ্গে কখনই উপমিত হয় না; ইহা তাহাকে রোগে, শোকে, পাপে, তাপে, দুঃখে, দারিদ্রে, ভয়ে, বিপদে, সকল সময়ে সান্ত্বনা প্রদান করে এবং তাহার মনকে সহিষ্ণুতা, আশা ও সন্তোষে পরিপূর্ণ করে। মৃত্যু সময়ে ধার্ম্মিক ব্যক্তি ব্যাকুলচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়

দেখেন না, কিন্তু পরকালের সুখ শান্তি ও অনন্ত উন্নতির বিষয় ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। যিনি তাঁহার আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অনন্তকাল উহার উন্নতি ও সুখ বিধান করেন, তিনি উহা তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। তিনি বলেন "এই লও আমার প্রাণ, মন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন।" তিনি বলেন, "তোমার প্রদত্ত ধন তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম, হে অনন্তকালের পথপ্রদর্শক পরমসুহৃদ্ পরমেশ্বর, তুমি অনন্তকাল ইহার সুখ শান্তি বিধান কর।"

শরীরের যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, আত্মারও সেইরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। আহার্য্য ও পানীয় সামগ্রী দ্বারা আমরা যেমন শারীরিক অভাব দূর করি, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রার্থনা দ্বারা আত্মার অভাব দূরীকৃত হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক অভাব বোধ হয় বলিয়াই আমরা যেমন আহার করি ও পান করি, তদ্রূপ আত্মাকে অভাব বোধ হয় বলিয়াই আমরা ঈশ্বরোপাসনাতে প্রবৃত্ত হই। শরীর যেমন আহার্য্য ও পানীয় পদার্থ সকল লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পুষ্টি লাভ করিতেছে এবং সমধিক যত্ন সহকারে ক্ষুধা তৃষ্ণা-তৃপ্তিকর নূতন নূতন পদার্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হইতেছে, তদ্রূপ ঈশ্বরোপাসনাতেও ক্রমশঃ আত্মার ক্ষুধা ও লোভ বৃদ্ধি হওয়াতে মানবগণ দিন দিন যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

রোগের সময় সর্ব্বরোগহারীকে হৃদয়ে আহ্বান করা, বিঘ্ন

বিপত্তির সময়ে বিঘ্ন বিনাশনের সহায়তা যাচ্ঞা করা, শোকের সময়ে শান্তি দাতার আশ্রয় গ্রহণ করা কেমন সুখকর কার্য্য! কেমন তৃপ্তিকর কার্য্য! সমুদ্রে ভীষণ ঝড়ের মধ্যে, কর্ণবধির-কারী ঘর্ঘর বজ্রধ্বনির সময়ে, ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে, মহামারীর প্রাচুর্ভাবে, আত্মা আপনা হইতেই যাইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। ঐ সকল সময়ে কেহ মনুষ্যের সহায়তা প্রার্থনা করেনা, কেন না, ঐ সকল ঘটনার উপরে মনুষ্যের কোন ক্ষমতা নাই। বস্তুতঃ যে জীবন উপাসনাশীল নহে তাহা কখনই প্রকৃত সুখের জীবন হইতে পারে না। প্রত্যেক সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তিকে উপাসনাশীল হইতে হইবে; নতুবা, তাহার যত উৎকৃষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক না কেন, তিনি কিছুতেই প্রকৃত সুখী হইতে পারিবেন না।

অতএব, যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউননা কেন, তিনি যদি প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হইতে বাঞ্ছা করেন, তিনি যদি ইহ-লোকে সুখ ও উন্নতি লাভ করিয়া, পরলোকে অনন্তসুখ ভোগ করিতে চাহেন, তবে তাহাকে ধর্ম্মপরায়ণ ও উপাসনাশীল হইতে হইবে। তিনি কেবল স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করিয়া ও স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না; কিন্তু তিনি পিতা মাতা ও গুরুজনের সেবা করিবেন; দরিদ্র ও দুঃখী ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালন করিতে সাধ্যমত যত্ন করি-বেন, তিনি পীড়িত ব্যক্তিদিগকে প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিবেন; তিনি মূর্খ ব্যক্তিদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবেন; তিনি বিধবাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন ও তাহাদিগের অশ্রুমোচন করিবেন; রাজা অবিচার করিয়া দেশের সর্ব্বনাশে উদ্যত

হইলে, তাহা নিবারণের জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিবেন; দেশের কুৎসিৎ রীতিনীতি বিনাশ করিয়া, যাহাতে উত্তম রীতিনীতি দ্বারা তাহাদের স্থান পরিপূর্ণ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন; তিনি লোক নিন্দার ভয়ে সৎকার্য্য হইতে বিরত হইবেন না; তিনি লোকের প্রশংসার জন্য লালায়িত হইবেন না; কিন্তু প্রশান্তচিত্তে গভীরভাবে, ঈশ্বরের আদেশ পালনে যত্নশীল হইবেন। তাঁহার মূল মন্ত্র,—'ঈশ্বর স্বয়ং 'সৎকার্য্যের সহায়'; তাঁহার উৎসাহ,— 'ঈশ্বরের প্রসন্নমুখ;' তাঁহার পুরস্কার,—'ঈশ্বরের দয়া'।

এইরূপে বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি যৌবনকাল হইতেই ধর্ম্মশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং উপাসনাশীল হইতে থাকিবেন। যৌবনকাল হইতে অভ্যাস না করিলে কোন কার্য্যই জীবনে সহজ ও সুদৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় না; বিশেষতঃ মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর; কে জানে, অদ্যই যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে মানবের উপযোগী কোন কার্য্যই করিয়া যাইতে পারিলাম না। যৌবনকালে সকল বৃত্তিই সতেজ থাকে, তখন তাহাদের উন্নতিসাধন করা যত সহজ, অন্য আর কোন সময়েও সেরূপ নহে; ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে যৌবন কাল হইতেই পরিচালনা করিয়া, জীবন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণের পূর্ব্বপুরুষেরা সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সেই পূর্ব্বপুরুষগণের স্বভাব বিস্মৃত হইয়া অধুনা তাহারা ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন। শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই কোন ধর্ম্মের দিকে বিশেষ আকর্ষণ নাই। কেবল চাকুরী দ্বারা কিছু

অর্থ উপার্জ্জন ও স্বার্থসাধন সার করিয়া অনেকেই নিশ্চিন্ত হইতেছেন। কিন্তু হে আর্য্য সন্তান, তুমি কি এতই নীচ হইয়াছ যে কোন ধর্ম্মের প্রতি তোমার আস্থা নাই? তোমার কি এতদূর অধঃপতন হইয়াছে? তোমার জীবন কি চিরদিন এই ভাবেই যাইবে? তোমার কি মৃত্যুর কথা স্মরণ নাই? তোমার কি এমন মনে হয় যে কেবল নিজের জন্য তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ? দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, ভ্রাতাভগিনীদিগের প্রতি, তোমার যে কোন কর্ত্তব্য আছে তাহা কি মনে স্থান পায় না? তুমি কি নিজের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিবে না? তোমাকে ঈশ্বর কেমন মহৎ ও সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিবে না? তুমি কে? কি জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? এই সমস্ত প্রশ্নগুলি কি একবার নিজকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে না? তোমার চক্ষুর নিকটে ফ্রান্স্, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেনি প্রভৃতি কত কত দেশ নিজ সন্তানের মাহাত্ম্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিতেছে, আর তুমি আর্য্য-জাতীয় সন্তান হইয়া কাপুরুষের ন্যায় উদাসীন রহিয়াছ? যাবতীয় সভ্য-জাতির কৃপাপাত্র হইয়া কালযাপন করিতেছ? একবার দৃঢ়-অধ্যবসায় সহকারে নিজ নিজ উন্নতি-সাধনে যত্নশীল হও; জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও বিদ্যায় অলঙ্কৃত হইয়া এই পরাধীন দেশের মুখোজ্জ্বল কর, মানব-জীবন সার্থক হউক।

সৌভাগ্য।

"Fortune dreads the brave, and is
terrible only to the coward."

Seneca.

"Our doubts are traitors;
And make us lose the good we oft might win,
By fearing to attempt it."

Shakespeare.

কবি চূড়ামণি সেক্সপিয়ার লিখিয়াছেন, "সৌভাগ্য কি উভয় হস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রসারণ করিয়া কখনই আসিবেন না? তিনি কি চিরকালই তাহার মনোহর বাক্য সকল অতি কুৎসিৎ অক্ষরে অঙ্কিত রাখিবেন? তিনি ক্ষুধাপূর্ণ উদর প্রদান করিয়া সম্পূর্ণ আহার দেন না, তাহার উদাহরণ সুস্থকায় কৃষক; এবং উৎকৃষ্ট আহার্য্য সামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক ক্ষুধা অপহরণ করেন, তাহার উদাহরণ রোগগ্রস্ত ধনী ব্যক্তি, যিনি অপর্য্যাপ্ত বস্তু থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না।"

সুবিখ্যাত স্মাইল্‌স্‌ বলিয়াছেন, "ভাগ্য লক্ষ্মীকে অনেকে অন্ধ বলিয়া দোষ দিয়া থাকেন, কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি মনুষ্যের ন্যায় ততদূর অন্ধ নহেন। যাহারা মানব-জীবনের ঘটনাবলী সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করেন, তাহারা দেখিতে পান যে, বায়ু ও তরঙ্গ যেমন উৎকৃষ্ট নাবিকদের অনুকূল হয়, ভাগ্যলক্ষ্মীও

তদ্রূপ পরিশ্রমী ব্যক্তিদিগের পক্ষাবলম্বিনী হন। অত্যুচ্চ শাস্ত্র বা বিদ্যা আপন আয়ত্ত করিতে হইলে মানবের সাধারণ গুণ-সকল,—বুদ্ধি, মনোযোগ, পরিশ্রম, ও অধ্যবসায়—অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়। প্রবল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি এই সকল সামান্য গুণকে ঘৃণা করেন, তবে তিনি কদাচ সৌভাগ্য-শালী হইবার আশা করিতে পারেন না; কেননা, যেখানে পরিশ্রম ও যত্ন নাই, সেখানে কেবল তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিতে কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। যাঁহারা পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়গুণে স্ব স্ব নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেরই এই বিশ্বাস ছিল যে, যিনি কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে একান্তমনে যত্ন করেন, তিনিই কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হন।”

সিড্‌নিস্মিথ্ বলিয়াছেন, “আমরা মানব জীবনকে দেশ ভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে জীবনযাত্রা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু সেই যাত্রা বা ভ্রমণ কত প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে তদ্বিষয় বিবেচনা করা উচিত। কতকগুলি লোক নানা উৎকৃষ্ট অবস্থা সমন্বিত হইয়া পৃথিবীতে আইসেন এবং উৎকৃষ্ট পোষাক ও জুতা পরিধান পূর্ব্বক মখমলাচ্ছাদিত মাঠে অথবা মার্ব্বল নির্ম্মিত প্রাসাদোপরি সুখে পর্য্যটন করেন। তাঁহাদিগের উপরে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না। অথবা প্রখর সূর্য্যরশ্মি তাঁহাদিগকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। অন্য কতকগুলি লোক অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এবং বিনা পোষাকে, বিনা জুতায়, উলঙ্গ বক্ষে, ক্ষতবিক্ষত ও ক্লান্ত ভাবে, দারিদ্র্যদুঃখের প্রবল বাত্যার

বিরুদ্ধে, বিঘ্ন বাধার পর্ব্বতাকীর্ণ পথে গমন করে।" তাঁহার ঐরূপ বর্ণনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি স্পষ্টরূপে দেখাইতে চাহেন, বাহ্য ঘটনাবলীও মানবের ভাগ্যাভাগ্যের উপর কার্য্য করে।

সুবিখ্যাত বেকন বলিয়াছেন, "আকস্মিক ঘটনা সকল,—অনুগ্রহ, সুযোগ, অন্যের মৃত্যু, স্বগুণানুযায়ী ঘটনা প্রভৃতি লোককে ভাগ্যবান করিবার পক্ষে অনেক সহায়তা করে বটে, কিন্তু প্রধানতঃ মানবগণের নিজ ভাগ্যাভাগ্য আপন হস্তে। বাহ্য-ঘটনাবলীর মধ্যে এই দেখা যায় যে, এক ব্যক্তির নির্ব্বুদ্ধিতা দ্বারা অন্য ব্যক্তি সৌভাগ্য-শালী হয়; কারণ লোক সকল অন্যের ভ্রম দ্বারা যত হঠাৎ ভাগ্যবান্ হইয়া পড়ে আর কিছুতেই সে প্রকার হয় না। সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ গুণ সকল লোককে অন্যের প্রশংসা ভাজন করে, কিন্তু গুপ্ত গুণ সমূহ, তাহার সৌভাগ্য সমুৎপন্ন করে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "লোকমাত্রই সৌভাগ্যের সম্মান ও পূজা করে, কারণ তাহাতে আত্মবিশ্বাস ও যশ লাভ হয় এবং এই উভয় গুণ সুখোৎপাদন করে। জ্ঞানিগণ লোক সাধারণের ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্য, স্ব স্ব উৎকৃষ্ট গুণসমূহ ঈশ্বরানুগ্রহ বা সৌভাগ্যপ্রসূত বলিয়া তাহাদের নিকট প্রকাশ করে; কেন না তাহাতে তাহাদের ঈর্ষাপরতন্ত্র হইবার কারণ থাকে না।" ফলতঃ কোন ব্যক্তিই মানবজীবনের আকস্মিক ঘটনা এবং পরিবর্ত্তনের বিষয় অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু তাহা দ্বারা এই দৃঢ় বাক্যের কিছুই ব্যত্যয় হয় না যে, "মানব নিজ সৌভাগ্য প্রসবিতা। তিনি নিজের গুণ ও অবস্থানুসারে যাহা

হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হইতে পারেন। শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট নামক বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই।”

অলস ব্যক্তিগণ আত্মদোষ ঢাকিবার জন্য দুরদৃষ্ট কথা সৃষ্টি পূর্ব্বক তদুপরি নিজের আলস্যজনিত বিষময় ফলের বোঝা চাপাইয়া নিজে মুক্ত থাকিতে চাহে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ তাহাদের ধূর্ত্ততার বিষয় অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। আমরা যখন দেখিতে পাই যে, দুই ব্যক্তি কোন বিশেষ বস্তু লক্ষ্য করিয়া এক পথে গমন পূর্ব্বক, এক ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইল এবং অন্য ব্যক্তির আশা বিফল হইল, তখন আমরা প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ভাগ্যবান ও শেষোক্ত ব্যক্তিকে দুর্ভাগ্য বলিয়া থাকি; কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে, তাহাদের মধ্যে উভয়ে সেই বস্তু লাভার্থ ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতেই একত্র যাত্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হইয়াছে।

দৌড়ে ও যুদ্ধে কেবল দ্রুতগামী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণই সর্ব্বদা জয়ী হইতে পারে না। যাহার সঙ্গে দৌড়াইতে বা যুদ্ধ করিতে হইবে তাহার বেগ ও বলের পরিমাণ করিয়া, যদি আমরা নিজের বেগ ও বল যথাসময়ে, যথোপযুক্তরূপে, এবং একান্ত মনে প্রয়োগ করি, তবে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইতে পারে। অধ্যাপক মেথুজ্ বলিয়াছেন, “কেবল সৎকার্য্য করিলেই কিছু হয় না, কিন্তু জীবনে যদি জয়লাভের অভিলাষ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। অপিচ, যে বাহ্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনেক লোক খেদ করিয়া থাকে, তাহা

দিগকেই কার্য্য-সাধন করিবার যন্ত্র-সমূহ অথবা উচ্চে উঠিবার সোপান-শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তাহারা জীবন সমুদ্রের বায়ু এবং জলোচ্ছ্বাসের ন্যায়; তাহাদিগকে সহায় করিয়া বা পরাস্ত করিয়া, সুনিপুণ নাবিক অগ্রসর হইতে থাকেন। স্বয়ং সর্ব্ব প্রধান ঘটনা হওয়াই ঘটনাবলী জয় করিবার প্রকৃত উপায়।"

ওয়েণ্ডেল্ ফিলিপ্স্ বলিয়াছেন, "বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জীবন-ক্রীড়াতে, নিজ হস্তে যে তাস আইসে, তাহা দ্বারাই খেলা করেন; 'বিন্তি নাই,' 'পঞ্চাশ নাই' বলিয়া তিনি খেদ করেন না; তিনি কখনও এরূপ বলেন না যে, তাঁহার প্রতিযোগী তাঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্রীড়ক অথবা ভাগ্য তাহারই পক্ষে অনুকূল; তিনি অনিবার্য্য ঘটনার নিকট অবনত হন এবং সেই ঘটনার সদ্ব্যবহার করেন; তিনি খেলিবার জন্য অসাধারণ দাবার কোঠ অন্বেষণ করেন না, কিন্তু নিকটে যাহা আছে তাহা দ্বারাই খেলা করিতে আরম্ভ করেন।" রাজকবি টেনিসন্ বলিয়াছেন, "তিনিই যথার্থ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ও যথার্থ মহাত্মা, যিনি সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের গণনা না করিয়া, নিজের হীনবংশে জন্মগ্রহণ-জনিত ঈর্ষাজনক প্রতিবন্ধকতাকে ছিন্ন করেন, আকস্মিক শুভ ঘটনা সকলকে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরেন, অনিবার্য্য ঘটনার তরঙ্গাঘাতের বিরুদ্ধে বক্ষ পাতিয়া দণ্ডায়মান হন, এবং বিপদাপদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।" যখন আর্কিমিডিস্ বলিয়াছিলেন, "আমাকে অবস্থিতির স্থান দেও, তাহা হইলে আমি আমার এই স্বকৃত পরিমাণ দণ্ড দ্বারা পৃথিবীকে চালিত করিব," সে সময়ে তাঁহার মনের ভাব এই ছিল যে, তখন

পর্য্যন্তও তাঁহার সুযোগের অভাব ছিল; কারণ, সুযোগকে মহাত্মগণ জ্ঞান ও পরিশ্রমরূপ মানদণ্ডের মধ্যস্থিত রজ্জুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যাহার সহায়তায় ভ্রমণকারীর রাস্তা হইতে ভয়ানক বিঘ্ন বাধা সকল দূর করিতে পারা যায়।

সুবিখ্যাত এমার্সন বলিয়াছেন, "স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভাগ্য অথবা দৈবী ঘটনাতে বিশ্বাস করে। তাহারা বলে এই ভাগ্য নামক পদার্থ অবশ্যই আছে, অথবা তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, অথবা তখন উহা ঐ প্রকারেই ঘটিয়াছিল, যদিও অন্য দিন সেরূপ ঘটে না। কিন্তু পরাক্রমী ব্যক্তিগণ কার্য্য এবং কারণ বিশ্বাস করেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "সিদ্ধকাম ব্যক্তি-গণ একটী বিষয়ে একবাক্য ছিলেন, তাহা এই যে,—তাঁহারা সকলেই কার্য্য-কারণাদর্শী ছিলেন। তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস-ছিল যে, ঘটনা সকল স্বভাবের নিয়মানুসারে আইসে, ভাগ্য-বশতঃ নহে। যে শৃঙ্খল স্বাভাবিক ঘটনাবলীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একত্রিত রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলের কোন একটা কড়াও ক্ষীণ অথবা ভগ্ন নহে।"

পৃথিবীতে যত শ্রেণীর লোক আছেন, তন্মধ্যে কবিগণই ভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টির আনুকূল্যে অধিক বিশ্বাস করিয়া-ছেন। ইউরোপের আদি কবি হোমারের সময় হইতে প্রায় বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত অনেক কবি সর্ব্ব প্রথমে কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর বন্দনা করিতেন; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান কবিগণ ঐরূপ বন্দনায় বিশ্বাস করিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে কোন কবি ঐরূপ বন্দনার বিষয় স্বপ্নেও ভাবেন না। তাহারা এখন আত্মাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাহা কার্য্যে পরি-

গত করিয়াছেন। তাহারা মনে করেন যে, অন্তরের মধ্যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং উৎসাহ ও সরলতা দ্বারা সেই জ্ঞান সমুন্নত ও সুমার্জ্জিত হয়। এজন্য সুপ্রসিদ্ধ কবি গিটা বলিয়াছেন, "নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়া দেখে না যে, সদ্‌গুণ ও সৌভাগ্য পরস্পর দৃঢ়রূপে সংযুক্ত থাকে।" বস্তুতঃ ভাগ্যোদ্দীপক দৈব ঘটনাসম্বন্ধে লোকেরা যতই কেন না বলুক, কিন্তু স্থিরভাবে অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, উৎকৃষ্ট রকমের সৌভাগ্য কথনই দৈব ঘটনা দ্বারা আইসে না। তাহা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ ও অক্লান্ত অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কথনই লাভ হয় না।

দৈব ঘটনাবশতঃ কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি নিজের অধিকারে আসিয়া সৌভাগ্যশালী করিতে পারে বটে, কিন্তু পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি নিজ গুণে সৌভাগ্য লাভ করিয়া যে সুখ ভোগ করেন, সেই সুখের মধুরতার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির সুখের উপমাই হইতে পারে না। জননী নিজের গর্ভজাত সন্তানকে স্নেহ করিয়া যেরূপ সুখী হন, পরের পুত্রে পুত্রবতী হইয়া তিনি কথনই সেইরূপ স্নেহ-জাত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এবিষয়ে কবিরত্ন সেক্সপিয়ার্ বলিয়াছেন, "সম্মান সমূহ পূর্ব্বপুরুষগত না হইয়া যদি নিজ কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, তবে তাহারা লোক-দিগকে অধিক শোভান্বিত করে।" ডাক্তর ইয়ঙ্গ্ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর সুখ বিক্রয় করিতে বসিয়াছেন; তাহা যত্নরূপ মূল্য দ্বারা ক্রয় করিতে হয়। বিজয়ী হইবার সুখ মনুষ্যই লাভ কিরতে পারে। অনেক সময় এমন ভাবে আইসে যে, তথন

পরিশ্রমকেই সর্ব্বোপরি মনোনীত করিতে হয়; নতুবা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সুসময় নষ্ট করিলে সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি পরিশ্রমী সেই সুখী হয়।"

স্বোপার্জ্জিত সৌভাগ্য লোককে নানা প্রকারে সুখী করে। প্রথমতঃ ইহা তাহার নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে; দ্বিতীয়তঃ ইহা লোকে ঈর্ষ্যাপূর্ণ নয়নে দেখে না, কেন না, তিনি বহু কষ্টে তাহা নিজ গুণে লাভ করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ তিনি দুশ্চরিত্র হইয়া স্বোপার্জ্জিত সৌভাগ্যের বিনাশ সাধন করেন না, কারণ, উহা তাহার বহু যত্ন ও বহু আয়াসের ধন। চতুর্থতঃ লোকানুগ্রহলব্ধ সৌভাগ্য আমাদের নিজ ক্ষমতার অভাব জ্ঞাপন করিয়া আমাদিগকে লজ্জিত করে, কিন্তু যিনি নিজ গুণে ভাগ্যবান্ হন তাঁহার অন্তরে লজ্জা স্থান পায় না, প্রত্যুত উহা সুখ, সন্তোষ ও সরলতায় পরিপূর্ণ থাকে। পঞ্চমতঃ অনুগ্রহলব্ধ সৌভাগ্যের অস্বাভাবিক বোঝা আমাদিগকে অন্যের দাস করে, কিন্তু স্বক্ষমতালব্ধ হইলে তাহা আমাদিগকে প্রকৃত সুখের ভিত্তিভূমি স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করে না। জুয়াখেলাতে পরিশ্রম হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে বিপদের আশঙ্কা বহুতর; মাঠের খেলাতে যদিও পরিশ্রম হয়, কিন্তু তাহা স্বাস্থ্য ও সুখ আনয়ন করে।

ডীন্ সুইফট্ বলিয়াছেন, "দুঃখী ব্যক্তিগণই দৈব ঘটনার ক্ষমতা বিশ্বাস করে, কিন্তু সুখী ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের সৌভাগ্য নিজের পরিণামদর্শিতা বা ক্ষমতাপ্রসূত বলিয়া প্রকাশ করেন।" একজন জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন, "আকস্মিক

ঘটনাদ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হয় না। উহা মৃদুমন্দ বায়ু প্রেরণ করে, কিন্তু পোতচালক যদি হালের নিকটে বসিয়া নিদ্রা যান, তবে যে বায়ুর অনুকূলতায় তিনি বন্দরের দিকে যাইতে পারিতেন, হয়ত তাহা দ্বারাই তাহার পোত চড়াতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব বায়ু অনুকূলই হউক, বা প্রতিকূলই হউক, পোতচালকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে, তিনি অতি সাবধানতা সহকারে হালের নিকট জাগরূক থাকিবেন।" অন্য একজন জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন, "সৌভাগ্য ইচ্ছাপূর্ণ অন্তঃকরণ ও কর্ম্মক্ষম শরীরের উপর নির্ভর করে।"

কবিকুল-শিরোমণি সেকস্‌পিয়ার্ বলিয়াছেন, "আমরা ঈশ্বরের নিকট যে সৌভাগ্য যাচ্ঞা করি তাহা আমাদের নিজের উপরেই নির্ভর করে। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যখন নিস্তেজ হই, তখন শিথিলতা আমাদিগকে পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণ করে। যে সকল লোক কষ্টের ভয়ে পূর্ব্বেই পশ্চাৎপদ হয় এবং এই বিশ্বাস করে যে, যাহা লোক দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে তাহা লোকে করিতে পারে না, তাহারাই বৃহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব মনে করে।" বিখ্যাত সিলার্ বলিয়াছেন, "দৈবঘটনা নামে কোন পদার্থ নাই; এবং যাহা আমাদের নিকট দৈব বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা ঘটনা শৃঙ্খলে, কারণবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যে কারণ আমাদের নয়ন গোচর হয় না।"

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এমার্সন্ বলিয়াছেন, "মানবগণ এই ভাবে কথা বলেন যেন জয়লাভকে তাহারা কোন অলৌকিক

সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন। কার্য্যই জয়। যেখানে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় সেখানেই জয়লাভ হয়। স্বভাবের মধ্যে আকস্মিক ঘটনা বা শূন্যস্থান নাই। যদি তুমি সর্ব্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত চাও, তবে নিজের সিদ্ধান্ত লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, অন্যের সিদ্ধান্ত অবশ্যই তোমার অনুগামী হইবে। যদি প্রমাণ চাও, নিকটেই সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান আছেন।" একটী পুরাতন নীতি কথা আছে তাহার ভাব এই যে, "যদি তুমি নিজের ক্ষমতা সতত জাগরিত না রাখ তবে কেবল ঈশ্বরে নির্ভর করিলে কি হইবে?"

সুবিখ্যাত আডিসন্ লিখিয়াছেন, "পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থে আমি এখানে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের রহস্যোদ্ভেদ করিতেছি। পৃথিবীতে এমন কতকগুলি লোক আছে যে, তাহারা মনে করে তাহাদের বিপক্ষে ঈশ্বরের দৃঢ় বিদ্বেষ ভাব আছে। তাহারা বৃদ্ধাবস্থায় দারিদ্র্যদুঃখের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে বিলাপ করিয়া থাকে। ভাগ্য চিরকালই তাহাদিগের বিরুদ্ধে ও অন্যের সপক্ষে গমন করিয়াছে। মৎস্যব্যবসায়ী একব্যক্তি তাহার সৌভাগ্য সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়, কারণ সে মৎস ধরিতে যাইয়া আলস্যে নিজের সময় নষ্ট করে। অন্য একজন সুব্যবসায়ী সতত নিজের অন্তরে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত রাখে, এবং তাহার কর্ম্মদাতৃগণ ক্রমে তাহাকে পরিত্যগ করে। অপর এক ব্যক্তি লাভজনক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াও সৌভাগ্য-চ্যুত হইয়াছেন, কারণ তিনি আপন কার্য্য ব্যতীত অন্য সকল কার্য্যেই বিশেষ মনোযোগ করিতেন। অন্য এক ব্যক্তি যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে

আপন কার্য্য সম্পন্ন করিত, সেইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত বোতলেরও সেবা করিত। অপর একব্যক্তি সদাশয় ও কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াও অপরিণামদর্শিতা দোষে সর্ব্বদা ভ্রম করিত। এই-রূপে আরও শত শত লোক,—কেহ স্বাক্ষর করিয়া, কেহবা অতিশয় আশাগ্রস্ত হইয়া, কেহবা ধূর্ত্ত লোকদিগকে বিশ্বাস করিয়া, কেহবা প্রতারণাপূর্ব্বক লাভ করিতে যাইয়া—সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন আমি কখনও এমন কোন ব্যক্তিকে দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ করিতে দেখি নাই যিনি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন, বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করেন, সতর্কতাসহকারে ব্যয় করেন এবং সৎপথে অবিচলিত থাকেন। সচ্চরিত্র, সদভ্যাস এবং কঠোর পরিশ্রমকে দুর্ভাগ্য ভেদ করিতে পারে না। নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণই দুর্ভাগ্য বিষয়ে সতত স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু আমি যখন নেকড়াচ্ছাদিত কোন ব্যক্তিকে আপন পকেট মধ্যে দুই হস্ত দিয়া এবং উল্টা টুপী মস্তকে ধারণ করিয়া, কোন শুঁড়ির দোকান হইতে বাহির হইতে দেখি, তখনই আমি বুঝিতে পারি যে, সে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি; কারণ অলস, দুশ্চরিত্র ও মদ্যপায়ী হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য।"

জর্জ্ ইলিয়ট্ বলিয়াছেন, "আমি বিবেচনা করি যে, যাহারা আপন বিশ্বাসানুযায়ী নিয়মের অনুসরণ না করিয়া নিজ কল্পনার অনুগমন করে, তাহারাই দৈবঘটনার পূজা করিয়া থাকে। অধুনা, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি লজ্জাজনক দুর-বস্থাতে পতিত হন, তবে তিনি নানাপ্রকার ঘটনা প্রভৃতির উপরে দোষ দিয়া নিজকলঙ্ক ঢাকিতে চেষ্টা করেন। তিনি

যদি অপরিমিত ব্যয় করেন; তিনি যদি লাভজনক কো· কার্য্য দায়িত্বের ভয়ে পরিত্যাগ করেন; তিনি যদি বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন; তিনি যদি অধিক লাভের জন্য নিজের উপযুক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন; তবে তিনি নিশ্চয় দৈব-ঘটনার সেবক হইবেন; তিনি নিশ্চয়ই এই বিবেচনা করিবেন যে, দৈব ঘটনাই সৌভাগ্যের প্রধান কারণ। এরূপ লোকই স্বাভাবিক নিয়ম বিশ্বাস না করিয়া, গুপ্ত ও বুদ্ধির অগম্য দৈবঘটনা বিশ্বাস করেন, এবং মিথ্যা আশা দ্বারা প্রতারিত হন।"

সৌভাগ্য মন্দিরে প্রবেশ করিবার কোন রাজপথ নাই। এ পথ অতি বন্ধুর ও কণ্টকপূর্ণ। এখানে অকস্মাৎ প্রবেশ করা যায় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় অধ্যবসায় এবং অবিচলিত যত্ন অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। নিজের হিত স্পষ্টরূপে দেখা, তাহা একমনে লক্ষ্য করা এবং স.. প্রযত্নে তাহার অনুসরণ করাই সৌভাগ্য লাভের প্রধান উপায়। সকল ব্যক্তিই যে সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সামান্য চাষা কখনই রাজা হওয়ার আশা করিতে পারে না। কিন্তু যাহার যেরূপ অবস্থা, সেই অবস্থাতে তিনি পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, পরিণামদর্শিতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, নিপুণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, অবিচলিত যত্ন, অক্লান্ত উৎসাহ, প্রভৃতি অবলম্বন করিলে যে প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। "প্রকৃত কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সম্পাদন করাই সৌভাগ্যের মূল মন্ত্র।"

বহুসংখ্যক মহামহোপাধ্যায় মহাত্মগণের জীবন চরিত আলোচনা করিয়া সৌভাগ্য লাভের যে সকল বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে, আমরা স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, তাঁহাদিগকে সৌভাগ্যরূপ রত্ন-পূর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করিবার মূলমন্ত্র অবগত করিলাম। আমাদের একান্ত আশা এই যে ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রত্যেকে আলিবাবার ন্যায়, এই মূলমন্ত্র সহায়ে সেই রত্নপূর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করিতে কায়-মনোবাক্যে যত্ন করিবেন এবং স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়ে একথা অঙ্কিত করিয়া রাখিবেন যে,—সাহস, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সকলকেই পরাজয় করিতে পারে,—"জয়লাভ-সুখ মানবের জন্যই হইয়াছে"।